উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৭৭৮.৮৪ (+৫৬৬.৯৬)

নিফটি : ২৫,৯৬৬.০৫ (+১৭০.৯০)

কৈলাসের মন্তব্যে বিতর্ক
ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের ২ সদস্যের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিতর্কিত মন্তব্য কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। তাঁর প্রশ্ন, ক্রিকেটাররা না জানিয়ে বাইরে বের হলেন কেন? » ৭

পুরসভায় রদবদলের প্রস্তুতি
রাজ্যে জেলা ও ব্লক স্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল পুজোর আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যের পুরসভাগুলির মেয়র ও চেয়ারম্যান পদে বদল প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	২৯°
সর্বনিম্ন	২০°	২০°	২০°	১৯°

লম্বা ছুটিতে ঘাম ঝরিয়ে সফল রোহিত » ১১

শিলিগুড়ি ১০ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 28 October 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 158

এসআইআর কী?

এসআইআর-এর পুরো অর্থ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। অর্থাৎ খুব সহজ বাংলায় নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন। ২৩ বছর আগে শেষবার এমন সংশোধন হয়েছিল।

হাজির SIR

কোথায় কোথায় এসআইআর

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি ও আন্দামান নিকোবর

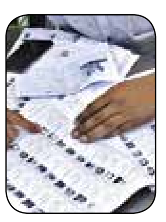

কাদের কাগজ দিতে হবে না

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যদি কারও নিজের বা বাবা-মায়ের নাম থেকে থাকে, তাহলে নথি দেওয়ার প্রয়োজন নেই

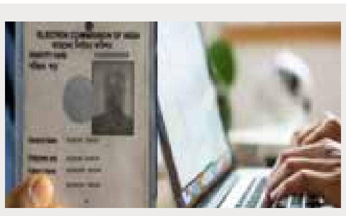

কী করতে হবে?

উপরের শর্ত যাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়, তাঁদের কমিশনের নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট নথি দেখাতে হবে। বিএলও-র মাধ্যমে তাঁরা নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। যাঁরা বাইরে থাকেন, তাঁদের জন্য অনলাইন সুবিধাও থাকছে।

প্রশ্নবাণ

২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে যদি যোগ না পাওয়া যায়, বাবা-মা না থেকে থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ইআরও নোটিশ জারি করবেন। নোটিশের পর শুনানি হবে। সেই শুনানিতে ইআরও প্রশ্ন করতে পারেন, ওই সময় সংশ্লিষ্ট ভোটাররা কোথায় ছিলেন? বা তাঁর বাবা-মা কোথায় ছিলেন?

এক বাড়িতে তিনবার

- বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-রা এক বাড়িতে তিনবার করে যাবেন। তাঁরা নির্দিষ্ট ফর্ম দেবেন এবং তা সংগ্রহ করবেন।
- যাঁরা পড়তে-লিখতে পারেন না, তাঁদের সাহায্য করবেন বিএলও-রাই।

কমিশনের নির্দিষ্ট নথি

- কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন অথবা পেনশন পান এমন পরিচয়পত্র
- ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এলআইসি, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া যে কোনও নথি
- জন্ম শংসাপত্র
- পাসপোর্ট
- মাধ্যমিক বা তার অধিক কোনও শিক্ষাগত শংসাপত্র
- রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানের শংসাপত্র
- ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট
- জাতিগত শংসাপত্র
- কোনও নাগরিকের ন্যাশনাল রেজিস্টার
- স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া পারিবারিক রেজিস্টার
- জমি অথবা বাড়ির দলিল
- আধার (এটি নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসেবে গৃহীত হবে না)

নির্ঘণ্ট

- প্রিন্টিং ও ট্রেনিং : ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর
- বাড়ি বাড়ি কড়া নাড়া : ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর
- খসড়া তালিকা প্রকাশ : ৯ ডিসেম্বর
- অভিযোগ দাখিল : ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি
- ভেরিফিকেশন : ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি
- চূড়ান্ত তালিকা : ৭ ফেব্রুয়ারি

সংবিধান মনে করালেন জ্ঞানেশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : ফের ‘এসআইআর’। বিহারের পর আবার। তবে শুধু বাংলায় নয়। একসঙ্গে দেশের ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। দীর্ঘ ২৩ বছর পর ফের এত বড় মাপের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হতে চলেছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসআইআর হতে দেবেন না বলে হুমকিকে উপেক্ষা করেই সোমবার এই ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

বাংলার পাশাপাশি এই দ্বিতীয় দফায় ‘এসআইআর’ হবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে। সোমবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া, যা শেষবার হয়েছিল ২০০২ সালে।

এসআইআর নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি প্রসঙ্গে অবশ্য কমিশনের তরফে কোনও কড়া মন্তব্য করা হয়নি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার শুধু বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে শুধু বলতে চাই, নির্বাচনের জন্য কর্মী সরবরাহ করতে রাজ্যগুলি বাধ্য। সেই কর্মীরা নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই দায়বদ্ধতার কথা জানে ও পালন করবে।’

> পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে শুধু বলতে চাই, নির্বাচনের জন্য কর্মী সরবরাহ করতে রাজ্যগুলি বাধ্য। সেই কর্মীরা নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের।
>
> **জ্ঞানেশ কুমার**
> *মুখ্য নির্বাচন কমিশনার*

নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী সোমবার কমিশনের ঘোষণা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। তবে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও আমরা দিল্লিতে অভিযান করব। বাংলার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করতে এসআইআর করা হচ্ছে।’

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কথাতেও সংশয়। তাঁর বক্তব্য, ‘এসআইআর নিয়ে ভীতি ছড়ালে চলবে না। একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তা দেখতে আমরা সজাগ রয়েছি।’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বিবৃতি,

এরপর দশের পাতায়

ঢালাও আমলা বদলি নিয়ে চর্চা রাজনীতিতে

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : প্রায় বেনজির ঢালাও বদলি। প্রশাসনিক স্তরে একসঙ্গে এতজনের বদলি কখনও হয়েছিল কি না, অফিসাররা মনে করতে পারছেন না কেউ। তাও সরকারি ছুটির দিনে। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন ছিল ছটপুজোর ছুটি। সেই দিনটাই যেন শুরু হল বদলির নির্দেশ দিয়ে। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে ছিল ৯ জনের বদলির নির্দেশ। যাঁদের মধ্যে তিনজনই উত্তরবঙ্গের- কোচবিহার, দার্জিলিং ও মালদার জেলা শাসক।

এরপর বেলা যত গড়িয়েছে, তত বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে বদলির নির্দেশপ্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যা। দিন শেষে ডব্লিউবিসিএস পদমর্যাদার ৪৫৭ ও আইএএস পদমর্যাদার ৭০ জন অফিসারের কাজের জায়গা বদল হল। নবান্নের তরফে এই বদলিকে প্রশাসনের রুটিন পদক্ষেপ বলে সাফাই দেওয়া হলেও রাজনৈতিক মহল এর পিছনে এক ঢিলে অনেক পাখি মারার কৌশল দেখছে।

মনে করা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন সোমবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক ডাকবে খবর পাওয়ার পর রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ করেছে। কমিশন কিছু না বললেও সব মহলেই ধারণা ছিল,

এরপর দশের পাতায়

১০০ দিনের কাজে সুপ্রিম ধাক্কা খেল কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : এসআইআর ঘোষণার দিন রাজ্যের পক্ষে বিরাট স্বস্তি। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ আর বন্ধ রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দুর্নীতির অভিযোগে ওই বরাদ্দ বন্ধ বলে কেন্দ্রের যুক্তিকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়েছে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তসাপেক্ষ, কিন্তু কর্মসংস্থানের অধিকার অস্বীকার করা যায় না।’

একই অভিমত ছিল কলকাতা হাইকোর্টের। পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতির জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের রায়, ‘দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলতে পারে, কিন্তু দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া সাংবিধানিকভাবে অন্যায়।’ চলতি বছরের ১ অগাস্ট থেকে ওই রায় কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। কিন্তু তা বাস্তবায়িত না করে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে। সেই মামলাতেই মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ কেন্দ্রের উদ্দেশে জানতে চায়, সরকার কি মামলা তুলে নেবে না আদালত খারিজ করে দেবে? পরে অবশ্য বিচারপতিরা মামলাটি খারিজ করে দেন। তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘কলকাতা হাইকোর্ট যে দুর্দান্ত রায় দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট সেই অবস্থানই বজায় রাখল। এখন সময় এসেছে আবাস যোজনার মতো অন্যান্য প্রকল্পেও রাজ্যের ন্যায্য দাবি তুলে ধরার।’

১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ আদায়ের জন্য নবান্ন বারবার চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রকে।

এরপর দশের পাতায়

জালিয়াতিতে চিহ্নিত আরও ৫ এজেন্ট

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডে আরও পাঁচজন এজেন্টকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। তাঁদের সঙ্গে জালিয়াতি কাণ্ডের পান্ডা পার্থ সাহার মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে বলেও পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে। এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (বিএসকে)-এর কর্মী। রাজ্যজুড়ে বিএসকে কর্মীদের একাংশের মাধ্যমেই কি এই জালিয়াতি কাণ্ডের নেটওয়ার্ক চলত, এমন প্রশ্নও উঠেছে।

অভিযুক্ত এজেন্ট তথা নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী নবজিৎ গুহ নিয়োগীকে বুধবার খড়িবাড়ি পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার বিচারক অভিযুক্তকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। সোমবার নবজিৎকে ফের আদালতে তোলে পুলিশ। এদিন বিচারক জালিয়াতি কাণ্ডের গভীরতা বিচার করে পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে নবজিৎকে আরও আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান।

এদিকে শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম পান্ডা ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহা ইতিমধ্যেই খড়িবাড়ি থানার হেপাজতে রয়েছে।

পার্থর কাণ্ড

- জালিয়াতির অন্যতম পান্ডা পার্থ সাহা খড়িবাড়ি থানার হেপাজতে
- পার্থর অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচুর আর্থিক লেনদেনের হদিস
- আইপিএলে লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া খেলেছে পার্থ
- প্রচুর টাকা দিয়ে জমিও কিনেছে সে

পার্থকে দফায় দফায় জেরা করছেন নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমার সহ তদন্তকারী অফিসাররা। সূত্রের খবর, তদন্তে পার্থর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচুর আর্থিক লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

সবুজ উপনিবেশে বাবুয়ানায় ‘ইতি’

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ ষষ্ঠ পর্ব।

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্স চা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ডুয়ার্স আসলে নৈসর্গের উপত্যকা। যেখানে ‘দুটি পাতা একটি কুঁড়ি’ শুধু ফসলের নাম নয়, একটি আস্ত ঔপনিবেশিক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ব্রিটিশ পুঁজি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর হাত ধরে উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তে যখন চা শিল্পের গোড়াপত্তন হয়, তখন তা শুধু অর্থনৈতিক দিগন্তই উন্মোচন করেনি, বরং একটি সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় শ্রেণি-কাঠামোও তৈরি করেছিল। এই কাঠামোর কেন্দ্রে ছিল ব্রিটিশ মালিক, আর ভিত্তিমূলে শোষিত শ্রমজীবী আদিবাসী ও নেপালি সমাজ। আর এদের মাঝের স্তরটিতেই জন্ম নিয়েছিল এক বিশেষ সামাজিক শ্রেণি- ‘বাগানিয়া বাবু’।

এই বাবুরা সরাসরি মালিক ছিলেন না। ছিলেন কেরানি, হিসাবরক্ষক বা ছোটখাটো ম্যানেজমেন্টের পদাধিকারী-অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাহেবের প্রশাসনিক হাত। অবিভক্ত বাংলা থেকে আগত এই শিক্ষিত বাঙালি করণিক শ্রেণি অল্পবিস্তর ইংরেজি জ্ঞান ও বাংলামাধ্যমের শিক্ষার জোরে নিজেদের শ্রমজীবী সমাজ থেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন।

প্রবীণদের স্মৃতিচারণে সেই রোমাঞ্চকর দিনের গল্প শোনা যায়, সেসময় সাহেবরা নাকি স্টেশনে স্টেশনে দালালের মতো অপেক্ষা করতেন এবং ট্রেন থেকে নামা অল্প শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের ধরে এনে কেরানির পদে বসাতেন। ‘বাবু ধরার ইতিহাস’ সত্যিই যেন এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান! কলবাবু, ফিটারবাবু, ওজনবাবু, ডাক্তারবাবু, মাস্টারবাবু, এমনকি বাগানের ছেলেমেয়েদের গান শেখানোর জন্য ‘গানবাবু’-পদাধিকারের এমন বৈচিত্র্যই ছিল এদের সামাজিক কর্তৃত্বের মূল চাবিকাঠি।

কয়েক দশক আগে আইভিল চা বাগানে দুর্গাপুজোর সূচনা। ছবি ইন্টারনেটের সৌজন্যে।

এই বাবুরাই ছিলেন ডুয়ার্সের ‘সবুজ উপনিবেশের’ সংস্কৃতির অঘোষিত মালিক। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ঘোচাতে এবং নিজেদের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নাট্যচর্চা ও ক্লাব সংস্কৃতিকে।

১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ওদলাবাড়িতে ‘মেবার পতন’ নাটকের মহড়া দিয়ে যে নাট্যচর্চার শতবর্ষের যাত্রা শুরু, বানারহাট, মালবাজার, গয়েরকাটার মতো জায়গায় তা একসময় কাঠের তৈরি আধুনিক মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের জন্ম দিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

সোমবার ছিল ‘ভাওয়াইয়া সম্রাট’ আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ১২৫তম জন্মদিন। কিন্তু এদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন না কেউই। জন্মভিটে আগাগোড়াই উপেক্ষিত। ভাওয়াইয়া শিল্পী আয়েশা সরকারও সেই উপেক্ষার কথা জানালেন।

আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটেয় চরে বেড়াচ্ছে গোরু, ভেড়া। সোমবার শিল্পীর জন্মদিবসে।

আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটেয় গোরু চরে

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৭ অক্টোবর : ভাওয়াইয়া সংগীতকে ভারত সহ সারা বিশ্বে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি আব্বাসউদ্দিন আহমেদ। সেজন্যই গোটা বিশ্বের সংগীত মহলে তিনি এক পরিচিত নামও বটে। সোমবার ছিল তাঁর ১২৫তম জন্মদিবস। আর যা পেরিয়ে গেল অনাদর, অবহেলায়। না প্রশাসন-না কোনও রাজনৈতিক দল, কেউই এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুরে তাঁর জন্মভিটেয় গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন না। কোচবিহার জেলার খ্যাতনামা ভাওয়াইয়াশিল্পীদেরও এদিন সেখানে দেখা যায়নি। বরঞ্চ ভাওয়াইয়ার সেই ‘তীর্থক্ষেত্রে’ গোরু-ভেড়া চরে বেড়িয়েছে। যা নিয়ে ভীষণ ব্যথিত স্থানীয় বাসিন্দারা। আব্বাসউদ্দিনের মতো কালজয়ী শিল্পীর প্রতি এই উপেক্ষা মানতে পারছেন না তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা আমজাদ মিয়াঁর কথায়, ‘বাইরে থেকে কত মানুষ উৎসাহভরে শিল্পীর জন্মভিটে দেখতে আসেন। অথচ প্রশাসন তাঁর জন্মদিবসে এখানে একটা অনুষ্ঠান করতে পারল না। যা দুর্ভাগ্যের।’ রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা নিয়েও ক্ষোভ জানান তিনি।

‘ও কী গাড়িয়াল ভাই’, ‘প্রেম জানে না রসিক কালাচান’, ‘তোর্ষা নদী উথালপাথাল কায়বা চলে নাও’ -ভাওয়াইয়া সম্রাটের কালজয়ী সব গান। তাঁর দরদিয়া সুরেলা কণ্ঠে আজও আট থেকে আশি মোহিত হন। অনেকে নতুন করে ভাওয়াইয়ার প্রেমে পড়েন। যাঁদের জানা নেই, তাঁরা আব্বাসউদ্দিনকে জানতে আগ্রহী হন। অথচ এই উপেক্ষা, যা শুধু আজকের নয়।

১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর কোচবিহারের বলরামপুরে আব্বাসউদ্দিনের জন্ম। এখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা ও সংগীত সাধনা। স্থানীয় ডাকবাংলো এলাকায় তাঁর জন্মভিটে দিনের পর দিন অযত্নে পড়ে রয়েছে। টিনের চালার নড়বড়ে ঘর যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। বাড়ির যেখানে বসে আব্বাসউদ্দিন গান বাঁধতেন বলে কথিত, সেখানে বেঁধে রাখা হয় গোরু-ছাগল। বাড়ির গোটা চত্বর ভরে গিয়েছে জঙ্গলে। বামফ্রন্ট হোক বা তৃণমূল কংগ্রেস, কোনও সরকারই বাড়িটি সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

বিক্রিসূত্রে আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটে বর্তমানে অন্য একটি পরিবারের নামে রয়েছে। সেখানেই অন্যান্য বছর শিল্পীর জন্মদিবসে নানান কর্মসূচি করে থাকেন স্থানীয় শিল্পীরা। কিন্তু এবার তা হয়নি। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গিরা দত্ত বলেন, ‘এদিন আলাদা করে কোথাও অনুষ্ঠান হয়নি। তবে সারা বছর ধরেই আমরা ভাওয়াইয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।’

তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি দু’পক্ষই বিখ্যাত ভাওয়াইয়াশিল্পীদের নিয়ে বড় বড় বুলি আওড়ান। কিন্তু এদিন কারও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা যেখানেই যে কর্মসূচি পালন করি সংস্কৃতি জগতের সমস্ত মানুষকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। আলাদা করে কাউকে নিয়ে অনুষ্ঠান আমাদের দলীয় সংস্কৃতিতে নেই।’ তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘ছটপুজো ঘিরে ব্যস্ততার জন্য এদিন আমি ওখানে যেতে পারিনি। ৭ নভেম্বর রাসমেলার মঞ্চে আব্বাসউদ্দিন ও আরেক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী নায়েব আলী টেপুর স্মরণে অনুষ্ঠান হবে।’

সরকারি এই উপেক্ষায় নিজেকে আড়ালে রাখি

আয়েশা সরকার

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : সোমবার ছিল ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ১২৫তম জন্মদিবস। কিন্তু প্রশাসন তো নয়ই, কোনও সংগঠনের তরফেও বিখ্যাত মানুষটির জন্মদিবস উদযাপন নিয়ে কোথাও কোনও আয়োজন চোখে পড়ল না। বলরামপুরের জন্মভিটেয় দেখা মিলল না কোনও নেতা, মন্ত্রীর। অথচ এই আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ছবিকে সামনে রেখেই হয় ভাওয়াইয়া উৎসব।

সরকারি এই উপেক্ষার কারণেই নিজেকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করি। কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের প্রতি নাড়ির টানকে কী করে উপেক্ষা করি! আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটের দৈন্যদশা আমাকে ব্যথিত করে। তাঁকে উপেক্ষা করা মানে ভাওয়াইয়া গানকে উপেক্ষা করা। সেই কবে থেকে শুনছি তাঁর জন্মভিটে সংস্কার হবে, মিউজিয়াম হবে। মাপজোখই হল, তাছাড়া কিছুই হল না। এদিকে, ভাওয়াইয়া গানের উৎসব করে লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু খরচই হচ্ছে। এর থেকে না শিল্পীদের লাভ হচ্ছে, না ভাওয়াইয়ার প্রসারের সম্ভাবনা থাকছে। ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটি তৈরি হচ্ছে অথচ তাতে কোনও শিল্পীর নাম থাকছে না। কারণটি বোধগম্য নয়। এই উৎসব বাদে এই গানের প্রসার ঘটাতে সরকার কি উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ করেছে? অথচ যে কোচবিহারের মাটিতে ভাওয়াইয়া গানের প্রসার সেখানেই ভাওয়াইয়া অ্যাকাডেমি বা কোনও প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলা যেতেই পারত। ওই জন্মভিটেকে সামনে রেখে মিউজিয়াম বা অ্যাকাডেমি করা যেত। সরকার উদ্যোগী হলে অবশ্যই সাহায্য করব।

(অনুলিখন : প্রসেনজিৎ সাহা)

নদী পেরিয়ে দলে ফেরা

জলঢাকা পেরিয়ে পালের কাছে ফিরে যাচ্ছে দলছুট হাতি।

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : রবিবার রাতে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে এসেছিল একপাল হাতি। সোমবার ভোরে বাকিরা ফেরত গেলেও চা বাগানে আটকে পড়ে কমবয়সি একটি হাতি। সেটির জন্য সকাল ১০টা পর্যন্ত জলঢাকার পাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সঙ্গীরা। নদী পেরিয়ে ছোট হাতিটি তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরই পালটি জঙ্গলের ভেতরে ঢোকে। ঘটনাটি নাগরাকাটা বস্তির। অন্যদিকে, এদিনই ওদলাবাড়ির চেল নদীর ছটপুজোর ঘাটের অদূরে একটি দলছুট হাতি ঘোরাফেরা করতে থাকে। ফলে আতঙ্ক তৈরি হয় সেখানে।

বন দপ্তর সূত্রেই খবর, রবিবার সন্ধ্যায় জলঢাকার জঙ্গল থেকে ১৫-২০টি হাতির একটি পাল নাগরাকাটা বস্তি হয়ে নাগরাকাটা চা বাগানে যায়। ভোরে ফেরার সময় একটি হাতি কোনও কারণে সেখানে দলছুট হয়ে যায়। খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা সেখানে যান। তাঁরা হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করার চেষ্টা করেন।

বিট অফিসার জয়দেব রায় বলেন, ‘একটু চেষ্টা করতেই দাঁতালটি নদী পার হয়ে পালের সঙ্গে মিশে যায়।’ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, হাতি দলবদ্ধ প্রাণী। দলের কোনও সদস্য সমস্যায় পড়েছে বলে মনে করলে অন্যরা সহযোগিতায় কসুর রাখে না। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, ‘ফের হাতিদের একে ওপরের প্রতি সহমর্মিতার বিষয়টি প্রমাণ হল।’

অন্যদিকে, সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগেই ওদলাবাড়িতে চেল নদীর ছটঘাটের সামনে একটি পূর্ণবয়স্ক মাকনা হাতির উপস্থিতি চিন্তা বাড়িয়ে তোলে বন দপ্তরের। পরে মাল বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীরা সেটিকে ছটঘাট থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যান। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ‘ন্যাস’-এর কোঅর্ডিনেটর নফসর আলি বলেন, ‘গত ১৫ দিন ধরে হাতিটি কুমলাই চা বাগান থেকে শুরু করে সাইলি, রানিচেরা চা বাগানে ঘোরাঘুরি করছে। আবার কখনও পাশের ভুট্টাবাড়ি জঙ্গল ঘুরে এসে সাইলি হাটের গুম্ফার ধারে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকছে। চলাফেরাও মন্থর হয়ে এসেছে। দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে। অবিলম্বে সেটির চিকিৎসা জরুরি।’

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, হাতিটির কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসা চলছে। বনকর্মীরা গতিবিধি নজরে রাখছেন। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ভোরে ওদলাবাড়ির চেল নদীর ছটঘাটে যাঁরা পুজো দিতে আসবেন তাঁদের আগেভাগেই সতর্ক করতে সোমবার বিকেলে বন দপ্তরের তরফে মাইকিং করা হয়।

দলে ফেরা
- রবিবার সন্ধ্যায় জলঢাকার জঙ্গল থেকে হাতির পাল নাগরাকাটা চা বাগানে যায়
- ভোরে ফেরার সময় একটি হাতি কোনও কারণে সেখানে দলছুট হয়
- খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করার চেষ্টা শুরু করেন
- দাঁতালটি নদী পার হয়ে পালের সঙ্গে মিশে যায়

দুধিয়ায় সোমবার শুরু হল অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচল। ছবি : সূত্রধর

লোহার ব্রিজ মেরামতের ভাবনা পূর্ত দপ্তরের

জল বাড়লে টিকবে তো, অস্থায়ী রাস্তা নিয়ে শঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ২৭ অক্টোবর : ২২ দিন পর ফের দুধিয়া হয়ে মিরিকের সঙ্গে সড়কপথে জুড়ল সমতল। সোমবার সকাল থেকেই নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে তৈরি অস্থায়ী রাস্তার ওপর দিয়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে এই রাস্তাটি কতদিন টিকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রথম দিন থেকেই। জুন-জুলাই মাসে শুরু হয়ে যাবে বর্ষাকাল। তখন বালাসন নদীতে জলস্ফীতি হলে হিউমপাইপের অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ফলে আপাতত গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হলেও দ্রুত বিকল্প ভাবতে হচ্ছে পূর্ত দপ্তরকে।

দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আনন্দময় মণ্ডল বললেন, ‘কংক্রিটের সেতু তৈরি হতে অন্তত এক বছর সময় প্রয়োজন। বর্ষায় যাতে যানবাহন চলাচলে সমস্যা না হয়, সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে এখন থেকেই পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ভেঙে পড়া লোহার সেতুটি মেরামত করে চালানো যায় কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

৪ অক্টোবর রাতে পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বালাসনে জলস্ফীতি হয়। জলের তোড়ে ১২ নম্বর রাজ্য সড়কে দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপরে থাকা লোহার সেতুটি ভেঙে মিরিকের লাইফলাইন বন্ধ হয়ে যায়। ৬ অক্টোবর থেকে পূর্ত দপ্তর নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি শুরু করে। কাজ ও মহড়া শেষে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় রাস্তাটি। হাঁফ ছাড়েন পর্যটক, নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ী থেকে পরিবহণকর্মীরা।

আনমোল ছেত্রী মিরিক-শিলিগুড়ি রুটে যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির চালক। তাঁর কথায়, ‘গত ২০-২৫ দিনে বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নকশালবাড়ির বেলগাছি, পুড়ুং, নলডারা হয়ে যে রাস্তা রয়েছে, তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পর্যটক সহ অন্য যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করিনি। বেশিরভাগ দিনই গাড়ি বসিয়ে রেখেছিলাম। এদিন ফের যাত্রী নিয়ে মিরিক যাচ্ছি।’

রাস্তা খোলার খবর পেয়ে এদিনই মিরিকের উদ্দেশে সপরিবারে বেরিয়ে পড়েন শিলিগুড়ির গুরুংবস্তির রতন দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘মিরিক আমার বরাবরের পছন্দের জায়গা। পরিবার নিয়ে এবার দু’দিনের জন্য যাচ্ছি। পাহাড় দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।’

পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানালেন, নদীর ওপর ৭২ মিটার এলাকায় ১৩২টি হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তাটি তৈরি হয়েছে। দু’পাশের সংযোগকারী রাস্তা সহ এর মোট দৈর্ঘ্য ৩৬৮ মিটার। ১০ মেট্রিক টনের বেশি ভারী যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করতে পুলিশের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দু’দিকেই মোতায়েন থাকবেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা।

দুধিয়ায় ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর পাশে দেড় বছর আগেই কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছিল। তবে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা জানায়, ন্যূনতম এক বছর সময় প্রয়োজন। অর্থাৎ ২০২৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের আগে কংক্রিটের সেতুর কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এদিকে, জুন-জুলাইয়ে বর্ষা শুরু হবে। সেসময় জলস্তর বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে স্রোত। অস্থায়ী রাস্তা ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই লোহার ভাঙা সেতুর নীচে নতুন পিলার বানিয়ে হালকা যানবাহন চলাচলের যোগ্য করে তোলা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছে পূর্ত দপ্তর।

ভর্তির সুযোগ

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : ভেলোর, চেন্নাই, অমরাবতী এবং ভোপালে অবস্থিত ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (ভিআইটি) প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামগুলিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীরা এখন WWW.VITEEE.VIT.AC.IN ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারবেন। ভিআইটিইইই ২০২৬ একক পর্যায়ে পরিচালিত হবে। যা ২৮ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

এই পরীক্ষাটি ভারতের ১৩৪টি শহরে এবং ৯টি আন্তর্জাতিক পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই বাড়ির কাছের পরীক্ষাকেন্দ্র বেছে নিতে পারবেন।

বিশ্বমানের পরিকাঠামো, শক্তিশালী শিল্পসংযোগ এবং ভালো জায়গায় নিয়োগে সুযোগ করে দেওয়ায় ভিআইটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান।

কর্মখালি

রাইস মিলের অনলাইন কাজের জন্য এবং Govt. লেভি রাইসের বিল করার জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। যোগাযোগ- 9434130801. ইসলামপুর, উ: দি: (S/N)

•

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন : ১৫,১০০/-, কাজের সময়- সকাল ৮-৩০ থেকে ২ টা। Ph- 8250106017. (C/118383)

•

FMCG ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন এবং ব্যাক অফিস মহিলা কর্মী প্রয়োজন। ফিক্সড মাইনে ও ইনসেনটিভ। শিলিগুড়ি লোকাল বাসিন্দা হতে হবে। M - 9064738552, 9332538804. (C/118850)

তারিখ পরিবর্তন

বিধান স্পোটিং ক্লাবের লটারি খেলা(সদস্যদের মধ্যে) ২৯শে অক্টোবরের পরিবর্তে ৮ই নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। সম্পাদক।

PUBLIC NOTICE

Notified that my client SRI RUDRADEEP BASU & SMT. MAMATA BASU, both are only legal heirs of LATE PRADIP BASU @PRADIP KUMAR BASU of Bankim Chandra Road, Hakim Para, Ward No. 15 of S.M.C., Siliguri lost Original Deed of Gift being Deed No. I-5505 for the year 1983 and Building Plan being No. 4649 dated 12/03/1986 (both document are in the name of LATE PRADIP BASU @ PRADIP KUMAR BASU) at Siliguri area from their custody on 17/01/2025. One GDE being No. 519 dated 25/10/25 at Panitanki TOP-I, Sig. also done. They also declare that, they and or said LATE PRADIP BASU @ PRADIP KUMAR BASU (during his lifetime) did not take any loan by mortgaging aforesaid Original Deed of Gift & Building Plan and or property mentioned in the said Deed of Gift & Building Plan from any Bank and or financial institution. If anyone found above Deed of Gift & Building Plan, then please Call 97330 99657.

Biswajit Roy(Advocate)
Siliguri (M) 94340 48373

বিক্রয়

Sale-Leyland - 3525-2023-WB73G6253 Cont. No. 3532950301. (C/118846)

•

চার পাশে সীমানা প্রাচীর দেওয়া 5 Decimal জমি বাড়ি বিক্রয় হইবে - মাথাভাঙ্গা শহরে। (M) - 9434066861. (C/118378)

অ্যাফিডেভিট

আমি Kshirprasad Sarkar পিতা Haribhakta Sarkar দ্বারিকামারী, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার RPLI তে (নং R-WB-SG-EA-9111) নাম ভুল থাকায় গত 28-8-25 তারিখে জলপাইগুড়ি EM কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 17890) বলে Kshirprasad Sarkar ও Kshir Pr Sarkar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

দাদামণি দুর্ধর্ষ দুই পর্ব রাত ৮.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.১৫ ঘাতক, সন্ধে ৭.১৫ কী করে তোকে বলব, রাত ১০.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বন্দিনী, দুপুর ১২.৪৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৩.৩০ বন্ধু, সন্ধে ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ স্বার্থপর, দুপুর ১২.০০ কলঙ্কিনী বধূ, ২.৩০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.০০ গুরুদক্ষিণা, রাত ১০.৩০ পিটি স্যর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দায়িত্ব
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ গুমরাহ, বিকেল ৩.৫০ রিস্তে, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ গুপ্ত
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪৫ অ্যান্টনি, দুপুর ১.৩৫ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৩৩ প্রলয়-দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.২৮ হাতকড়ি, রাত ১০.০২ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি
জি সিনেমা : সকাল ৮.৩৮ কৃশ-থ্রি, দুপুর ১২.০০ সিকন্দর, ২.১৬ ধমাল, বিকেল ৪.৪৩ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৫৩ চক্র কা রকসক
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৭ রাজা কি আয়েগি বারাত, দুপুর ২.১৭ গদর-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.২৩ ওয়েলকাম ব্যাক, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১০.৫৬ গুমনাম
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৫ তরলা, ২.২৪ মিশন মজনু, বিকেল ৪.৩৭ ফিরাক, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ খুদা হাফিজ চ্যাপ্টার টু-অগ্নিপরীক্ষা, ১১.১৯ খালি পিলি

প্রেমের কাহিনী সন্ধে ৭.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

শাশুড়ি-বৌমা পর্ব

মহারানি ইলিশ বিরিয়ানি এবং **শালুক ফুলের বড়া** রাঁধবেন অসীমা রায় মজুমদার এবং কবিতা মজুমদার। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিকন্দর দুপুর ১২.০০ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ফেলে রাখা কোনও সামগ্রী দিয়ে ফের কাজ চালু করতে পারেন। সংসারের আর্থিক সমস্যা কাটতে চলেছে। বৃষ : যেচে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে উপহাসের পাত্র হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বজায় থাকবে। মিথুন : পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পাবেন। কর্কট : ভারী কোনও জিনিস তুলতে যাবেন না। কোমরে সমস্যা হতে পারে। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব পাবেন। সিংহ : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ পাবেন। আর্থিক বাধা কাটবে। কন্যা : বাক সংযম করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। কোনও নিকট আত্মীয়ের আনন্দ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা। তুলা : কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। মা-বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। বৃশ্চিক : বহু আগের কোনও ভুলের খেসারত দিতে হতে পারে। রাস্তায় চলাচলে সাবধান। পায়ের হাড়ে চোট লাগতে পারে। ধনু : দুপুরের পর খুব ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে সাফল্য পাবেন। মকর : অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের হাট। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান। কুম্ভ : সন্তানের কর্মসূত্রে আপনার বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় জয়ী হবেন। মীন : নেতিবাচক চিন্তা ছাড়ুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায় জটিল সমস্যা মিটবে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৬ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০ কাতি, সংবৎ ৭ কার্ত্তিক সুদি, ৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৯। মঙ্গলবার, সপ্তমী শেষরাত্রি ৪।২৩। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১২।৩৩ সুকর্মাযোগ প্রাতঃ ৬।১ পরে ধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।৩৩। গরকরণ দিবা ৩।৫৭ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পত্তির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১২।৩৩ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৬।৫১ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩৩ গতে চতুষ্পাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৫ গতে ৮।১০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ১২।৩৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন। (অতিরিক্ত বিবাহ- সন্ধা ৪।৫৯ গতে রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে ও পুনঃ রাত্রি ৮।১০ গতে ১২।৩২ মধ্যে মেষ বৃষ মিথুন কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।৪৩ গতে শেষরাত্রি ৫।৪৪ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। কোলযাত্রা উৎসব (বিহার)। অমৃতযোগ- ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

খুদে বিক্রেতা।। কোচবিহারে মদনমোহনবাড়ির সামনে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

ভেঙেছে ওভারহেড ব্যারিয়ার

পঞ্চম মহানন্দা সেতুতে ভারী গাড়ির দাপট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : পঞ্চম মহানন্দা সেতুর ওপর দিয়ে ভারী যান চলাচল রুখতে প্রশাসনের তরফে ওভারহেড ব্যারিয়ার বসানো হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারী যানের ধাক্কায় ওই ব্যারিয়ার ভেঙে গিয়ে এখন শুধুই দু'পাশের খুঁটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্প্রতি রামঘাটে আর্থমুভারের তাণ্ডবের ঘটনায় নতুন করে ওভারহেড ব্যারিয়ারের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পোল ভেঙে যাওয়ার সুযোগে এখন রাতের অন্ধকারে সেতুর ওপর দিয়ে ডাম্পার, ট্রাকের মতো ভারী যান দেদার যাতায়াত করছে। এমনকি বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পারও এই সেতু দিয়ে রামঘাট হয়ে জলপাই মোড়ে উঠছে। যার ফলে পুনরায় ওইসব গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারালে এলাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গত শনিবার পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে নেমে জলপাই মোড় যাওয়ার পথে একটি আর্থমুভার নিয়ন্ত্রণ হারানোয় দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এর পাশাপাশি লাগাতার ভারী যান চলাচলে সেতুর ভারসহন ক্ষমতাও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাটিগাড়ার সঙ্গে জলপাই মোড়ের সংযোগকারী পঞ্চম মহানন্দা সেতু শহরে যান চলাচলের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেতু উদ্বোধন করার সময়ই ওভারহেড ব্যারিয়ার লাগানো হয়েছিল। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তরফে সেসময় পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অতিরিক্ত ভারী গাড়ি এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। পরবর্তীতে আর সেই নিষেধাজ্ঞা মানা হয়নি। যার ফলে আজ ওভারহেড পোলটাই উধাও হয়ে গিয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা বিকাশ তিওয়ারি বলেন, 'নতুন ওভারহেড পোল লাগানোর ব্যাপারে আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এখন গভীর রাতে রোজই এই সেতু দিয়ে বড় ডাম্পার, অতিরিক্ত মালবোঝাই ট্রাক যাতায়াত করে। শনিবারের ঘটনার পর সত্যিই এটা আশঙ্কার বিষয়। ওভারহেড পোল থাকলে কোনওভাবেই আর্থমুভার যাতায়াত করতে পারত না। সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতি আমাদেরই।'

এবিষয়ে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেন, 'অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যত দ্রুত সম্ভব ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে।'

দুর্ঘটনার শঙ্কা

- ভারী যানের ধাক্কায় ওভারহেড ব্যারিয়ার ভেঙে গিয়েছে
- ব্যারিয়ার ভেঙে যাওয়ার সুযোগে এখন রাতের অন্ধকারে সেতুর ওপর দিয়ে ডাম্পার, ট্রাক যাতায়াত করছে
- এর জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা

প্রশাসনিক রদবদল

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলা শাসক সহ এই দুই জেলার একঝাঁক আধিকারিক বদলি হলেন। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল মালদার জেলা শাসক হচ্ছেন। দার্জিলিংয়ের নতুন জেলা শাসক হচ্ছেন মণীশ মিশ্র। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে ছিলেন। পদোন্নতি পেয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হিসাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক হচ্ছেন। তাঁর জায়গায় কালিম্পংয়ের নতুন জেলা শাসক হচ্ছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কুহুক ভূষণ। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহলকে মুখ্যসচিবের দপ্তরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) করে নবান্নে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ওএসডি বিকাশ রুহেলা শিলিগুড়ির নতুন মহকুমা শাসক হচ্ছেন।

কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসক বন্দবাসী তেজা দীপক পদোন্নতি পেয়ে উত্তর দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক হচ্ছেন। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসক করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়ালকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব করে উত্তরকন্যায় নিয়ে আসা হচ্ছে। কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখর চৌধুরীকে হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসাবে বদলি করা হয়েছে।

মালের মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল পদোন্নতি পেয়ে কালিম্পংয়ের নতুন অতিরিক্ত জেলা শাসক হচ্ছেন। কালিম্পংয়ে আরও দুজন অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাঁরা হলেন মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী ও অঞ্জন ঘোষ। অন্যদিকে, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা সপ্তর্ষী নাগ আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন।

আবর্জনায় অবরুদ্ধ ঝোরা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : শিলিগুড়ির পোকাইজোতে থাকা ঝোরাটি আবর্জনায় অবরুদ্ধ। এক ঝলক দেখে মনে হবে, যেন নর্দমা। যা এলাকাবাসীর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝোরায় জমে থাকা আবর্জনা থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। বাড়ছে মশামাছির উপদ্রব। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। যদিও ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন বলছেন, 'সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে ঝোরাটি পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

পোকাইজোতের মধ্য দিয়ে যাওয়া ঝোরাটি মাল্লাগুড়িতে পঞ্চনই নদীতে মিশেছে। সোমবার এলাকায় যেতেই নজরে পড়ল ঝোরায় জমে আবর্জনা। আশপাশের মানুষের কাছে এই ঝোরাই যেন হয়ে উঠেছে অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এর জেরে ছড়াচ্ছে দূষণ। দ্রুত ঝোরার আবর্জনা সাফাইয়ের দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সুরজ পাল বললেন, 'কিছু লোকজন প্রায়ই ঝোরায় আবর্জনা ফেলেন। আর তার জেরে এই পরিণতি। জনগণ সচেতন না হলে কিছু করার নেই।'

আন্দোলন তুললেন ব্যবসায়ীরা

উচ্ছেদ নয়, আশ্বাস শিখার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলকে মাত করল বিজেপি। উচ্ছেদ নয়, দাবি তুলে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের বিমান তপাদার। কিন্তু সোমবার দুপুরে আন্দোলন মঞ্চে পৌঁছে আপাতত উচ্ছেদ নয়, আশ্বাস দিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। আর তাঁর এমন আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত ব্যবসায়ীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পাশাপাশি বিধায়ককে মিষ্টিমুখ করান। এমন ঘটনায় রাজনৈতিকগত কৌশলে মার খেয়ে অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। সম্প্রতি এনজেপি এরিয়া অফিসের সামনে থাকা দোকানদারদের উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়েছে রেল। রেলের নোটিশ পাওয়ার পরই তার বিরোধিতা করে গত কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

নতুন অস্বস্তিতে তৃণমূল। বিজেপির চালে পিছু হটতে হওয়ায় তৃণমূলের অন্দরে প্রশ্ন, কেন দোকানদারদের আস্থা অর্জন করা গেল না? আন্দোলন শুরু হওয়ার পরই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন শিখা। কিন্তু ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনে ইন্ধন দিতে থাকেন তৃণমূল নেতারা। আর ওই খবর কানে যেতে সোমবার সটান মঞ্চে পৌঁছে যান ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা। তিনি বলেন, 'আপাতত কোনও উচ্ছেদ হচ্ছে না। গোটা বিষয়টি নিয়ে রেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামীতে কোনও প্রকল্পের জন্য রেল যদি দোকানদারদের সরাতে চায়, সে ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আমার বিশ্বাস।' এরপরেই শুরু হয়ে যায় মিষ্টিমুখ। বিধায়কের পাশে তাঁরা রয়েছেন বলে জানান ব্যবসায়ীরা। যদিও তৃণমূলের আন্দোলনের জেরে উচ্ছেদ থেকে রেল আপাতত পিছু হটেছে বলে দাবি করেছেন ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিমান।

তিনি বলেন, 'তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যই বিজেপি বিধায়ক অবস্থান মঞ্চে গিয়েছিলেন। দোকানদারদের আপাতত উচ্ছেদ করা হচ্ছে না, সেটাই সবচাইতে ভালো খবর। আমাদের আন্দোলনের জন্য এটা হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমরা ব্যবসায়ীদের পাশে থাকব।'

যদিও দখল হওয়া জমি রেল পুনরুদ্ধার করবে বলে জানান এডিআরএম (এনজেপি) অজয় সিং। তিনি বলেন, 'রেলের জমিতে যে দখলদারি রয়েছে, তা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রয়োজন মতো আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

এনজেপির দোকানদারদের আশ্বাস শিখার।

> আপাতত কোনও উচ্ছেদ হচ্ছে না। গোটা বিষয়টি নিয়ে রেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামীতে কোনও প্রকল্পের জন্য রেল যদি দোকানদারদের সরাতে চায়, সে ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আমার বিশ্বাস।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**
> বিধায়ক, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

লরিচালকের দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : সোমবার দুপুরে ফুলবাড়ি সংলগ্ন কাঞ্চনবাড়ি এলাকায় ঝাড়খণ্ডের এক লরিচালকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয়দের দাবি, এদিন সকালে মৃত মহম্মদ কায়ম (৫১) মুরগির দানাবোঝাই লরি নিয়ে কাঞ্চনবাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু দুপুরবেলা হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় লরি থেকে নেমে আশপাশে ওষুধের দোকান খোঁজ করতে থাকেন।

এরপর আচমকা রাস্তার ধারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে রাস্তার ধারে ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানায়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয়দের কয়েকজন জানান, ওই ব্যক্তি ওষুধের দোকান খুঁজছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

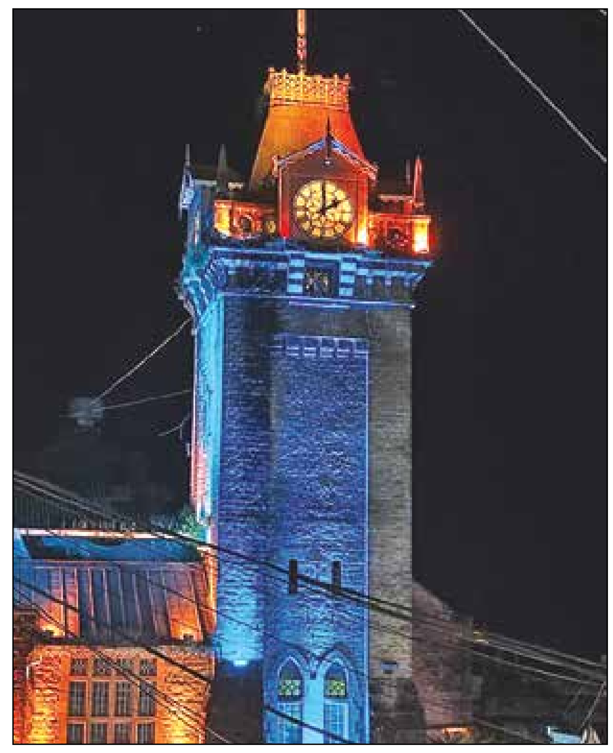

আলোয় সেজেছে দার্জিলিংয়ের ক্লক টাওয়ার। ছবি : রাহুল মজুমদার

পঙ্কজের সঙ্গে রাজুর বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : সোমবার দিল্লিতে পাহাড় সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। সাংসদের বক্তব্য, 'পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এখানকার মানুষের সঙ্গে রাজ্য সরকার কীভাবে বঞ্চনা করছে সেই সমস্তটাই তাঁকে জানিয়েছি। তবে, পঙ্কজকুমার সিং কবে নাগাদ পাহাড়ে আসবেন সেই বিষয়ে কিছু কথা হয়নি।' তিনি জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তৈরি সফরসূচি অনুযায়ী মধ্যস্থতাকারী আসবেন। তিনি আশাবাদী, এবার পাহাড় সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হবে।

নন্দপ্রসাদে সিসিটিভি

নকশালবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলে বসানো হল ১৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা ও ৫টি লাইট। সঙ্গে পড়ুয়াদের সুবিধার্থে একটি পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সেগুলির উদ্বোধন করেন। সম্প্রতি নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। এরপরই নিরাপত্তার জন্য হাইস্কুলে আলো ও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি ওঠে। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজল দে বলেন, 'প্রায় ২ হাজারের বেশি পড়ুয়া রয়েছে। সিসিটিভি থাকলে অপ্রীতিকর ঘটনা আটকানো সম্ভব।'

ব্যাহত ট্রেন চলাচল

ধূপগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : সোমবার রাতে শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলা রেলগেটে একটি মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা লাগায় এক ঘণ্টার বেশি বন্ধ রইল ট্রেন চলাচল। ভ্যানটি কদমতলা থেকে ধূপগুড়ির বিডিও রোডের দিকে যাচ্ছিল। এদিন রাতে রেলগেটে ভ্যানটি ধাক্কা মারলে সেটি দুমড়ে যায়। এর ফলে ওই পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত রেলকর্মীরা।

তৃণমূলের কোন্দলে উত্তপ্ত শুকটাবাড়ি

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : তৃণমূলের প্রাক্তন ও বর্তমান অঞ্চল সভাপতির গোষ্ঠী লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সোমবার সকালে শুকটাবাড়ি বাজার এলাকায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মজিউল হকের অনুগামীদের মিছিল থেকে কুড়ুল দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি সিরাজুল হকের অনুগত এক কর্মীকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এমতাজুল হক নামে তৃণমূলের ওই কর্মীকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে সিরাজুলের পরিবার সোচ্চার হয়েছেন দলের জেলা সভাপতি ও শুকটাবাড়ি অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। সোমবার বিষয়টি নিয়ে সিরাজুলের ছেলে রাশেদ হক সংবাদমাধ্যমের কাছে বক্তব্য রাখার কিছুক্ষণ পরেই কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর থেকে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়। এতে গোষ্ঠীকোন্দল অন্য মাত্রা নিয়েছে। যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অঞ্চল সভাপতি। পুলিশ জানিয়েছে, ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিডিও'র বদলিতে উচ্ছ্বসিত কংগ্রেস

চোপড়ার বিডিও বদলির খবরে কংগ্রেসের মিষ্টি বিলি। সোমবার।

চোপড়া, ২৭ অক্টোবর : চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডলের বদলিতে উচ্ছ্বসিত বিরোধী শিবির। সোমবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে কর্মীদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিলি করেন কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন। সমীরের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে সরব বিজেপি ও সিপিএম। চোপড়ার নতুন বিডিও হয়েছেন সৌরভ মাঝি। তিনি আগে বারুইপুরের বিডিও ছিলেন। অন্যদিকে, সমীরকে হাসনাবাদে বদলি করা হয়েছে।

কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির কথায়, 'বিডিও সাধারণ মানুষের চেয়ে শাসকদলের হয়ে বেশি কাজ করতেন। বিরোধীদের মর্যাদা ছিল না। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীরা মনোনয়নপত্র পর্যন্ত জমা করতে পারেনি। ওপরমহলে বহুবার নালিশ জানিয়েও লাভ হয়নি।' তবে, সমীর এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

স্থানীয় বিজেপি নেতা অসীম বর্মন বলেন, 'বিডিও শাসকদলের চাপে অনেককিছু করতে পারতেন না।' তবে বেশকিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা পেতেন বলেও তিনি স্বীকার করেছেন। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'রাজ্যজুড়ে আমলাদের রদবদল হয়েছে। বিরোধীরা আবোল-তাবোল অভিযোগ করছে।'

ভোটের কাজে শিক্ষকরা, সংশয় পঠনপাঠন নিয়ে

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ছন্দে ফেরার সময়ও ফের ছন্দহীন হওয়ার আশঙ্কা।

বুধবার থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি এবং সরকারপোষিত স্কুল পুজোর ছুটির পর ফের চেনা ছন্দে ফিরতে চলেছে। আর এক মাস পরেই বার্ষিক পরীক্ষা। কিন্তু ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর জন্য স্কুলের অনেক শিক্ষকের উপরই বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) দায়িত্ব পড়ায় সেই ছন্দ কাটবে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। বিএলও হিসেবে হাইস্কুলের শিক্ষকদের বেশি করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেবল শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলাতেই প্রায় ২৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষার আগে ওই শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাস না করালে পঠনপাঠন বিঘ্নিত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

এই রাজ্যে বহুদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। তার ওপর আদালতের নির্দেশে শিক্ষকদের অনেকে চাকরি হারানোয় পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ স্কুলই বর্তমানে হাতেগোনা শিক্ষক নিয়ে চলছে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁদের চাকরি রয়েছে, তাঁদের অনেকেই এমন পরিস্থিতিতেও অবশিষ্ট ছুটিগুলি কাজে লাগাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এটিও পরিস্থিতিকে প্রতিকূল করে তুলেছে।

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের চারজন শিক্ষককে বিএলও'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রণজয় দাস বলেন, 'বিএলও হিসেবে নির্বাচন কমিশনের হাইস্কুলের শিক্ষকদেরই প্রথম পছন্দ। হাইস্কুলের শিক্ষক না পাওয়া গেলে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের নেওয়া হচ্ছে। এক মাস ধরে তার কাজ শুরু হয়েছে। এভাবে শিক্ষকদের তুলে নেওয়ায় পড়াশোনায় প্রভাব পড়বে। কোথাও বাড়তি শিক্ষক নেই।' শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহীতোষ দাস বলেন, 'আমাদের স্কুল থেকে দুজন শিক্ষককে বিএলও'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেসব স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা কম সেখানে বেশি সমস্যা হবে।'

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় (প্রাথমিক) থেকে পাঁচজন শিক্ষক বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে স্কুল পরিচালনা করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন করতেই প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল বললেন, 'সরকারের তরফে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হলেও আমাদের কিছু করার নেই।' স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকলে পঠনপাঠনে সমস্যার পাশাপাশি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। সমস্যার সুরাহা কী কারও জানা নেই।

ওয়েলনেস ট্যুরিজমে পথ দেখাচ্ছে তরিবাড়ি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কেউ ধ্যানে মগ্ন, কেউ আবার যোগাসনে। সকলেই অপরিচিত মুখ। প্রত্যেকেই পর্যটক। প্রকৃতির মধ্যে শান্তির খোঁজ করতে তাঁরা দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন তরিবাড়িতে, 'ওয়েলনেস ট্যুরিজম'-এর টানে। অথচ এক দশক আগেও কেরলের বাইরে ওয়েলনেস ট্যুরিজম ছিল অপরিচিত। তাহলে হঠাৎ কেন 'সুস্থতার পর্যটন'-এ জোর? কোভিড থেকে শিক্ষা নিয়েই মানুষ এখন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে ওয়েলনেস ট্যুরিজমে নজর দিচ্ছেন, বলছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। সুস্থতার পর্যটনের প্রসার ঘটাতে তাঁরাও হয়ে উঠেছেন উদ্যোগী।

শুধু শারীরিক নয়, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতাও জড়িয়ে রয়েছে ওয়েলনেস ট্যুরিজমে। যে কারণে কেরলে প্রতি বছর প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। ধ্যান, যোগাসনের মাধ্যমে মানসিক সুস্থতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে দেশজুড়ে জনপ্রিয়তা বাড়ছে এই পর্যটনের। ওয়েলনেস ট্যুরিজমকে কীভাবে উত্তরের পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, সেদিকে নজর দিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তরিবাড়ির একটি গুম্ফাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে এমন পর্যটন। গুম্ফার শান্ত পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে তা পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, সেই ভাবনা থেকেই এখানে সুস্থতা পর্যটন শুরু করেছেন ডঃ তেনজিং পালজোম ভুটিয়া।

তিনি বলেন, 'ওয়েলনেস ট্যুরিজম আগে সেভাবে পরিচিত না থাকলেও এখন অনেক পর্যটক উৎসাহী। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা আসছেন ধ্যান, যোগাসনের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটাতে।'

ওয়েলনেস ট্যুরিজমের মধ্যে দিয়ে পর্যটকদের উত্তরবঙ্গে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কনভেনার রাজ বসু বললেন, 'বর্তমানে মানুষের কাজের চাপ অনেক বেশি। মানসিক শান্তি, শারীরিক সুস্থতার জন্য অনেকে ঘুরতে যান বিভিন্ন জায়গায়। সেজন্য ওয়েলনেস ট্যুরিজম এখন দেশ, বিদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তরিবাড়ি এলাকাতেও এধরনের পর্যটনের জন্য এখন অনেক মানুষ আসছেন। কীভাবে এমন কেন্দ্র বৃদ্ধি করা যায়, তার চেষ্টা আমরা করছি।'

ওয়েলনেস ট্যুরিজমের হাত ধরে তরিবাড়ির অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'তরিবাড়িকে কেন্দ্র করে ওয়েলনেস ট্যুরিজম গড়ে তোলার জন্য আমরা বহুদিন ধরেই কাজ করছি। এমন পর্যটনের ক্ষেত্রে তরিবাড়ি আদর্শ জায়গা। তরিবাড়িকে ওয়েলনেস মডেল ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছি।'

মুম্বই থেকে দার্জিলিং ঘুরতে এসে তরিবাড়ির কথা শুনে এখানে চলে আসেন মেহেক সিনহা। তিনি বললেন, 'ওয়েলনেস ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে হৃষীকেশ, কেরলের কথা মাথায় আসে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে যে এমন জায়গা আছে, তা কলকাতার এক বন্ধুর কাছ প্রথম জানতে পারি। তাই দু'দিনের জন্য চলে এসেছি।'

'ওয়েলনেস ট্যুরিজম'-এর টানে অনেকেই আসছেন তরিবাড়িতে।

> ওয়েলনেস ট্যুরিজম আগে সেভাবে পরিচিত না থাকলেও এখন অনেক পর্যটক উৎসাহী। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা আসছেন ধ্যান, যোগাসনের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটাতে।
>
> **তেনজিং পালজোম ভুটিয়া**
> *চিকিৎসক*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা প্রশান্ত মন্ডল - কে 31.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64D 36199 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের যে অপরিসীম আনন্দ তা প্রকাশ করার কোনো ভাষা নেই আমার। আমি কেবলমাত্র ছোট একটি সুযোগ নিয়েছি, আমার ভাগ্যের উপর আমি আস্থা রেখেছিলাম এবং আমি আজ একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

এসআইআরে তদারকি গৌতমের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) মঙ্গলবার থেকেই শুরু হচ্ছে। আর ভোটার তালিকা থেকে যাতে একজন বৈধ ভোটারের নামও বাদ না যায় সেইজন্য রাজ্যের শাসকদলও তৈরি হচ্ছে। প্রতিটি জেলাতেই দলের নেতৃত্বকে কঠোরভাবে পুরো প্রক্রিয়ায় নজরদারির জন্য নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব।

সাধারণ মানুষের পাশে থেকে ভোটার তালিকায় সংশোধনের কাজে নজদারি করবে শাসকদল। শিলিগুড়ির তিনটি এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় এসআইআর প্রক্রিয়ায় কড়া নজরদারি রাখা জন্য বর্ষীয়ান নেতা গৌতম দেবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দলের কোর কমিটির বর্ধিত সভা ডেকেছেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। সেখানে ব্লক, টাউন সভাপতি থেকে বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বকে ডাকা হয়েছে। গৌতম বলেছেন, 'দল দায়িত্ব দিয়েছে। সমস্তটা নিয়ে মঙ্গলবারের বৈঠকে আলোচনা হবে। সেখান থেকে কার কী দায়িত্ব সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, চারটি বিধানসভার প্রত্যেকটিতে দলের একজন করে নেতাকে নজরদারির বাড়তি দায়িত্ব দিচ্ছেন গৌতম।

সামনেই বিধানসভা ভোট। তার মধ্যেই আবার মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে এসআইআর কার্যকর হচ্ছে। এই এসআইআর নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচুর ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হতে পারে বলে খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। দলের প্রত্যেককে এসআইআর হলে কড়া নজরদারির জন্য আগাম জানিয়ে রাখা হয়েছিল। কোথাও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ঘটনা নজরে এলে দলের তরফে কড়া প্রতিবাদের নিদানও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়িতে বর্তমানে দলের কোনও জেলা কমিটি নেই। ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু এখনও ব্লক কমিটি, অঞ্চল কমিটিও নেই। ফলে এখানে কীভাবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হবে তা নিয়ে দলের অন্দরেই সংশয় রয়েছে।

> **দলীয় নির্দেশ**
>
> প্রতিটি জেলায় পুরো প্রক্রিয়ায় কঠোর নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব
>
> শিলিগুড়ির তিনটি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় দায়িত্ব গৌতম দেবকে
>
> মঙ্গলবার দলের কোর কমিটির বর্ধিত সভা ডেকেছেন তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান
>
> বিধানসভাভিত্তিক একজন করে নেতাকে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা

দলীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকালে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী গৌতম দেবকে টেলিফোন করে এসআইআর পর্বে শিলিগুড়ির বিধানসভাগুলির ওপরে নজরদারির জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। তার পরেই গৌতম দলের জেলা চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন। সেইমতো মঙ্গলবার বিকেলে দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে।

ওই বৈঠকেই বিধানসভাভিত্তিক একজন করে নেতাকে নজরদারির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। যে নেতা বিধানসভা এলাকার সমস্ত নেতা-নেত্রীকে নিয়ে বিশেষভাবে এলাকায় এসআইআর পর্বে নজর রাখবেন। কোথাও কোনও সমস্যা সামনে এলেই জেলা নেতৃত্ব বা গৌতম দেবকে জানাবেন। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় কাজল ঘোষ, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে দায়িত্বে দেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে গৌতম নিজেই দায়িত্বে থাকতে পারেন। যদিও গৌতম বলেন, 'এসব এখনও কিছু স্থির করিনি, মঙ্গলবারের বৈঠকে সব ঠিক হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শেষবেলায়।। *জলপাইগুড়ির নয়াবস্তিপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন সুমন রাহা।*

পুজো দেখতে গিয়ে বিপাকে, ভেসে যাওয়া কিশোর উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ছটপুজো দেখতে গিয়ে নদীতে নেমে বিপদের মুখে পড়তে হল এক কিশোরকে। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে মহানন্দা নদীতে ভেসে যাওয়ার সময় ওই কিশোরকে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার না করলে সোমবার বড় বিপদ ঘটে যেত। ছটপুজোর প্রথম দিন বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পোড়াঝাড় সংলগ্ন তৃতীয় মহানন্দা সেতুর নীচে। জানা গিয়েছে, ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মমতাপাড়ার বাসিন্দা রোহিত আনসারি এদিন তিন বন্ধুর সঙ্গে ছটপুজো দেখতে এসেছিল। তার তিন বন্ধু স্নান সেরে সেতুর নীচ থেকে দ্রুত ওপরে উঠলেও, আচমকা ১৩ বছরের ওই কিশোর ভেসে যেতে থাকে। যা নজরে পড়ে যায় সেখানে থাকা অনেকের। তাঁদের চিৎকার শুনে সিভিল ডিফেন্সের কুইক রেসপন্স টিমের তিনজন নদীতে ঝাঁপ দেন এবং উদ্ধার করেন রোহিতকে। ওই কিশোরের পায়ে চোট লেগেছে বলে জানা গিয়েছে।

> ওর বন্ধুদের কথা অনুযায়ী, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পায়ের তলার মাটি আচমকা ধসে যাওয়াতেই এমন ঘটনা ঘটে। নদীর জলে ভেসে যেতে থাকে রোহিত।
>
> **সাহিদুল হক**
> *রোহিত আনসারির মামা*

নদী থেকে অচৈতন্য অবস্থায় রোহিতকে উদ্ধার করে পাড়ে তুলেছেন কুইক রেসপন্স টিমের মোবাকর আলি, কৃষ্ণকান্ত মল্লিক ও মহম্মদ সিরাজুল। তখন সেখানে উপস্থিত সকলেরই নজর ১৩ বছরের কিশোরের দিকে। সিভিল ডিফেন্স থাকায় রক্ষা, বলছেন অনেকেই। পাড়ে তোলার পর ওই কিশোরের পেট থেকে জল বের করার পাশাপাশি তাকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার চেষ্টা হয়। তবে জ্ঞান না ফেরায় রোহিতকে তড়িঘড়ি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিশোরকে ভর্তি করা হয়। কিছুক্ষণের চিকিৎসার পর ওই স্কুল পড়ুয়ার জ্ঞান ফেরে। কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর রোহিত সিভিল ডিফেন্সের এক কর্মীর মোবাইল ফোন থেকে ঘটনাটি জানায়।

রোহিতের পরিবারের সদস্যরা দ্রুত মেডিকেলে চলে আসেন। পরিবারের তরফে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। রোহিতের মামা সাহিদুল হকের দাবি, 'বাড়িতে না জানিয়েই রোহিত ছটপুজো দেখতে গিয়েছিল। ওর বন্ধুদের কথা অনুযায়ী, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পায়ের তলার মাটি আচমকা ধসে যাওয়াতেই এমন ঘটনা ঘটে। নদীর জলে ভেসে যেতে থাকে রোহিত। তবে ভাগ্যক্রমে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।'

শিলিগুড়ির ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'ওই কিশোর এখন সুস্থ রয়েছে। অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই বৈঠক মেডিকেলে

হাসপাতালের সুরক্ষায় কড়াকড়ি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করার দাবি আরও জোরালো হতে শুরু করে। যদিও তারপর একাধিক ঘটনা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে হাসপাতালের নিরাপত্তাকে। দিনকয়েক আগে ফের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য প্রশাসন।

মূলত সরকারি হাসপাতালে দালালচক্র নিয়ন্ত্রণ, অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক করা, আরও বেশি সংখ্যায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি বৃদ্ধি, বেসরকারি হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার করা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বৈঠক হয়। মেডিকেল সহ জেলার অন্যান্য সরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে সেখানে।

বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তর ছাড়াও জেলা প্রশাসন, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপণ সহ একাধিক দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক জানান, হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়া কোনও নিরাপত্তারক্ষীকে কাজে রাখা যাবে না। বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে দ্রুত অভিযান শুরু হবে।

তাঁর বক্তব্য, 'বেশিরভাগ বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক মানা হচ্ছে না। কেউ হয়তো বহুদিন আগে একটি ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার জন্য লাইসেন্স নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আরও দুটি ভবন তৈরি করে ব্যবসা চালাচ্ছেন বহালতবিয়তে। অথচ সেসবের জন্য আর লাইসেন্স নেওয়া হয়নি। এইসমস্ত ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের কথায়, 'মেডিকেলের সমস্ত অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী এবং অন্য অস্থায়ী কর্মীদের তথ্য সাতদিনের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে এজেন্সিগুলোকে।'

> **কী পদক্ষেপ**
>
> - পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়া কাজে রাখা যাবে না নিরাপত্তারক্ষীদের
> - বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা দেখতে হবে অভিযান
> - মেডিকেলের সমস্ত অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী ও কর্মীদের তথ্য সাতদিনের মধ্যে জমা দিতে নির্দেশ
> - আরও সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারিতে জোর
> - বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম পরিদর্শনে যাবেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ইনস্পেকটররা

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্রের রমরমা কারবার দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। অভিযোগ, স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী, চিকিৎসকদের একাংশ বহিরাগতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চক্রটি চালাচ্ছেন। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনার পর শনিবার রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তা, স্বাস্থ্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই প্রতিটি জেলায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেন তিনি।

এদিন সেই নিয়ে আলোচনা করতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অধ্যক্ষের অফিসে বৈঠকটি হয়। দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলা শাসক সুরেশকুমার জগৎ, শিলিগুড়ি বিদায়ি মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, মেডিকেলের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়ালি যোগ দেন দার্জিলিংয়ের বিদায়ি জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলও।

বৈঠকের পর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেছেন, 'মেডিকেল, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল, জেলার একাধিক মহকুমা হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সমস্ত অস্থায়ী নিরাপত্তাকর্মী ও কর্মীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন দ্রুত করাতে হবে। আরও সিসিটিভি বসানো, নজরদারি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।'

বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এসবের বাস্তবায়ন কতটা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমে সব ঠিক চললেও পরবর্তীতে নজরদারির অভাবে কিংবা কর্তৃপক্ষের গা ঢিলেমিতে পরিস্থিতি সেই তিমিরে রয়ে যায়। তবে এদিন স্বাস্থ্যকর্তা আশ্বাস দিলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের ইনস্পেকটররা বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে পরিদর্শনে যাবেন। নজরদারি চালাবেন। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কি না দেখবেন। সেজন্য তাঁদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।' তাঁর সাফ বার্তা, নিরাপত্তায় খামতি বরদাস্ত করা হবে না।

সুখ ও সমৃদ্ধির প্রার্থনায় ব্রত

হাতির হানা রুখতে ঘাটে বিশেষ দল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৭ অক্টোবর : সোমবার ছটপুজোর সন্ধ্যার্ঘ্য উপলক্ষ্যে বাগডোগরার বিভিন্ন ঘাটগুলি সাজানো হয়েছিল। হুলিয়া নদীর তীরে কমলপুর ঘাট, হরেকৃষ্ণপল্লি, ক্ষুদিরামপল্লি এবং মসজিদপাড়া ঘাটগুলি খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। ছটঘাট সাজানোর অন্যতম উপকরণ হল কলা গাছ। এই ঘাটগুলির কিছু দূরে রয়েছে বাগডোগরার জঙ্গল। তাই হাতির হানা থেকে ঘাটগুলিকে রক্ষা করতে বন দপ্তর ও পুলিশ যৌথভাবে বিশেষ টিম তৈরি করেছে।

হাতির পছন্দের খাবারের মধ্যে অন্যতম হল কলা গাছ। তাই বনের অনতিদূরে এত কলা গাছ দেখে যদি হাতি হানা দেয় তাই এই বিশেষ টিম তৈরি করা হয়েছে। ছটব্রতী ও পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও বিপদ না হয় তাই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কমলপুরে নদীর তীরে প্রায় সাড়ে পাঁচশোটি পুজোর ঘাট তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ঘাটে অন্তত চারটি করে কলা গাছ থাকে।

বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত সাধু বলেন, 'কমলপুর, হরেকৃষ্ণপল্লি, ক্ষুদিরামপল্লি, মসজিদপাড়া, এমএম তরাই, সন্ন্যাসী, হাতিঘিসা, অটল এই ঘাটগুলিতে কলা গাছ খাওয়ার লোভে রাতে হাতির পাল বেরোতে পারে। হাতি বেরোলে ছটব্রতীদের পুজোর উপকরণ তছনছ হয়ে যাবে। তাই বন দপ্তরের তরফে আগের থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে।' আপার বাগডোগরার পানিঘাটা ঘাটগুলিতে একটি করে কুইক রেসপন্স টিমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

হুলিয়া নদীর তীরে ছটপুজোর আয়োজন। সোমবার।

পানিঘাটার রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ বলেন, 'পানিঘাটা রেঞ্জের অধীনে কদমা মোড়, পানিঘাটা ইকো পার্ক, বেলগাছি, মেচি নদী, লোহাগড় ছটঘাটগুলিতে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি)-এর সদস্য এবং বনকর্মীরা এই টিমে রয়েছেন।

এদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় কমলাপুর ঘাটে ভিড় সামাল দিতে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মোড় থেকে পুলিশ এদিন যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে। পানিঘাটা মোড় থেকে কমলাপুর ঘাট পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। কেউ দণ্ডি কেটে, কেউ ডালা মাথায় নিয়ে ঘাটে যান। ছটব্রতীদের পাশাপাশি শুধু পুজো দেখার জন্য বহু মানুষ ঘাটে গিয়েছিলেন।

ফাঁড়িতে ঢুকে পুলিশকে হুমকি

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : 'কোন সাহসে গ্রেপ্তার করেছেন? এক্ষুণি ছেড়ে দিন, নাহলে কিন্তু আপনার চাকরি থাকবে না!' কার্যত এই ভাষায় শনিবার রাতে আশিঘর ফাঁড়িতে ঢুকে সেকেন্ড অফিসার বাপি দে-কে হুমকি দেন দুই তরুণ ও এক তরুণী।

হুমকির কারণ? পূর্ব চয়নপাড়ার একটি কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় বিকাশ দাসের গ্রেপ্তারি। রবিবার শিবেন ঘোষ, গোবিন্দ দাস ও লক্ষ্মী দাস নামের ওই তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বাপি। কিন্তু ফাঁড়িতে ঢুকে পুলিশকে শাসানি দেওয়ার মতো দুঃসাহস দেখানোর সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে কেন গ্রেপ্তার করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৩ তারিখ ওই কালী মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। মন্দির কমিটির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃত বিকাশকে জেরার জন্য শনিবার থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। জেরায় বিকাশ চুরির কথা স্বীকার করে নেন। নরেশ মোড়ের একটি সোনার দোকানে মন্দির থেকে চুরি করা সোনা বিক্রি করেছেন বলে তিনি জানান। ওই সোনা উদ্ধারে বিকাশ পুলিশকে সহযোগিতা করবেন বলেও কথা দেন। ইতিমধ্যেই সোনার দোকানের মালিক সঞ্জীব রায়কেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিযোগপত্রে বাপি দাবি করেন, বিকাশকে জেরার কিছুক্ষণের মধ্যে ওই তিন তরুণ তাঁর ঘরে ঢোকেন। এরপর পুলিশের নামে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে তাঁরা বিকাশকে ছেড়ে দিতে বলেন। এমনকি না ছাড়লে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে চলে যান। বিকাশ ও সঞ্জীব দুজনই এখন পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। চুরি যাওয়া সোনা উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

হাতির হানায় জখম কিশোর

বানারহাট, ২৭ অক্টোবর : হাতির হানায় জখম এক কিশোর। খাবারের সন্ধানে হাতিটি তাদের বাড়ির একাংশ ভেঙে দেয়। পরে স্থানীয়রা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে ও পটকা ফাটিয়ে আধ ঘণ্টার চেষ্টায় হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করতে সক্ষম হন। সোমবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটে বিন্নাগুড়ি নেতাজিপাড়া রেললাইন সংলগ্ন এলাকায়।

জখম কিশোরের নাম রসিদুল ইসলাম। বয়স ১৭ বছর। এই মুহূর্তে সে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ জানিয়েছেন, বন দপ্তরের তরফে ওই নাবালকের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহন করা হবে। আর নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করলে ভেঙে যাওয়া বাড়িটি মেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।

নির্বিঘ্নে অর্ঘ্যদান, সম্প্রীতির নজির

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : ইসলামপুর, চোপড়া ও খড়িবাড়ি ব্লকে সোমবার মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হল ছটপুজো। সন্ধ্যায় রীতি মেনে বিভিন্ন ঘাটে ছটব্রতীদের নিষ্ঠাভরে সূর্য দেবকে অর্ঘ্যদান করতে দেখা যায়। নির্বিঘ্নে গোটা বিষয়টি সম্পন্ন করতে ঘাটে ঘাটে মোতায়েন ছিল পুলিশ। প্রশাসনিক তৎপরতাও ছিল তুঙ্গে। ইসলামপুর শহরের আধা ডজনের বেশি ঘাটে ছটপুজোকে কেন্দ্র করে নজরকাড়া উন্মাদনা চোখে পড়ল। উৎসবের স্বাদ নিতে ছটব্রতীদের পাশাপাশি সমস্ত ঘাটে শয়ে-শয়ে দর্শনার্থী ভিড় জমান। ইসলামপুর ব্লকপাড়া ছটঘাটে দর্শনার্থীদের ভিড় সামালাতে পুলিশকে নাজেহাল হতে হয়েছে। মঙ্গলবার ভোররাতে অর্ঘ্যদানের প্রস্তুতি নিয়ে সমস্ত ঘাটে ভজন আয়োজন করার কথা।

খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কির মেচি নদীর ঘাটে দুই দেশের ছটব্রতী ও দর্শনার্থীরা ভিড় করেন। সেখানে সম্প্রীতির অনন্য নজিরের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত সাধারণ মানুষ। পানিট্যাঙ্কি যুব কমিটির তরফে মেচি নদীর ছটঘাট সাজিয়ে তোলা হয়। একটি অস্থায়ী সূর্য মন্দির তৈরির পাশাপাশি তারা জমকালো আলোকসজ্জারও ব্যবস্থা করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ প্রমুখ। ব্লকের অধিকারী ও বাতাসির বুন, ভালুকগাড়ার স্বর্ণমতি এবং বুড়াগঞ্জের ডুমুরিয়া নদীঘাটেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। প্রত্যেক ঘাটে মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক।

অন্যদিকে, বেড়া দিয়ে ঘাট দখলের বিতর্ক জিইয়ে রেখেই সদর চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনির ডোক নদীতে ছটপুজো সম্পন্ন হয়। স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে বেড়া দিয়ে ঘাটের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবারও ঘাট সাফাইয়ের ব্যবস্থা করে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান জানিয়েছেন, বেড়া সরিয়ে নেওয়ার সময় কিছু কলা গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। পরে ওই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চোপড়া ব্লকের সোনাপুর মহানন্দা নদীর ঘাটেও বহু ছটব্রতী অংশ নেন। বিকাল থেকে মহানন্দা সেতুতে তীব্র ভিড় দেখা দেওয়ায় জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে কালঘাম ছুটেছে পুলিশের।

দুই তীরে দুই বাংলার ছটব্রতীরা

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ অক্টোবর : প্রতি বছর মহানন্দার এপার থেকে দেখা যায় ওপার বাংলার ছটব্রতীদের পুজো। তবে এবছর সেই সুযোগ হয়নি। প্রতি বছর ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমান দুই বাংলার ছটপুজো দেখার জন্য। তবে এবছর এপার বাংলার পুণ্যার্থীরা বাংলাদেশের কাশেমগঞ্জে ছটব্রতীদের পুজো দিতে দেখতে পারেননি। এবছর পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার কাশেমগঞ্জে মহানন্দার ঘাটে জল কম থাকায় বাংলাদেশের ছটব্রতীরা সিপাহিপাড়ার ঘাটে পুজো দিয়েছেন। তাই ভারত থেকে ওপার বাংলার পুজো স্পষ্ট দেখা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা পরেশচন্দ্র বিশ্বাসের কথায়, 'এবছর ওপার বাংলার পুজো ভালোভাবে দেখতে পাইনি তাই একটু মন খারাপ হয়েছে।'

প্রতি বছরের মতো এবছরও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দা নদীর তীরে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যার্ঘ্য দেওয়ার জন্য ছটব্রতীদের মধ্যে কেউ দণ্ডি কেটে, কেউ আবার ডালি মাথায় নিয়ে ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলায় পৌঁছান।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতির জন্য বিএসএফ-এর তরফে পুরোনো হাটখোলা এলাকায় সম্প্রতি কাঁটাতার দেওয়া হয়েছে। এই বছর প্রথম কাঁটাতারের ভেতরে ঢুকে এপার বাংলার ছটব্রতীরা পুজো দিয়েছেন। প্রচুর দর্শনার্থী এই পুজো দেখতে ভিড় করেছিলেন। একই নদীর কয়েকশো মিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুজো দিয়েছেন দুই দেশের মানুষ। বিএসএফের তরফে সোমবার নদীর ঘাটে কড়া নজরদারি চালানো হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায়, ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষ ছটঘাট পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। ঘাটে যাতে কোনওরকমের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য সবরকম বন্দোবস্ত করা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তরফে ঘাটে হেলথ ক্যাম্পের ব্যবস্থাও ছিল। এছাড়া ঘাটে ভোরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছটব্রতী মণীশ প্রসাদ জানান, বিএসএফ এবং পুলিশ-প্রশাসনের তরফে সবরকম সহযোগিতা করা হয়েছে।

পুরোনো হাটখোলার অস্থায়ী গেট এদিন বিকেলের পর বন্ধ থাকলেও, গভীর রাতে ছটব্রতীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়ি, ঘোষপুকুর, বিধাননগর সহ ২০টি ছটঘাটে নির্বিঘ্নে ছটপুজো মিটেছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

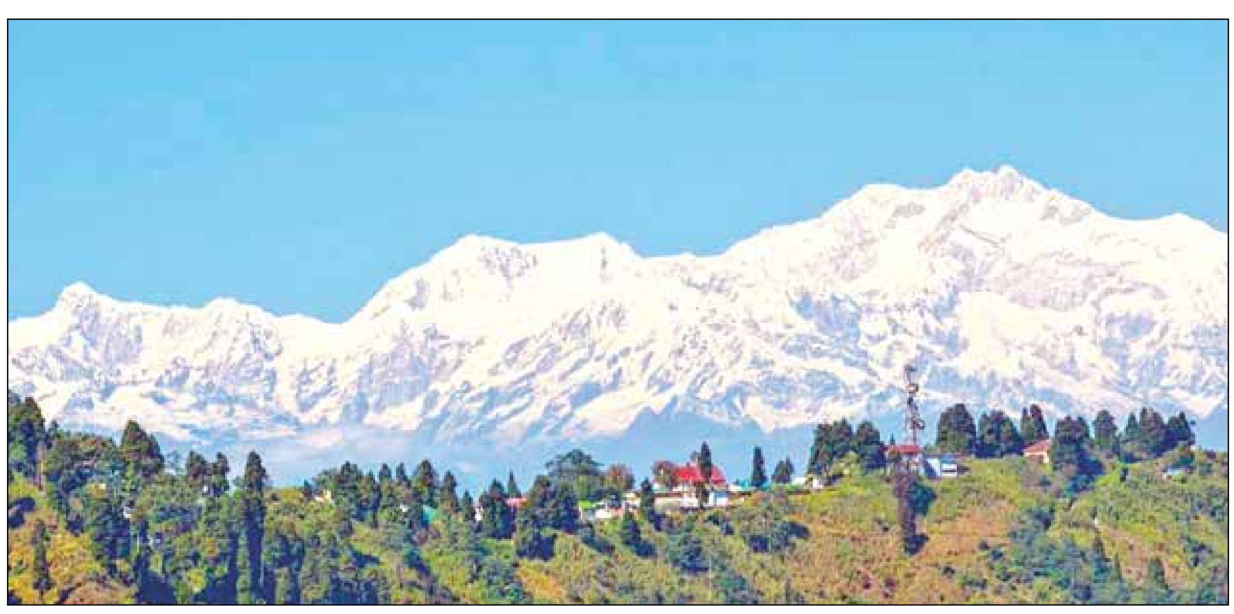

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই...

দার্জিলিং শহর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। রাহুল মজুমদারের তোলা ছবি।

ঘাসজমি বাড়াতে নজর জলঢাকার চরে

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : পলিতে ঢেকেছে গরুমারার বিশাল পরিমাণ ঘাসজমি। বিপাকে গন্ডার সহ তৃণভোজীরা। সমস্যা সমাধানে জলঢাকা নদীর চরের প্রায় ৪ হেক্টর জমিকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করছে বন দপ্তর। শীঘ্রই মাপজোখ করে ওই এলাকাকে যুক্ত করা হবে গরুমারায়।

২০১৭ সালে পাঁচ বর্গমাইল এলাকাকে গরুমারায় যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছিল বন দপ্তর। সেটা কেবল খাতায়-কলমে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে চলতি মাসে জলঢাকার ভয়াবহ বন্যায় গরুমারার ঘাসজমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি মেটাতেই জলঢাকার চরকে গরুমারার অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে নতুন করে ঘাসজমি তৈরির চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ১৯৯২ সালের ৩১ জানুয়ারি গরুমারা জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পায়। এর এলাকা প্রায় ৮০ বর্গকিলোমিটার। নেওড়া ও জলঢাকার মধ্যবর্তী অংশে থাকা গরুমারায় ২০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১৬ প্রজাতির সরীসৃপ, সাতটি প্রজাতির উভচর, নয় প্রজাতির কচ্ছপ, ৩২ প্রজাতির প্রজাপতি, ৫২ প্রজাতির মাছ ও ৩০০ প্রজাতির পাখির বাস। চলতি বছর গরুমারায় শুমারি হয়েছে। তার রিপোর্ট অনুযায়ী গরুমারায় গন্ডারের সংখ্যা ৬১। তবে গত ৫ অক্টোবর বন্যায় গরুমারায় দুটি গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, বেশ কয়েকটি নতুন গন্ডার শাবকের জন্ম হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা অনুযায়ী যে পরিমাণ ঘাসভূমি প্রয়োজন তার থেকে অনেক কম ঘাসভূমি রয়েছে গরুমারায়। গরুমারার ঘাসজমির পরিমাণ মাত্র ১০.১২ বর্গকিলোমিটার। এর ওপর চলতি বছর জলঢাকার প্লাবনে ৩৫ হেক্টর জমির ঘাস নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে গরুমারার তৃণভোজীরা মারাত্মক খাদ্যসংকটের মুখে। সমস্যা সমাধানে গরুমারায় ঘাসজমির পরিমাণ বাড়াবার কথা ভেবেছে বন দপ্তর। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, গরুমারার রামশাই ও নাথুয়ার জঙ্গলের মাঝে জলঢাকার চরে একটি জায়গায় প্রচুর ঘাস রয়েছে। আয়তনে প্রায় চার হেক্টর সেই জায়গাকে গরুমারায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেখানে থাকা পুরোনো ঘাসের পাশাপাশি গন্ডার, হাতিদের প্রিয় ঘাস ঢাড্ডা, চেপটি, মালশাও লাগানো হতে পারে বলে খবর।

গরুমারায় খাদ্যের খোঁজে গন্ডার।

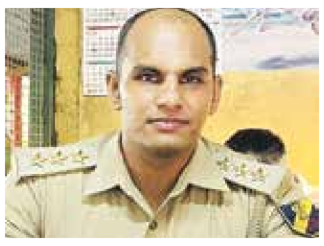

পালটা মামলা

অটোচালক ও তার দলবলের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের আধিকারিক। এবার তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা রুজু করল অভিযুক্তই।

শিশুশ্রমিক হত

হাওড়ার সাঁকরাইলে ছাঁট লোহার কারখানায় কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হল এক শিশু শ্রমিকের। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারখানার মালিক ও তাঁর পুত্রকে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিপিএমের যাত্রা

এসআইআর, উত্তরবঙ্গে বন্যা সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে রাজ্যজুড়ে বাংলা বাঁচাও যাত্রা করবে সিপিএম। নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি বুথে কর্মসূচি হবে বলে জানা গিয়েছে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে মঙ্গলবার থেকে উপকূলবর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

ছাত্রহীন স্কুলে উদ্বেগ বাড়ছে শিক্ষকদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ছাত্র নেই, পড়াব কোথায়? শিক্ষক নেই, পড়ব কোথায়? রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি বর্তমানে এটাই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের ৩,৮১২টি স্কুলে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একজন ছাত্রও ভর্তি হয়নি। অথচ ওই স্কুলগুলিতে ১৭,৯৬৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। বছরের পর বছর রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, নিয়োগ বন্ধ ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব সারা দেশের মধ্যে ছাত্রবিহীন স্কুলের তালিকায় রাজ্যের শীর্ষস্থানে থাকার কারণ বলে মনে করছেন প্রধান শিক্ষকরা। তাঁদের প্রশ্ন, পুজো কমিটিগুলির অনুদান যেখানে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, সেখানে স্কুলগুলির কম্পোজিট গ্র্যান্ট দিনের পর দিন কমে ২৫০০ থেকে মাত্র ২৫ হাজার টাকায় এসে কেন ঠেকেছে? ওই অনুদানে না হয় বিদ্যুৎ বিল, না ওঠে বার্ষিক প্রশ্নপত্রের খরচ। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি রাজ্য সরকারের উদাসীনতার জন্যই স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করছে শিক্ষা মহল।

স্কুলগুলির সিংহভাগ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুমের পরিকাঠামো তৈরি করতে পারছে না। ফলে পড়াশোনাকে একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে পড়ুয়াদের। শিশুবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মানস ভট্টাচার্যের মত, 'প্রধান শিক্ষকদের ক্লাস করানোর সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, আকর্ষণীয় মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কটা স্কুল এই নীতি মানছে?' স্কুলছুটের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকও। প্রাথমিক স্কুলে প্রায় ১৬ লক্ষ পড়ুয়া ভর্তি হলেও মাধ্যমিক দিচ্ছে মাত্র ৯ লক্ষের কাছাকাছি। বাকি পড়ুয়া কোথায় যাচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন মানস। মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, 'দিনের পর দিন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব। সরকারের দুর্নীতির কারণে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন। সামনেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সামেটিভ পরীক্ষা। বিএলও ডিউটির জন্য শিক্ষকরা যদি না থাকেন পড়াবেন কারা আর শিক্ষকের অভাবে পড়তে আসবেই বা ক'জন?'

শিক্ষক ও ছাত্রের অভাব নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক হলেও লাভ হয়নি, দাবি শিক্ষকদের। বছর বছর ধরে পরিদর্শক নেই। ফলাফল, নাবালিকা বিবাহ ও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। যেসব স্কুলে একসময় মাইক্রোফোন মারফত ক্লাস নেওয়া হত, সেইসব স্কুলের বেঞ্চ এখন ফাঁকা। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, 'সিমেস্টারের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও দেওয়া হচ্ছে না। স্কুলগুলিতে অর্ধেক বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় ছাত্ররা সমস্যায়। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অভাবে স্কুলের পরিকাঠামো ধ্বংসের মুখে হওয়ায় দিনের পর দিন ক্লাসও বন্ধ।' অবশ্য যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যর মত, কোভিডের পর পড়ুয়া সংখ্যা কমেছে। পরিকাঠামো ভঙ্গুর, শিক্ষক থেকেও নেই। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, টেট-এসএসসি সহ পরীক্ষাগুলিকে স্বচ্ছ করা সহ রাজ্য সরকারের উদাসীনতা কাটালেই পড়ুয়ারা স্কুলমুখী হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

পুরসভায় রদবদলের প্রস্তুতি

তৃণমূলের চেয়ারম্যান এবং মেয়রদের ইস্তফা শুরু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : রাজ্যে জেলা ও ব্লক স্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল পুজোর আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যের পুরসভাগুলির মেয়র ও চেয়ারম্যান পদে বদল প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। আশ্চর্যজনকভাবে রবিবারই হাওড়া পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুজয় চক্রবর্তী। হাওড়া পুরসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে সুজয়বাবু প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। শুধু এই পুরসভা নয়, রাজ্যের আরও কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়রকে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সোম ও মঙ্গলবার ছটপুজোর জন্য রাজ্য সরকারের ছুটি রয়েছে। তাই ওই পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়ররা চলতি সপ্তাহের বাকি সময়ের মধ্যে ইস্তফা দিতে পারেন বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

২০২৪ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ দিবস থেকেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, লোকসভা ভোটে যে যে পুরসভা এলাকায় দলের ফল খারাপ হয়েছে, তার দায় যেমন শহর সভাপতিদের নিতে হবে, তেমনই পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়ররাও তার দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই ফল খারাপ করলে তাঁদের পদ থেকে সরে যেতেই হবে। তিন মাসের মধ্যে রদবদল সম্পূর্ণ হবে বলে অভিষেক ওই সভায় দাবি করলেও বাস্তবে চলতি বছরে সাংগঠনিক রদবদল প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান পদে কোনও বদল এখনও করা হয়নি। লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে রাজ্যের ১২৪টি পুরসভার মধ্যে ৭৪টি পুরসভায় পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। তখনই ওই পুরসভার চেয়ারম্যানদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলে তৃণমূলের মধ্যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আর ঝুঁকি নিতে রাজি নন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এবার চেয়ারম্যান ও মেয়র পদে রদবদল হবে বলেই মনে করছেন দলের শীর্ষ নেতারা।

তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। শিলিগুড়ি পুর এলাকায় তৃণমূল বিপুল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছিল। তার পরেও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের ওপর আস্থা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে তাঁকে বদল না করা হতে পারে। আবার কলকাতা পুরসভা এলাকায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর ও চৌরঙ্গি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল বিজেপির থেকে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। কিন্তু কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম মমতার আস্থাভাজন। তাই তাঁকেও পদে রেখে দেওয়া হতে পারে। শেষ পর্যন্ত কতগুলি পুরসভায় রদবদল হয়, সেদিকে তাকিয়ে আছে তৃণমূলের নীচু তলার নেতৃত্ব।

নজর অভিষেকের

- ২০২৪-এর শহিদ সভা থেকেই রদবদলের কথা বলেছিলেন অভিষেক
- লোকসভা ভোটে খারাপ ফল হওয়া পুরসভাগুলিতে বিশেষ নজর
- হাওড়া পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে সুজয় চক্রবর্তীর ইতিমধ্যেই ইস্তফা

তিলোত্তমা... *সোমবার কলকাতার মল্লিকঘাটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

নজরে ধৃতের কল রেকর্ড ও বন্ধুর বয়ান

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনায় পুলিশের নজরে এবার অভিযুক্ত অমিত মল্লিকের বন্ধু। তাঁকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। অমিত জেরায় দাবি করেছেন, এক বন্ধুর চিকিৎসার জন্য এসএসকেএমে গিয়েছিলেন তিনি। বিশেষ কারণে ডাক্তারের পোশাক পরেছিলেন। ওই বন্ধুর জন্য কেন তাঁর বেশ বদল তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠেছে। তাই অমিতের ওই বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই অমিতের বিরুদ্ধে তদন্তেও একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। এদিকে আরজি কর মেডিকেল কলেজে এক তরুণ চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, হাসপাতালের কাজের চাপে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন তিনি।

জেরায় অমিত দাবি করেছে, বন্ধুর চিকিৎসায় যাতে সুবিধা হয়, তাই ডাক্তারের পোশাক পরেছিলেন। এই পোশাক পরে থাকলে সর্বত্র যাতায়াতে কোনও বাধা থাকবে না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবকিছু দ্রুত মিটবে। যেখানে সাধারণের প্রবেশের সুবিধা নেই, সেখানে এই পোশাক পরে থাকলে কোনও অসুবিধাতেই পড়তে হবে না।

কিন্তু ওই নাবালিকাকে কেন তিনি নিগ্রহ করলেন, সেই প্রসঙ্গে ধৃতের দাবি, কিশোরীকে তিনি আগে থেকে চিনতেন না। সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এসএসকেএমে সকলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ভালো। ফলে কেউ তাঁকে বাধা দিত না। কিন্তু অলস স্বভাবের অমিতকে আগেই তাড়িয়ে দিয়েছিল এসএসকেএম। ঘটনার পরে অভিযুক্ত, কাদের ফোন করেছেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতের মোবাইল থেকে বেশ কয়েকটি ভিডিও উদ্ধার হয়েছে। তাঁর কল ডিটেলস ও ডেটা রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই চিকিৎসক তাপস প্রামাণিক আরজি কর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ইস্তফা দিয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা শুভজিৎ আচার্য রবিবার রাত ১২টায় স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি অসুস্থ বোধ করছেন। তারপর তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়েও যাওয়া হয়। স্ত্রীর দাবি, রাতে বেশি ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলেন। পাশাপাশি কাজেরও চাপ ছিল।

বৈশাখীর ইস্তফার নির্দেশ স্থগিত

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা সংক্রান্ত নির্দেশ স্থগিত করে দিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। মিল্লি আল আমিন কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা পদ সহ অন্যান্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি সংক্রান্ত যে নির্দেশ শিক্ষা দপ্তর দিয়েছিল, তা সংশোধনের আর্জি জানিয়ে পালটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন বৈশাখী। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দপ্তর জানিয়েছে, আগের বিজ্ঞপ্তিতে কিছু 'অসংগতি' ও 'আইনি সমস্যা' থাকার কথা বৈশাখী জানানোয় সেই নির্দেশটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ও আইনি পরামর্শ নিয়ে তবেই পরবর্তী নির্দেশ জারি করা হবে।

সহপাঠীই দোষী

দুর্গাপুর, ২৭ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে ধৃত সহপাঠী ফিরদৌস শেখকে মূল অভিযুক্ত বলে দাবি করলেন নির্যাতিতার আইনজীবী। সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন বা টিআই প্যারেডের রিপোর্ট পেশ করা হয় পুলিশের তরফে। তারপরই নির্যাতিতার আইনজীবী পার্থ ঘোষ

দুর্গাপুর কাণ্ড

দাবি করেন, ধৃত ৫ জন ঘটনার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িত হলেও মূল 'ধর্ষক' ফিরদৌসই।

এদিন পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ৬ জন ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়। সওয়াল-জবাব শুরু হওয়ার সময় পার্থ আদালতে টিআই প্যারেডের রিপোর্ট খোলার আবেদন জানান। বিচারক তা মঞ্জুর করেন। রিপোর্ট অনুসারে, নির্যাতিতা ৫ জন ধৃতকেই সঠিকভাবে শনাক্ত করেছেন। তার মধ্যে ফিরদৌসের ভূমিকা বেশি আছে বলে জানান নির্যাতিতার আইনজীবী। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন ৩১ অক্টোবর।

কলকাতার ছট উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। -পিটিআই

'রাজ্যে কি আর্থিক জরুরি অবস্থা চলছে'

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : 'রাজ্যে কি আর্থিক জরুরি অবস্থা চলছে?', হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থের অনুমোদন সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। বরাদ্দ টাকা কেন আটকে রয়েছে তা নিয়ে রাজ্যকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আদালতের মন্তব্য, 'রিজার্ভ ব্যাংকে থাকা রাজ্যের একত্রিত তহবিলের অ্যাকাউন্ট এই মামলায় যুক্ত করব। আদালতের অনুমতি ছাড়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে না রাজ্য।'

তিন বছর ধরে হাইকোর্টের ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বিএসএনএলের বকেয়া রয়েছে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। বিষয়টি শুনেই ডিভিশন বেঞ্চ বিস্ময় প্রকাশ করে জানায়, 'গত একমাসে দু'বার বৈঠক হয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে হাইকোর্টের সার্ভার কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য? এখনই মুখ্যসচিবকে বলুন, আজকের মধ্যে পুরো বকেয়া মিটিয়ে দিতে।' রাজ্যকে ফের বৈঠকে বসার নির্দেশ

প্রশ্ন হাইকোর্টের

দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ইন্টারনেট পরিষেবা বিলের ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। দ্রুত সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। বিচারপতি বসাক উষ্মাপ্রকাশ করে বলেন, 'আদালত বাকরুদ্ধ। এখনও যে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু রয়েছে এটা আশ্চর্যের। কবে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবেন? হাইকোর্টের কাজে অর্থ বরাদ্দ কি প্রশাসনিক কাজের মধ্যে পড়ে না। মনে হচ্ছে শামুক ও কচ্ছপের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। হাইকোর্টের এই অবস্থা হলে নিম্ন আদালতের কী অবস্থা হবে।'

রাজ্যের অর্থসচিব, বিচারবিভাগীয় সচিব ও হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের মধ্যে বৈঠকের রিপোর্ট পেশ করেন হাইকোর্টের পক্ষের আইনজীবী। তিনি জানান, হাইকোর্টের ১১টি প্রকল্প ও জেলা আদালতের ২৫টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দপ্তর। কিন্তু প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৮৬ কোটি টাকার মধ্যে ৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের আইনজীবী জানান, দু'দিন সময় দিলে অর্ধেক টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ২৯ অক্টোবর ও ৬ নভেম্বর হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সঙ্গে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে বৈঠকে বসতে হবে। হাইকোর্টের প্রস্তাবিত প্রতিটি প্রকল্পের বিষয়ে রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ নভেম্বর।

মাছ ও মাংস বন্ধের ফতোয়া নিয়ে প্রতিবাদ অন্ডালে

রাজা বন্দোপাধ্যায়

অন্ডাল, ২৭ অক্টোবর : ছটপুজোর জন্য দুদিন বন্ধ রাখতে হবে মাছ ও মাংসের দোকান। পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালে রবিবার বিজেপির এই ফতোয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিভিন্ন মহল থেকে উঠে প্রতিবাদের ঝড়। সোমবার বিজেপির এই ফতোয়ার প্রতিবাদে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল, সিপিএমের যুব সংগঠন এবং বাংলাপক্ষ।

রবিবার সকালে অন্ডাল উত্তর বাজারে কয়েকজন বিজেপি কর্মী-সমর্থক এসে ছটপুজোর জন্য দু'দিন মাছ, মাংসের দোকান বন্ধ রাখার কথা বলে। দোকানদাররা অস্বীকার করায় তাদের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এর বিরোধীতায় রবিবারই তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের পাশাপাশি আসরে নামে বাংলা পক্ষও। রবিবারের পর সোমবার সকালেও ঘটনাটি ঘিরে গোটা এলাকায় ছিল টানটান উত্তেজনা। এদিন সকাল আটটা নাগাদ এলাকায় আসে বাম, তৃণমূলের যুব সংগঠনের পাশাপাশি বাংলা পক্ষের সদস্যরাও। তাঁরা এলাকার মাছ, মাংসের দোকান খোলার ব্যবস্থা করেন। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোকানদারদের পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের যুব নেতা শুভজিৎ কুন্ডু বলেন, 'বাংলা সম্প্রীতি জায়গা। বিজেপি সেই সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে। বাংলায় এইসব বরদাস্ত করার হবে না।' সিপিএম নেতা তুফান মণ্ডল বলেন, 'সম্প্রীতি নষ্ট করার মূলে রয়েছে বিজেপি ও তৃণমূল। তাদেরই যোগসাজশে এসব ঘটছে।' বাংলাপক্ষের পক্ষে অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে এখানেও। যেখানেই বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অপচেষ্টা হবে আমরা সেখানেই রুখে দাঁড়াবো।'

অন্যদিকে, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রাখালচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'আমরা কাউকে দোকান বন্ধের জন্য জোর করিনি, অনুরোধ করেছিলাম মাত্র। তৃণমূল, সিপিএম সেটা নিয়ে অযথা রাজনীতি করছে।'

আজ সর্বদল বৈঠক কমিশনের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ঘোষণার পরেই রাজ্য ও জেলা স্তরে সর্বদলীয় বৈঠক করার জন্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী দু'দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কমিশনের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিকেল ৪টে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে রাজ্য স্তরে সর্বস্তরীয় বৈঠক ডাকল কমিশন।

মঙ্গলবারই সকালে সর্বদল বৈঠকের আগে সমস্ত জেলা শাসক, ইআরও এবং এইআরও'দের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্য নির্বচানি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সম্প্রতি দিল্লিতে রাজ্যের বিএলও নিয়োগ ও নিরাপত্তা নিয়ে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন সিইও। ভারতী জানিয়েছেন, নিয়োগ এবং নিরাপত্তার বিষয়টি রাজ্য সরকারকে দেখতে হবে। এসআইআরের জন্য নির্দিষ্ট ১২টি রাজ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু নির্দেশিকা জারি করবে কমিশন এবং তা বিএলওদের প্রশিক্ষণের আগে ঘোষণা করা হবে।

মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে মূলত বুথ লেভেল এজেন্টদের ভূমিকা, এসআইআরে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ও বিশেষত কীভাবে অভিযোগ বা আপত্তি জানাতে হবে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

নভেম্বরে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আবার জেলা সফরে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শারদোৎসবের টানা ছুটি ও ছটপুজোর পর বুধবার সব অফিস খুলছে। সরকারি দপ্তরগুলির 'আপ টু ডেট' কাজের হিসেব নিয়েই জেলায় জেলায় বেরোতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্টও তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে চেয়ে রেখেছেন। ছুটির পর বুধবার নবান্নে এই সংক্রান্ত সব খোঁজখবর নিয়ে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকও সেরে ফেলতে চান তিনি বলে নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর। প্রায় দু'তিন সপ্তাহেরও বেশি মন্ত্রীসভার বৈঠক হয়নি। দপ্তরওয়াড়ি সতীর্থ মন্ত্রীদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করে দপ্তরগুলির সর্বশেষ কাজের অবস্থা সামনাসামনি জেনে নিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। ছুটির পর রাজ্য প্রশাসনের নাড়িনক্ষত্র যাচাই করেই জেলা সফরে বেরিয়ে পড়তে চান তিনি। নবান্ন সূত্রের খবর, সেই অনুযায়ী তাঁর জেলা সফর কর্মসূচির খসড়া তৈরিতে তৎপর হতে বলা হয়েছে তাঁর সচিবালয়কে। তাঁকে দেখিয়েই তা চূড়ান্ত করবে তাঁর সচিবালয়।

কোর্টে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : চারটি মামলা খারিজের আবেদন জানিয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এই বিষয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের দায়ের করা ১৫টি মামলা খারিজ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাঁচটি মামলায় রাজ্য ও সিবিআইয়ের এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকের যুগ্ম নেতৃত্বে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে ২০২২ সালে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার দেওয়া অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। যদিও আদালতের ওই নির্দেশকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখেছেন বিরোধী দলনেতা।

'মৃত' কলম অক্সিজেন পায় ইমতিয়াজদের হাসপাতালে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ডাক্তার কত রকমের হয়? প্রশ্নটা করলে খুব বেশি হলে কী উত্তর দিতে পারেন? চক্ষু, স্নায়ু কিংবা চর্ম বিশেষজ্ঞ? আরও কিছুটা তলিয়ে ভাবলে পশু বিশেষজ্ঞের কথাও মাথায় আসতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয়, কলমের ডাক্তার? শুনলে নির্ঘাত যে কেউ মাথা চুলকোবেন। ভাববেন, 'ধুর! এ আবার হয় নাকি!' কিন্তু এমন ডাক্তার সত্যিই রয়েছেন। শুধু ডাক্তার নন, রয়েছে আস্ত একটা হাসপাতালও। নাম 'পেন হসপিটাল'। কলকাতার বুকে আলো-আঁধারিতে এমন জায়গার খোঁজ মিলতে ঢুঁ মারতেই হল। ধর্মতলার অতি জনবহুল ফুটপাতে সারি সারি জামাকাপড়ের পসরার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট গলিতে ঢুকতেই দেখা গেল, আদ্যিকালের দোকানে কাচের জারে কালি মেশানো জলে ডুবিয়ে একমনে কলম সারাচ্ছেন 'কলমের চিকিৎসক' মহম্মদ ইমতিয়াজ। প্যাডের ওপর খসখস করে লিখে পরীক্ষা করছেন উইলসন, পার্কার, শেফার, ম ব্লাঁ, ব্ল্যাক বার্ডদের।

১৯৪৫ সাল থেকে তিন প্রজন্ম ধরে কলমের হাসপাতাল চালাচ্ছে ইমতিয়াজের পরিবার। কালির পেন, বল পেন থেকে শুরু করে মোবাইল-কম্পিউটারের কী বোর্ড। কলমের রূপ এইভাবে দিনের পর দিন বদলালেও বদলে যায়নি এসএন ব্যানার্জি রোডের এই হাসপাতাল। কথায় আছে 'কালি, কলম, মন, লেখে তিনজন।' কিন্তু অসুস্থ কলমকে সুস্থ করার কারিগরের কথা বলেন ক'জন? এই সুস্থ করার দায়িত্ব প্রায় ৮০ বছর আগে নিয়েছিলেন ইমতিজায়ের দাদু শামসুদ্দিন। বাবা মহম্মদ সুলতানের হাত ধরে এখন ইমতিয়াজ ও তাঁর ভাই মহম্মদ রিয়াজ এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় কলেজ স্ট্রিট, কিরণ শংকর রোড সহ কলকাতার বুকে একাধিক জায়গার মতো কলম চিকিৎসালয়ের ঝাঁপ এখানেও পড়বে না তো? 'চিকিৎসক'-এর উত্তর, 'ডিজিটাল যুগে ক'জনই বা পেন দিয়ে লেখেন? বেশিরভাগই কালির পেন কেনেন উপহার দেওয়ার জন্য। অবশ্য অভ্যস্তরা এখনও এই পেনে ভরসা রাখছেন। কখনও দিনে ৫ জন, কখনও বা দিনে ১০-১৫ জন ক্রেতা হয়। তবে যুব প্রজন্মের যথেষ্ট কলম সংগ্রহের শখ রয়েছে। ফলে বিক্রি খুব একটা খারাপ নয়।'

পেন 'হাসপাতালে' কলম পরীক্ষা 'চিকিৎসকের'।

সোমবার দুপুরে দোকানের দরজা খুলছিলেন 'চিকিৎসক'। 'রোগী' পার্কার সারাতে তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন হাইকোর্টে কর্মরত বিপ্লব দাস। বললেন, 'আইনজীবী ও বিচারকরা এখনও কালির পেন ব্যবহার করেন। খারাপ পেন সারাতে সবসময় চলে আসি এখানে। এছাড়াও আমার দাদু কালির কলম ব্যবহার করতেন। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে এখনও এখানে এসে কালি ভরাই কলমগুলিতে।' কোনও কলমে নিব নষ্ট, কারও আবার টিউব বদলাতে হবে বা ওয়াশার পালটাতে হবে। আলমারিতে ওষুধ মেলার আশায় সারি সারি সাজানো রয়েছে সেই 'অসুস্থ' কলমগুলি। চিকিৎসকের স্পর্শ পেলেই শিশুদের মতো কলমগুলিও মুহূর্তে সুস্থ হয়ে যায় বলে জানালেন ক্রেতারা। হাসতে হাসতে ইমতিয়াজ বলেন, 'আগে কালি পাওয়া যেত ২৫-৩০ টাকায়। এখন সেই কালির দাম কমপক্ষে ১০০ টাকা। ৩০-৪০-এর দশকের কলমও বিক্রি হয়েছে আমাদের দোকান থেকে। এখনও অর্ডার এলে ২০-৩০ হাজার টাকার কলম আমেরিকা সহ বাইরের দেশ থেকে আনানো হয়।'

পুরোনো, নতুন কালির পেনের সম্ভারে সেজে রয়েছে হাসপাতাল। কাচের কাউন্টারটি যেন অপারেশন টেবিল। যন্ত্রপাতি, স্ক্রু-ড্রাইভার, আতশকাচের মধ্যে মিশে রয়েছে নস্টালজিয়া। ইমতিয়াজের বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও যথেষ্ট চাহিদা থাকায় কালির কলম কখনই হারাবে না। টিমটিম করে হলেও ঝাঁপ পড়বে না দোকানের। ক্রেতারা প্রিয়জনদের উপহার দিয়ে তখনও বলবেন, 'তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক।' আর এই আশীর্বাদের ধারক-বাহক হয়ে থাকবে 'পেন হসপিটাল'।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১০ কার্তিক ১৪৩২

সংখ্যালঘুকেও চাই

অবস্থান আসলে নীতিগত নয়। ভোটের তাগিদে বদলে যায় অবস্থান। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের ভোল বদল সেই সত্যকে তুলে ধরছে। গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় শুভেন্দু অধিকারীর বিষনজরে পড়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এতই রুষ্ট হয়েছিলেন যে, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতি বদলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাঁর পালটা স্লোগান ছিল, যো হমারা সাথ হ্যায়, হম উনকা সাথ হ্যায়।

শুধু হিন্দু ভোটকে আপন করে পশ্চিমবঙ্গে এগিয়ে চলার দিকনির্দেশ করেছিলেন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানকারী শুভেন্দু। তারপর থেকে সংখ্যালঘুদের এড়িয়েই চলছিল রাজ্য বিজেপি। অন্য নেতারাও, বিশেষ করে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নানাভাবে হুমকিও দিতেন। সুকান্তকে এমন কথাও বলতে শোনা গিয়েছে যে, রাজ্যের শাসকদলের কথায় চললে গুলিও খেতে হতে পারে। বিজেপির আইটি সেল সুযোগ পেলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য বা ব্যঙ্গ, এমনকি আক্রমণ করতে ছাড়ত না।

হঠাৎই সেই অবস্থানে বদল দেখা যাচ্ছে কিছুদিন ধরে। যাঁরা একসময় বলতেন, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) করে সংখ্যালঘুদের অভারতীয় করে দেওয়া হবে, তাঁদের গলায় এখন ভিন্ন সুর। শুভেন্দু ও সুকান্ত দুজনকেই জোর গলায় বলতে শোনা যাচ্ছে, এসআইআর হলেও ভারতীয় মুসলিমদের কোনও ভয় নেই। তাঁরা ভোটার তালিকায় থেকে যাবেন। শুভেন্দু নিজের আগের অবস্থানকে কার্যত গিলে ফেলেছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরে এসে মাত্র দিন কয়েক আগে যিনি জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে, তিনি মুসলিম ভোট চান না- এমন কথা কখনও বলেননি। বরং তাঁর গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়েছে, 'মুসলিম ভোট আমরা পাই না।' যাতে স্পষ্ট যে, মুসলিম ভোটে এবার নজর পড়েছে বিজেপি নেতৃত্বের। এই ধারণা আরও মজবুত হয়েছে সম্প্রতি বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ নগেন রায় উত্তরবঙ্গের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোয়।

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন নামে নগেনের পৃথক সংগঠন থাকলেও তাঁর এই পদক্ষেপের বিরোধিতা বিজেপি করেনি। বরং ঘুরিয়ে এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। সরাসরি দলের পক্ষ থেকে মুসলিম ধর্মের ইমাম, মোয়াজ্জিন প্রমুখ পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক অন্য ধর্মের ভোটদাতাদের প্রতি ভিন্ন বার্তা দিতে পারে বলে সম্ভবত নগেনকে শিখণ্ডী খাড়া করে বিজেপি নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, বিজেপির এই অবস্থান বদলের নেপথ্য কারণ কী? এতদিনে স্পষ্ট হয়েছে যে, শুধু হিন্দু ভোটের ভরসায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল কার্যত অসম্ভব। গত কয়েকটি নির্বাচনে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাংলায় বেশকিছু আসনে সংখ্যালঘু ভোট ফলাফল নির্ধারণের নিয়ন্ত্রক। উত্তরবঙ্গে তুলনায় বিজেপির আসন সংখ্যা বেশি হলেও শুধু হিন্দু ভোট এর চেয়ে বেশি ভালো ফল নাও দিতে পারে। অথচ বাংলায় সরকার গড়ার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে আসন সংখ্যা এখনকার চেয়ে অনেক বাড়ানো প্রয়োজন।

এসআইআর করে যে সংখ্যালঘু ভোটারদের ঝেঁটিয়ে বাদ দেওয়া যাবে না, তা ইতিমধ্যে নানা সমীক্ষায় বুঝে গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। মনে হতেই পারে যে, সেকারণে মুসলিম ভোটের একাংশকে কাছে টানতে এখন ভারতীয় মুসলিম ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বিভাজনের কৌশল গ্রহণ করছেন শুভেন্দু, সুকান্তরা। শুধু মুসলিম বিদ্বেষের বা মেরুকরণের পথ থেকে কিঞ্চিৎ অপসারণ সেইজন্য।

উত্তরবঙ্গের অনেক কেন্দ্রে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে নস্যশেখরা বছরের পর বছর বংশপরম্পরায় বাস করছেন। তাঁদের অধিকাংশের নাগরিকত্বের প্রমাণ ও বসবাসের নথিপত্র আছে। এসআইআর হলেই তাঁদের বাদ দেওয়া অসম্ভব। যদি না বেআইনিভাবে জোর করে বাদ দেওয়া যায়। ফলে উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে রাজ্যসভা সাংসদ নগেনকে দিয়ে এই পদক্ষেপ করা হল। অর্থাৎ ভোটের তাগিদে চুলোয় যেতে পারে আদর্শগত অবস্থান।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

- শ্রীশ্রী রবি শংকর

বিহারে পাশা ওলটাতে পারেন পরিযায়ীরা

বিহারের ভোটে পরিযায়ীরা ২০ থেকে ৩০টি আসনের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারেন। সেদিকেই সবার চোখ।

চিরঞ্জীব রায়

দেহাতের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির টান। অথচ কোনও না কোনও বাধ্যতা তাঁদের ঘরছাড়া করেছে। বিহারের এই গোত্রীয় যে কোটি কোটি মানুষ, যাঁদের গালভরা পোশাকি নাম পরিযায়ী, তাঁরাই কিন্তু পারেন আগামী ৬ এবং ১১ নভেম্বর সমস্ত হিসেবনিকেশ তছনছ করে রাজ্য শাসনের রাজনীতির পাশা উলটে দিতে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যাটা ছিল মাত্রই ৭৫ লক্ষ। রাজ্যের জনসংখ্যার ৭.২ শতাংশ। ২০২২-'২৩ সালের বিহার জাতি গণনা ও কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের পরিসংখ্যান মোতাবেক সেই সংখ্যাটা বেড়ে তিন কোটি ছুঁয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক চারজন পূর্ণবয়স্কর মধ্যে একজন মূলত রুজির দায়ে ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। প্রধানত সরন, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ ও সীমাঞ্চল জেলার এই বাসিন্দাদের অনেকেই দিওয়ালি এবং ছটপুজোর সময় বাড়ি ফেরেন। এবারেও ফিরেছেন। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতিকদের অভিজ্ঞতা দিকনির্দেশ করছে, ভোট ও উৎসব কাছাকাছি হওয়ায় ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ পরিযায়ী মহান নাগরিক কর্তব্যটি সমাধান করতে থেকে যেতে পারেন এবং তার যথেষ্টই প্রভাব পড়তে পারে রাজ্যের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে। কারণ, অধিকাংশ কেন্দ্রেই হারজিতের ব্যবধান থাকে ১০ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে। এবং এই ব্যবধান গড়ে দিতে পরিযায়ীদের ভোট মোটেই হেলাফেলার নয়।

যে দল বা নেতারা চান না, প্রবাসীরা এসে ভোট দিয়ে শেষ খেলাটা দেখিয়ে দিক, তাঁদের জন্যও সুখবর আছে। ছুটির মঞ্জুরি, যাতায়াতের খরচ, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) এবং যে তাগিদে নিজভূম ছাড়তে বাধ্য হওয়া, সেই কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, এতগুলো বাধা টপকে তাঁদের ভোটের বোতাম টিপতে আসতে হবে। ফলে অংশগ্রহণ পর্বটি নিছক ডালভাত নয়।

তবুও পরিযায়ীদের গল্পটা মোটেই ছোট করে দেখতে চায় না বিহারের রাজনীতি। তার এক নম্বর কারণ যদি হয় সংখ্যা, দু'নম্বর কারণ অবশ্যই ধর্ম-জাতপাত আকীর্ণ ভোট-ময়দান। গোটা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বিহারের। সেই সংখ্যাটা তিন কোটি ছুঁয়েছে, এবং ভোটের বাজারে যে সেই সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা তেজস্বী যাদব থেকে নীতীশ কুমারদের নখদর্পণে। ২০২০ সালে, কোভিডের জেরে মাত্র ৩০ লক্ষ পরিযায়ী ব্যালট বাক্সের টানে দেহাতমুখী হন। সেই সংখ্যাটাও বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনি লড়াই হাড্ডাহাড্ডি করে ছেড়েছিল। রাজ্যের রাজা গড়ার পাঁচসালা খেলায় এবারও বিশেষজ্ঞরা তেমনই কাহিনীর আঁচ পাচ্ছেন।

পরিযায়ীদের দাবিদাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা খতিয়ে দেখলে পাল্লা কখনও নীতীশের কোলে ঝুঁকছে কখনও তেজস্বীর। পরিযায়ীদের অধিকাংশ ১৮ থেকে ৩৫-এর তরুণ। ঘরে ফেরার তাগিদে তাঁদের পেশার চাহিদা ঘোরতর এবং ভালোবাসার মানুষজন, পরিবেশ-প্রতিবেশ ছেড়ে দূরদেশে পাড়ি দিতে হয়েছে বলে বিহারে কর্মহীনতা নিয়ে, বলা বাহুল্য, তাঁরা হতাশ। আর, রাজ্যে এই কাজের অভাবটাই গদির স্বপ্ন বুনতে থাকা বিরোধী নেতা তেজস্বীর অস্ত্র। অন্যদিকে নীতীশের ভরসা, পরিযায়ী মহিলা ও পরিবার, যারা এনডিএ-র জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির পক্ষে রায় দিতে পারে।

চলতি বছরের অগাস্টে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'সি-ভোটার'-এর করা জনমত সমীক্ষা আভাস দিয়েছে, এনডিএ পাবে ৪২ থেকে ৪৮ শতাংশ ভোট। 'ইন্ডিয়া' ব্লকের ঝুলিতে আসবে ৩৭ থেকে ৪১ শতাংশ এবং প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরয' পাবে ১১ থেকে ১২ শতাংশ ভোট। পরিযায়ীরা ২০ থেকে ৩০টি আসনের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে, বিশেষ করে মাধেপুরা ও পূর্ণিয়ার মতো পরিযায়ী অধ্যুষিত জেলায়।

পরিযায়ী ভোটের প্রভাব রাতকে দিন করতে পারে, দিনকে রাত। স্বভাবিকভাবেই এই তথ্য নিয়ে সংবাদমাধ্যম বা বিশেষজ্ঞদের অনেক আগে থেকে মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরাই, ঘরে যাঁদের আগুন লাগতে পারে। দীর্ঘ পাঁচ বছর গদি কেবল স্বপ্ন হয়েই থেকে যেতে পারে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে শরিক প্রত্যেকটি প্রথম সারির দল অতএব পরিযায়ীদের বুকে টানতে নিবিড় পরিকল্পনা নিয়ে ঝাঁপিয়েছে। যার সংগঠন যত গোছানো তাদের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সেটা সফল করার প্রচারাভিযানও ততটাই সুচারু। এবং এই পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে আশঙ্কার কথা বিভিন্ন দল প্রাথমিকভাবে মাথায় রেখেছে, সেটা হল, পরিযায়ী-ব্যালটের ক্ষমতা আছে বিহারের চিরাচরিত জাতপাতনির্ভর ভোটের হিসেবনিকেশ তছনছ করে দেওয়ার।

সেই জুলাই মাসেই এনডিএ অর্থাৎ, বিজেপি-জেডি(ইউ) জোট 'মাইগ্রান্ট ভোটার আউটরিচ' প্ল্যান বা পরিযায়ী ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করে ফেলে। দলের জাতীয় পর্যায়ের নেতা তরুণ চুঘ এবং দুষ্মন্ত গৌতমকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৫০ সদস্যের টাস্ক ফোর্স-এর মাধ্যমে তিন কোটি ভোটারকে দলে টানতে। সে প্রয়োজনে সমাজমাধ্যমের ও ফোনের অত্যন্ত সক্রিয় ব্যবহার শুরু হয়। শুরু হয় জনহিতকর কাজকর্ম এবং চাকরি থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বিলি। শুরু হয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে পরিযায়ীদের নিয়ে আসার প্রস্তুতি, এমনকি ছুটির বন্দোবস্ত করা।

গোটা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বিহারের। সেই সংখ্যাটা তিন কোটি ছুঁয়েছে, এবং ভোটের বাজারে সেই সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা তেজস্বী যাদব থেকে নীতীশ কুমারদের নখদর্পণে। ২০২০ সালে, কোভিডের জেরে মাত্র ৩০ লক্ষ পরিযায়ী ব্যালট বাক্সের টানে দেহাতমুখী হন। সেই সংখ্যাটাও বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনি লড়াই হাড্ডাহাড্ডি করে ছেড়েছিল। রাজ্যের রাজা গড়ার পাঁচসালা খেলায় এবারও বিশেষজ্ঞরা তেমনই কাহিনীর আঁচ পাচ্ছেন।

আরজেডি-কংগ্রেসের জোটের পাল্লা ভারী করতে পরিযায়ীদের যন্ত্রণা, বঞ্চনা নিয়ে এবং তাঁদের জন্য পোস্টাল ব্যালট-বিধি সংস্কারের দাবিতে অগাস্টেই রাহুল গান্ধি 'যাত্রা' করেছিলেন। ক্ষমতায় এলে কর্মসংস্থানের বন্যা বইয়ে দেওয়ার দাবির পাশাপাশি তেজস্বী যাদব ২৬ লক্ষ পরিযায়ী ভোটারকে এসআইআর-এর রাস্তায় বাতিল করার অভিযোগে সওয়ার হয়েছেন। শপথ নিয়েছেন তাঁদের ভোটাধিকার ফেরানোর। অন্যদিকে প্রশান্ত কিশোর এনডিএ এবং ইন্ডিয়া-য় বীতশ্রদ্ধ শিক্ষিত পরিযায়ীদের তাঁর দলের লক্ষ্যবস্তু করেছেন। তাঁর অস্ত্র বিহারের দুর্নীতিমুক্তি এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বিভিন্ন পক্ষের এত আদর, এত প্রতিশ্রুতিতেও চিঁড়ে ভেজা অতটা সহজ নাও হতে পারে। ভোটার লিস্টে পরিযায়ীদের নাম সুনিশ্চিত করা থেকে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁদের নিয়ে এসে বুথের লাইনে দাঁড় করানো, কাজটা প্রায় পাহাড়প্রমাণ। গোদের ওপর এসএইআর নামক বিষফোড়ার জ্বালা।

প্রণয় রায়ের মতো পোড়খাওয়া মস্তিষ্কও বলছেন, জাতপাতনির্ভর (যাদব-মুসলিম জোটের) ভোট বা মহিলাদের মতিগতির মতো পরিযায়ী তত্ত্বও এক অজানা তাস। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ বলছে, পরিযায়ীদের ভোটের ৬০-৭০ শতাংশ জমা পড়লে মহিলা ও উচ্চবর্ণের ভোট যোগ করে এবং জন সূরয-এর কাছে যুব ভোট হারিয়ে এনডিএ-র আসন বেড়ে দাঁড়াবে ১১৯-১৩০। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১২২। উলটো দিকে, পরিযায়ীরা বুথমুখী না হলে বা এসআইআর-এর কোপ পড়লে লাভ হতে পারে 'ইন্ডিয়া' জোটের। সেক্ষেত্রে এনডিএ কোনওমতে জিতবে। মোটের ওপর, পরিস্থিতির বিচারে বিহারে পরিযায়ী ভোট কেবল এক বড় নির্ণায়ক নয়, রাজ্যের অর্থনীতির সঙ্গে ভোটের অঙ্ক মেশানো অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সমীকরণ। যে সমীকরণের গতিবিধি ১৪ নভেম্বরের আগে বোঝা বেশ জটিল।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সমাজকর্মী ভগিনী নিবেদিতা।

২০০২

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বনামধন্য কবি অন্নদাশঙ্কর রায়।

আলোচিত

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল নির্বাচনের কাজে প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহ নিশ্চিত করেন। এই **কর্মীরা** নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি করে থাকেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দায়বদ্ধতার কথা জানে এবং পালন করবে।

- জ্ঞানেশ কুমার

ভাইরাল/১

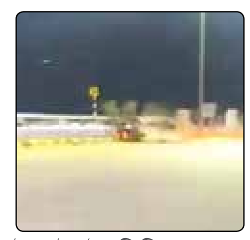

বাইক স্টান্টের ভিডিও শেয়ার করতেন ২২ বছরের বিটেক পড়ুয়া। হিমাচলের কিরাতপুর-মানালি হাইওয়েতে বাইক নিয়ে স্টান্ট দেখাচ্ছিলেন। বাইকটি রাস্তায় স্লিপ করে দ্রুতগতিতে ফুটপাথে ধাক্কা মারে। তরুণের মৃত্যু।

ভাইরাল/২

কানাডায় ভারতীয়দের প্রতি অসন্তোষ বাড়ছে। ওকভিলে ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়েছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ তরুণ। সেখানে কর্মরত এক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে তাঁর তুমুল তর্কাতর্কি হয়। তরুণ বলেন, 'তুমি ভারতীয়, তোমার দেশে ফিরে যাও।' ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

স্বাস্থ্য পরিষেবায় গলদে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে

আজকের দিনে অসুস্থতা মানেই শুধু শারীরিক কষ্ট নয়, সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আর্থিক ও মানসিক দুশ্চিন্তা। একজন মানুষ অসুস্থ হলে পরিবারের প্রথম ভাবনা হয়, চিকিৎসার খরচ কেমন হবে? হাসপাতাল বা প্রাইভেট নার্সিংহোমের বিলের চাপ আজ মধ্যবিত্ত পরিবারকে অসহায় করে তুলেছে। মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন এমন এক বিলাসে পরিণত হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি দেশে প্রতি ১০০০ জনের জন্য একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। সে তুলনায় ভারতে প্রতি ৮৩৪ জনের জন্য একজন ডাক্তার রয়েছেন অর্থাৎ সংখ্যায় ঘাটতি নেই। কিন্তু তবুও দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা চিন্তার কারণ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাফিয়ারাজ, দালালচক্র ও ভুয়ো চিকিৎসা আজ এক গভীর বাস্তবতা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বছরে যে সংখ্যক অপারেশন হয়, তার প্রায় ৪৪ শতাংশই ভুয়ো। ভুয়ো ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় টেস্ট, এমনকি মৃত রোগীর চিকিৎসা- এসব এখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

বিশেষ করে প্রাইভেট নার্সিংহোমে ব্যবসায়িক মনোভাব এতটাই প্রকট যে, সেখানে রোগীর জীবনের চেয়ে অর্থ উপার্জনই যেন প্রধান লক্ষ্য। অকারণ টেস্ট ও অপারেশনের চাপ, অতি ব্যয়বহুল বিল, আর দালালদের দৌরাত্ম্য- এসবই সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। প্রতিবছর প্রায় ৮ থেকে ৯ শতাংশ ভারতীয় পরিবার চিকিৎসার খরচ বহন করতে না পেরে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালেও অব্যবস্থা, বেডের অভাব, অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়া এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ক্রমে বেড়ে চলেছে। ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে প্রাইভেট পরিষেবার দিকে ঝুঁকছেন, আর সেই সুযোগে দালালরাজ আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এখনই প্রয়োজন সরকার ও প্রশাসনের দৃঢ় পদক্ষেপ। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যবসা থেকে মুক্ত করে মানবিক ও ন্যায্য পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারি হাসপাতালগুলির অবকাঠামো উন্নত করতে হবে এবং ভুয়ো চিকিৎসা রোধে কড়া নজরদারি চালাতে হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকার, বিলাসবস্তু নয়। তাই দরকার সৎ উদ্যোগ, জবাবদিহি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে চিকিৎসার জগতে আস্থা, সেবা ও নৈতিকতা ফের ফিরিয়ে আনা যায়।

রেনেসাঁ মৌলিক, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

গভীরে লুকিয়ে এক অনন্য জীবনদর্শন

ছট মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান শেখায়, পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার পাঠ পড়ায়। দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

সুব্রত পাল

প্রকৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের সংলগ্নতা- ছট মহাপর্বের গভীরে লুকিয়ে আছে এক অনন্য জীবনদর্শন। এটি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উৎসব- সূর্য, জল, বায়ু ও ধরিত্রী এই চার উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এটি মানুষকে শেখায় প্রকৃতির সঙ্গে কীভাবে সহাবস্থান রেখে চলতে হয়, কীভাবে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয়, তাও। ছটপুজোয় ব্যবহৃত উপকরণগুলিও মূলত প্রাকৃতিক- মাটির প্রদীপ, ফল, দুধ, আখ, গম বা চালের তৈরি ঠেকুয়া- সবই পরিবেশবান্ধব ও জীবনের স্বাভাবিকতার প্রতীক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই ব্রত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্যরশ্মি মানবদেহে ভিটামিন-ডি তৈরি করে, যা হাড় ও রক্তের জন্য অপরিহার্য। নির্জলা উপবাস শরীরকে বিষমুক্ত করে, মনকে সংযত করে, আত্মাকে শুদ্ধ করে-যেন এক প্রাকৃতিক ডিটক্সের আধ্যাত্মিক রূপ।

সামাজিক সাম্য ও মানবিক ঐক্যের প্রতীক- ছটপুজোর সবচেয়ে অনন্য দিক হল এর সামাজিক সাম্যবোধ। এখানে কোনও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, জাতি-বর্ণ, ধনী-দরিদ্রের কোনও বিভাজন নেই। সবাই একই জলে দাঁড়িয়ে একই সূর্যকে প্রণাম করে- যা ভারতীয় সমাজে একতার, মানবতার ও সমানাধিকারের বার্তা বহন করে। গ্রামের নারী যেমন এতে অংশ নেন, তেমনি মহানগরের ব্যস্ত কর্মজীবী মানুষও। এই মিলনমেলা ধর্মীয় সীমা ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর মানবিক সমাজচেতনা তৈরি করে।

পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের সেতু- ছট উৎসব পরিবারের বন্ধনকেও দৃঢ় করে। ব্রত পালনকারী নারীর সঙ্গে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যুক্ত থাকেন- পুজোর উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে ঘাটে যাওয়া পর্যন্ত। ঘাটে ছটগান, ঢোলের আওয়াজ, ধূপের গন্ধ ও নদীর জলে সূর্যের প্রতিফলন- সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয় এক অতুলনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ছোটরা শেখে ভক্তি, সংযম ও সহানুভূতি- এই উৎসব তাই এক জীবন্ত বিদ্যালয়ের মতো, যেখানে মানুষ নিজেকে চিনতে শেখে, সমাজকে বুঝতে শেখে।

চিরন্তন আলোর জয়গান- ছট মহাপর্ব আসলে সূর্য, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্গত সম্পর্কের এক উৎসব। এটি শেখায় আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংযম ও কৃতজ্ঞতা। অস্তগামী সূর্যের প্রতি অর্ঘ্য হল জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা- যেখানে মানুষ অতীতের সমস্ত ক্লান্তি, ব্যর্থতা ও অন্ধকারকে প্রণাম জানায়, আর উদীয়মান সূর্যের অর্ঘ্য হল নবজাগরণের প্রতীক- যেখানে নতুন সূর্য নতুন আশার বার্তা বয়ে আনে। তাই বলা যায়, ছট কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আলোর আরাধনা, জীবনের জয়গান, আত্মশুদ্ধির সাধনা। যতদিন সূর্য উদিত হবে, যতদিন মানুষের হৃদয়ে আলোর আকাঙ্ক্ষা থাকবে, ততদিন ছট মহাপর্ব তার চিরন্তন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে- আলোর, বিশ্বাসের ও মানবতার জয়গান হয়ে।

তবে আধুনিক যুগে এই উৎসব কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। নদী ও জলাশয়গুলির দূষণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার, কৃত্রিম আলো-শব্দ দূষণ এবং অনিয়ন্ত্রিত ভিড় এই পবিত্র উৎসবের স্বচ্ছতা নষ্ট করছে। তাই প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব উপায়ে এই ব্রত পালনের- নদী পরিষ্কার রাখা, প্লাস্টিকমুক্ত উপকরণ ব্যবহার করা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতায় ঘাটগুলিকে নিরাপদ রাখা। এইভাবে ব্রতের আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃতির ভারসাম্য দুটোই রক্ষা করা সম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলচরের বাসিন্দা।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৭

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, শত্রুতা অথবা প্রতিযোগিতাও হতে পারে ৩। ঠান্ডা করা ৫। ফুলের কলি বা কুঁড়ি ৬। অবলম্বন, পুঁজি, সংস্থান বা জীবিকা ৭। লক্ষ্মণের বউ ৯। সংখ্যার তথ্যপঞ্জি বা তথ্যভিত্তিক দিক নির্দেশ ১২। মাহাত্ম্য বা গৌরব ১৩। এক রাতের মধ্যে, সকাল হবার উপায় নেই।

উপর-নীচ : ১। উন্মেষ, কোনও ব্যক্তির অসাধারণ সৃজনীশক্তি ২। মৃতদেহ, যে দেহে আর প্রাণ নেই ৩। মাছের ফুলকার ঢাকনা ৪। নাকের নীচে পরার ঝুলন্ত অলংকার ৫। একটি ফল যার সঙ্গে রামায়ণের শবরীর সম্পর্ক আছে ৭। সংখ্যায় কম ৮। বিপদ সংকেত ৯। ফুলের রেণু ১০। বিভীষণের বউ ১১। ঝাঁটা বা সম্মার্জনী।

সমাধান ■ ৪২৭৬

পাশাপাশি : ১। তাড়কা ৪। মউনি ৫। বিপ্র ৭। ইজারা ৮। শতানীক ৯। নেপচুন ১১। আউল ১৩। টালি ১৪। হজমি ১৫। নরুন।

উপর-নীচ : ১। তাউই ২। কামরা ৩। অনির্দেশ ৬। প্রতীক ৯। নেওটা ১০। নরহরি ১১। আমিন ১২। লণ্ঠন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাজিরার নির্দেশ মুখ্যসচিবদের

পথকুকুর মামলায় রুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যগুলির গাফিলতিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ৩ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকতে হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা ও দিল্লি পুরনিগমের মুখ্যসচিবদের হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কারণ এই তিন প্রশাসনই ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁদের আদেশ বাস্তবায়নের হলফনামা জমা দিয়েছে।

এদিনের শুনানিতে বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা ও এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ রাজ্যগুলির প্রতি কড়া ভাষায় মন্তব্য করে বলেন, 'সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও অধিকাংশ রাজ্যই কোনও হলফনামা দেয়নি। অফিসাররা কি খবরের কাগজ পড়েন না বা সোশ্যাল মিডিয়া দেখেন না? বিষয়টি সব সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি নোটিশ না পেলেও উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। এবার ৩ নভেম্বর সবাইকে হাজির থাকতে হবে, প্রয়োজনে আমরা অডিটোরিয়ামে বসে শুনানি করব।' বেঞ্চ আরও

জানায়, যদি কোনও মুখ্যসচিব নির্দিষ্ট তারিখে হাজির না হন, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশুদের ওপর পথকুকুরদের আক্রমণ ও ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই মামলাটি শুনছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই ধরনের ঘটনার ফলে দেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পথকুকুর সমস্যা এখন মানবিক ও প্রশাসনিক সংকটে পরিণত হয়েছে।'

এর আগে ২০২৩ সালের ১১ অগাস্ট, বিচারপতি পারদিওয়ালার বেঞ্চ দিল্লি প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় পথকুকুরদের শেল্টার হোমে পাঠানোর জন্য। সেই নির্দেশ নয়ডা, গুরুগ্রাম ও গাজিয়াবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়। এই নির্দেশ নিয়ে দেশজুড়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়, ফলে পরবর্তী সময়ে বিষয়টি বর্তমান বেঞ্চে স্থানান্তরিত হয়।

পরবর্তীতে ২২ অগাস্ট, তিন বিচারপতির বেঞ্চ ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে জানায়, টিকাকরণ ও বন্ধ্যাত্বকরণের পর র‍্যাবিস আক্রান্ত কুকুর ছাড়া বাকিদের মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে। তবে রাস্তায় নির্বিচারে কুকুরদের খাওয়ানো নিষিদ্ধ। একই সঙ্গে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে পশু জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন কতটা কার্যকর হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে বলা হয়। এনজিও ও আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল।

ছটপুজোয় অর্ঘ্যদান। সোমবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে।

অজি ক্রিকেটারদেরই দোষ : বিজয়বর্গীয়

ভোপাল, ২৭ অক্টোবর : গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের ২ সদস্যের শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দেশে। এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তাঁর মতে, হোটেলরে বাইরে বার হওয়ার আগে ওই মহিলা ক্রিকেটারদের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত ছিল।

এ ধরনের ঘটনা থেকে সবার শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন বিজয়বর্গীয়। তিনি বলেন, 'ক্রিকেটারদের হোটেল থেকে বার হওয়ার আগে নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশকে জানানো উচিত ছিল। কারণ, ওঁদের নিয়ে একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।' ঘটনাটিকে ইন্দোরের লজ্জা বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতা।

একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার

'ওঁরা গেলেন কেন'

মহিলা ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার ইন্দোরে টিম হোটেল থেকে বার হয়ে একটি ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন দলের ২ সদস্য। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক যুবক তাঁদের শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। অস্ট্রেলিয়া দলের তরফে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে অভিযুক্ত আকিলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে বিতর্ক থামেনি। বিদেশি ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। দলের নেতা অরুণ যাদব বলেন, 'ইন্দোরের ঘটনায় স্পষ্ট যে, আমরা অতিথিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছি।' বিজয়বর্গীয়র মন্তব্যের সমালোচনা করে কংগ্রেস নেতা বলেন, 'মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কৈলাস বিজয়বর্গীয় নির্যাতিতাদের দায়ী করেছেন।'

উমরদের মামলায় পুলিশকে ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : দিল্লি হিংসা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ, শরজিল ইমাম সহ একাধিক পড়ুয়া নেতার জামিন মামলায় দিল্লি পুলিশের বিলম্বে ক্ষোভ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, 'জামিনের বিষয়ে পালটা হলফনামা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমরা আপনাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছি।'

দিল্লি পুলিশের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আদালতের কাছে দুই সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন জবাব জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আদালত সেই অনুরোধ খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছে, শুক্রবারই শুনানি হবে এবং তার আগেই জবাব দাখিল করতে হবে। বেঞ্চ মনে করিয়ে দেয়, আগের শুনানিতেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ২৭ অক্টোবর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

আদালত আরও জানতে চায়, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বিচারাধীন অভিযুক্তদের জামিন কি শুধুমাত্র বিচার বিলম্বের ভিত্তিতে দেওয়া যায় কি না, সেই বিষয়ে দিল্লি পুলিশের মতামত কী? এই প্রসঙ্গে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার বলেন, 'যথেষ্ট সময় দেওয়া সত্ত্বেও এখনও যদি প্রস্তুতি না থাকে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।'

উমর খালিদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, অভিযুক্তরা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিনা বিচারে জেলে রয়েছেন। আরেক সিনিয়ার আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'এই মামলার মূল বিষয়ই বিচার প্রক্রিয়ার বিলম্ব। এখন আর দেরি করার সুযোগ নেই।'

দিল্লি হাইকোর্ট এর আগে জামিন খারিজ করে জানিয়েছিল, দিল্লি হিংসায় উমর খালিদ ও শরজিল ইমামের ভূমিকা 'গুরুতর'। তাঁরা এমন বক্তব্য রেখেছিলেন, যা মুসলিম সমাজকে উসকে দিতে পারত। আদালত বলেছিল, 'শুধুমাত্র দীর্ঘ কারাবাস বা বিচার বিলম্বের কারণে জামিন দেওয়া কোনও সাধারণ নিয়ম নয়।'

এখন সুপ্রিম কোর্টের নজর শুক্রবারের শুনানিতে, যেখানে দিল্লি পুলিশের জবাবের ওপরই নির্ভর করবে অভিযুক্তদের পরবর্তী আইনি ভবিষ্যৎ।

জাকিরের জন্য লাল কার্পেট

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর : বিতর্কিত ধর্ম প্রচারক তথা পলাতক ভারতীয় নাগরিক জাকির নায়েককে বাংলাদেশে লাল কার্পেটে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলছে। ২৮ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে জাকির নায়েকের। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ঢাকার হোলি আর্টিসান বেকারিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর জাকির নায়েকের পিস টিভিকে নিষিদ্ধ করেছিল তৎকালীন আওয়ামি লিগ সরকার। হামলায় জড়িত জঙ্গিদের একজন স্বীকার করেছিল জাকির নায়েকের বক্তৃতা তাকে সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর দিনকয়েক বাদেই জাকির নায়েক ভারত থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নেন।

এদিকে ভারতে ঘৃণাত্মক বক্তব্য প্রচার এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ উসকে দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির (বর্তমানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা) বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে। এমন একজনকে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেওয়া ইউনূস সরকারের সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে অবস্থান বদলের ইঙ্গিত।

গত বছর পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন জাকির নায়েক। সেখানেও তাঁকে লাল কার্পেট পেতে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার নেতাদের সঙ্গে দেখা যায়, যাদের মধ্যে ছিল লস্কর কমান্ডার মুজাম্মিল ইকবাল হাশমি, মুহাম্মদ হারিস দার এবং ফয়সাল নাদিম। ৩ জনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করেছে আমেরিকা।

ডিজিটাল গ্রেপ্তারিতে সব রাজ্যকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : দেশজুড়ে বাড়তে থাকা 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'-র ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এই ধরনের সাইবার প্রতারণার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোটিশ পাঠিয়ে কোথায় কতগুলি 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার'-এর এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য ৩ নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। হরিয়ানার আম্বালায় এক প্রৌঢ়াকে আদালতের ভুয়ো নির্দেশ দেখিয়ে ১.০৫ কোটি টাকা হাতানোর ঘটনার পরই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি হাতে নেয় শীর্ষ আদালত।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, অধিকাংশ সাইবার প্রতারণা বিদেশ থেকে পরিচালিত হয়, বিশেষ করে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড থেকে। আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে, এই অপরাধগুলির তদন্তে কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে পদক্ষেপ করা যায়, তার পরিকল্পনা পেশ করতে। প্রয়োজনে বাইরের সাইবার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিষয়ও বিবেচনা করতে বলেছে আদালত।

পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হরিয়ানা থেকে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী ও ৫৩ তম প্রধান বিচারপতি হতে চলেছেন সূর্য কান্ত। বর্তমান প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের পর তিনি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। গাভাই শীর্ষ আদালতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সূর্য কান্তের নাম প্রস্তাব করেছেন। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাম চলে গিয়েছে। এখন শুধু কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষা।

সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি গাভাই ২৩ নভেম্বর

কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব

অবসর নিচ্ছেন। সূর্য কান্ত-ই প্রথম হরিয়ানার সন্তান যিনি ওই পদে বসতে চলেছেন। সূর্য কান্তের জন্ম হরিয়ানার হিসারে ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য আইনের সঙ্গে যুক্ত নন। এদিক থেকে তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। পড়াশোনা শুরু গ্রামের স্কুলে। সূর্য কান্তের আইনের ডিগ্রি ১৯৮৪ সালে মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় (এমডিইউ) থেকে। আইনজীবী হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবনের শুরু হিসারের জেলা আদালতে।

এসেছে শরৎ হিমের পরশ... আমেরিকার কিন্টলা হ্রদ। সোমবার।

ব্রিটেনে ধর্ষিত ভারতীয় তরুণী

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের নৃশংসতম বহিঃপ্রকাশ ঘটল ব্রিটেনে। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে ধর্ষিত এক ভারতীয় তরুণী। অভিযুক্ত একজন শ্বেতাঙ্গ তরুণ। শনিবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এটিকে বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব প্রসূত ঘটনা বলে স্বীকার করে নিয়েছে ব্রিটিশ পুলিশ। ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মহিলাকে একটি রাস্তার মাঝে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। তাঁর পোশাক ছিঁড়ে গিয়েছিল। কথাবার্তাও অসংলগ্ন। তরুণীকে উদ্ধার করার পর জানা যায়, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্তের ছবি প্রকাশ করেছে পুলিশ। তাকে গ্রেপ্তার করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। তরুণী ভারতীয় শিখ বলে ব্রিটেনের শিখ ফেডারেশন জানিয়েছে।

বর্ণবিদ্বেষের শিকার

কভেন্ট্রি সাউথের সাংসদ জারা সুলতানা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'শনিবার, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে পঞ্জাবি বংশোদ্ভূত এক তরুণীকে বর্ণবিদ্বেষের জেরে ধর্ষণ করা হয়েছে। গত মাসে ওল্ডবারিতেও একজন শিখ মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল বর্ণবিদ্বেষের কারণেই।'

'জামতাড়া' শচীন নেই

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মাত্র পঁচিশেই শেষ জীবন। আত্মঘাতী হলেন নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ 'জামতাড়া ২'-র অভিনেতা ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শচীন চাঁদওয়াড়ে। ২৩ অক্টোবর পুনের ফ্ল্যাট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ধুলের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ২৪ অক্টোবর ভোররাতে মৃত্যু হয় এই প্রতিভাবান অভিনেতার।

আমেরিকায় বন্ধের পথে খাদ্য প্রকল্প

ওয়াশিংটন, ২৭ অক্টোবর : ট্রাম্প জমানায় বেনজির মানবিক সংকটে আমেরিকা। বন্ধ হতে বসেছে দেশের সবচেয়ে বড় খাদ্য সহায়তা প্রকল্প সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (এসএনএপি)। সোমবার একথা জানিয়েছে মার্কিন কৃষি সচিব ব্রুক রলিন্স। খাদ্য সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন আমেরিকার ৪ কোটি মানুষ। অর্থাৎ প্রতি ৮ জন মার্কিন নাগরিকের অন্তত একজন এই প্রকল্পের উপভোক্তা। এর মাধ্যমে পরিবার পিছু খাদ্যে ভরতুকি বাবদ ৭১৫ ডলার পর্যন্ত দেওয়া হয়। এমন একটি প্রকল্প বন্ধ হলে গোটা আমেরিকায় আর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কৃষিমন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক অচলাবস্থার (শাটডাউন) কারণে খাদ্য সহায়তা প্রকল্পের বরাদ্দ তলানিতে ঠেকেছে। সবদিক খতিয়ে দেখে নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। চলতি অবস্থার জন্য বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করা হয়েছে বিবৃতিতে। ডেমোক্র্যাটরা অবশ্য প্রকল্প বন্ধের দায় নিতে রাজি নয়। তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ ট্রাম্প সরকার। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা শাটডাউনের কারণে প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা না গেলে জরুরি তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডেমোক্র্যাট পার্টির কংগ্রেস সদস্য রোজা ডিলাউরো ও অ্যাঞ্জি ক্রেগ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে এত নিষ্ঠুর ও বেআইনি কাজ করেনি।' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিরোধীদের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন।

রুবিওর আশ্বাস

কুয়ালালামপুর, ২৭ অক্টোবর : ট্রাম্প সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায়, কিন্তু ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। মার্কিন বিদেশসচির মার্কো রুবিও একথা স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন, আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ভারতের কাছে উদ্বেগের বটে। কিন্তু রুবিও বিশ্বাস করেন ভারত 'পরিণত মন' ও 'বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীতে' বিষয়টি দেখবে।

আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দেওয়া উপলক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাতার যাওয়ার পথে রুবিও সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বাড়ানোর সুযোগ দেখতে পাচ্ছি।' তিনি বলেছেন, 'দেখুন যাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, এমন বহু দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আছে। এটাই বাস্তববাদ।'

ভারতের ৭ রাজ্য বাংলাদেশে!

পাক সেনাকর্তাকে 'কাল্পনিক মানচিত্র'

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর থেকে ভারত বিরোধী কাজকর্মে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর সঙ্গে যোগ্য সংগত করেছে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা ও রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ। যাদের পিছনে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের মানচিত্রটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যেন মনে হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য বাংলাদেশের অংশ। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা বহু দিন ধরেই এই রাজ্যগুলিকে তাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করার হুমকি দিচ্ছে। কিছুদিন আগে চিনে

মদত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জার সঙ্গে ঢাকায় নিজের সরকারি বাসভবনে বৈঠক করেন ইউনূস। সেখানে পাক সেনাকর্তার হাতে উপহার হিসাবে তুলে দেন 'আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ' নামে একটি বই। সেই বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

প্রচ্ছদের ছবিতে ভারত-বাংলাদেশের মানচিত্রকে বিকৃতভাবে গিয়েও ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন ইউনূস। বঙ্গোপসাগরকে বাংলাদেশের এলাকা বলে দাবি করেছিলেন। এবার পাকিস্তানের সেনাকর্তাকে তাঁর কাল্পনিক বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা বই উপহার দেওয়ার ঘটনাকে মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না কূটনৈতিক মহল। বিষয়টি ভারতকে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা বলেই মনে করা হচ্ছে।

সাতারা'র ধর্ষণে ময়নাতদন্তে দেরি

পুনে, ২৭ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের সাতারায় তরুণী চিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনার জট যেন খুলছেই না। নানা অভিযোগ সামনে আসছে। প্রতিদিনই তদন্ত নতুন দিকে বাঁক নিচ্ছে। সোমবার মৃতার পরিবার তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে।

শুধু তা-ই নয়, পরিবারের অজান্তেই দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন, ঘটনায় পুলিশ অফিসার জড়িত বলেই কি তদন্তে ঢিলেমি?

মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ, 'আমাদের অনুপস্থিতিতেই বাড়ি থেকে দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উচিত ছিল পরিবারের লোকের সামনে সবটা করা। কিন্তু তা করেনি। এমনকি সকাল ৬টা পর্যন্ত তাঁর ময়নাতদন্ত করার জন্য কেউ ছিলেন না।' তিনি জানান, রাজ্য পুলিশের তদন্তের ওপর ভরসা

অভিযোগ পরিবারের

নেই পরিবারের। ভাইয়ের দাবি, অন্য রাজ্যের কোনও মহিলা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত হোক! তাঁর আশঙ্কা, অভিযুক্ত সহকর্মীকে বাঁচাতে তদন্তে প্রভাব খাটাচ্ছে পুলিশ।

এফডিআইয়ের সীমা বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) সীমা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। বর্তমানে এই সীমা ২০ শতাংশ। অর্থমন্ত্রক ও রিজার্ভ ব্যাংকের মধ্যে এই প্রস্তাব নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে আলোচনা চলছে, যদিও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সরকারি সূত্রে খবর, এতে বিদেশি মূলধন আকর্ষণ ও ব্যাংকগুলির আর্থিক ভিত্তি মজবুত করার সুযোগ তৈরি হবে।

ভুয়ো চাকরিতে সাড়ে ৩৭ লক্ষ

জয়পুর, ২৭ অক্টোবর : চাকরি নেই। অফিসেও যেতে হয় না। কিন্তু 'বেতনে' কোনও ছেদ নেই। মাস গেলে মোটা টাকা নিয়মিতই ঢুকে যাচ্ছিল তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এমনই অবিশ্বাস্য দুর্নীতির খবর মিলল মরুরাজ্য রাজস্থান থেকে। রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা প্রদ্যুম্ন দীক্ষিত স্ত্রী পুনমের নামে দু'টি বেসরকারি সংস্থায় ভুয়ো চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। পুনম একদিনও অফিসে না গিয়েই দু'বছর টানা বেতন তুলেছেন, অঙ্কের হিসাবে প্রায় ৩৭.৫৪ লক্ষ টাকা! অভিযোগ, প্রদ্যুম্ন ওরিয়নপ্রো সলিউশনস ও ট্রিজেন সফটওয়্যার লিমিটেড নামে দুই সংস্থাকে সরকারি টেন্ডার পাইয়ে দেন। আর তার বিনিময়ে নিজের স্ত্রীকে কর্মী ও ফ্রিল্যান্সার হিসাবে দেখিয়ে মাইনে পাওয়ার ব্যবস্থাও করেন। রাজস্থান হাইকোর্টে মামলা দায়েরের পর দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি) তদন্তে নামে। তারা জানায়, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুনমের পাঁচটি ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকার লেনদেন হয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর, স্বামীর অনুমোদনেই জমা পড়েছে তাঁর 'ভুয়ো উপস্থিতির' রিপোর্ট! তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, এই ভুয়ো বেতন এবং সরকারি টেন্ডারের মধ্যে ঠিক কী যোগসূত্র রয়েছে।

অভিযুক্ত প্রদ্যুম্ন ও পুনম।

'গোরেহাব্বা' নিয়ে কটু মশকরা

বেঙ্গালুরু, ২৭ অক্টোবর : কর্ণাটকের গুমতাপুরা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী 'গোরেহাব্বা' উৎসবকে কটাক্ষ করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন ইউটিউবার টাইলার অলিভেরা। দেওয়ালির পরের দিন পালিত এই উৎসবে গোবর ছুড়ে আনন্দ করেন গ্রামের মানুষ। স্থানীয়দের বিশ্বাস, দেবতা বীরেশ্বর স্বামীর জন্ম গোবর থেকেই। তাই উৎসবটি শুদ্ধতার প্রতীক।

অভিযোগ, অলিভেরা তাঁর ভিডিওতে উৎসবটিকে 'ভারতের গোবর ছোড়ার উৎসব' বলে উপহাস করেন। শুধু তা-ই নয়, এই বিষয়ে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, 'গোবর ছোড়ার উৎসবে গিয়ে খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হল। জঘন্য ব্যাপার। জীবনে এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। আর কখনও ওখানে যাব না। আপনারা প্রার্থনা করুন, যেন আমি বেঁচেবর্তে থাকি।'

টাইলারের চ্যানেলের ফলোয়ার সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও বেশি। গোরেহাব্বা

বিতর্কে মার্কিন ইউটিউবার

উৎসবে অংশগ্রহণ করার পর তা নিয়ে একটি টিজার ক্লিপ প্রকাশ করেন ওই ইউটিউবার। যার শিরোনাম ছিল, 'ইনসাইড ইন্ডিয়াজ পুপ-থ্রোয়িং ফেস্টিভ্যাল'।

ভিডিওটি প্রকাশের পরই ভারতীয় সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। বহু ব্যবহারকারী অসন্তোষ জানিয়ে যা লেখেন তার সার কথা, ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদ্রুপ করার সাহস পান কোথা থেকে ওই মার্কিন ইউটিউবার! তিনি ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্মকথা না বুঝেই মশকরা করেছেন তা নিয়ে। এতে তাঁর মূর্খতাই প্রকাশ পেয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের উৎসব ও সংস্কৃতিকে হালকা হাসিঠাট্টার উপকরণ হিসাবে তুলে ধরা পশ্চিমী

কনটেন্ট নির্মাতাদের দীর্ঘদিনের প্রবণতা। এতে শুধু ভুল ধারণাই তৈরি হয় না, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতারও অবমাননা ঘটে।

হিটের আশায় সলমনের গোবিন্দা শরণম

হিট নেই হিট চাই। তাই সলমন খানের নতুন রণনীতি। তার জন্যই কি গোবিন্দা শরণে? গোবিন্দার সঙ্গে গাঁটছড়ার প্ল্যান? লেখায় শবরী চক্রবর্তী

সলমন খান কি আবার গোবিন্দার সঙ্গে ছবি করবেন? তাহলে সেই পার্টনার আসছে? ব্যাটল অফ গালওয়ান-এর কী হল?

চিরকালই সলমন খান অন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে এসেছেন। সে নতুন কিংবা তেমন নামি নয়, এমন নায়িকা হোক বা পড়তি দশা নায়ক।তাঁদের ডুবতে থাকা কেরিয়ারের নৌকোকেও পাড়ে লাগিয়েছেন। তেমনই একজন গোবিন্দা। সেই পার্টনার ছবির কথা মনে আছে? লাভগুরু হয়েছিলেন সলমন, তার শাকরেদ গোবিন্দা—তাঁকে প্রেম কী করে করতে হয়, শেখানোর ভার নিয়েছিলেন সলমন। সে ছবি বেশ হিট হয়েছিল। কমেডিতে গোবিন্দা এনিতেই সিদ্ধহস্ত, তার ওপর সলমন, ক্যাটরিনা, লারা দত্ত—জমে গিয়েছিল বিষয়টা।

ছবি চলল, সলমন ক্রমশ ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। গোবিন্দা অবশ্য আরও তলানিতে ঠেকলেন, তাঁর একই ধরনের কমেডি তেমন গুরুত্ব পেল না। এরপর তাঁকে আর প্রায়ই দেখা গেল না। আবার সলমনও এতদিন পর হোঁচট খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই। সমসাময়িক এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী (যতই মুখে বন্ধুত্বের বড়াই করুন বা শাহরুখ বলুন, সলমনের ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি, প্রতিযোগিতা আছেই)শাহরুখ পরপর হিট দিচ্ছেন। সেসব অ্যাকশন ফিল্ম, এতদিন যে অস্ত্রে যুদ্ধ জিতেছেন সলমন। এই ৫৯ বছর বয়সে শাহরুখ সেই অস্ত্রেই দর্শককে ঘায়েল করছেন।কিন্তু সলমনের অন্য ছবি তো বটেই, যশ রাজ ফিল্মসের টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজির টাইগার ৩ অবধি ভালো চলেনি। ৪০০ কোটির ছবি ২০০ কোটি তুলতে হিমশিম খেয়েছে, তাও সিনেমা হল থেকে কতটা, আর নানা রাইটস বিক্রি করে কতটা—তার হিসেব নেই। এদিকে দক্ষিণের ছবি পরপর হিট করছে, প্যান-ইন্ডিয়া বলে একটা মডেলই তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই দক্ষিণী পরিচলক এ পি মুরুগাদোসের সঙ্গে করলেন সিকান্দর, সঙ্গে হাঁটুর বয়সী নায়িকা রশ্মিকা মানডানা—তাও চলল না। গল্পটায় দম ছিল। মৃত স্ত্রীর শরীরের অঙ্গ অন্য শরীরে প্রতিস্থাপন করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা, পরোক্ষে। চলল না। চলার কথাও নয়। এরকম নরম, স্নিগ্ধ প্রেমিকের মতো সলমনকে আর দেখতে নেই।

তাই বেছে, রীতিমতো অঙ্ক কষে ছবি বাছছেন সলমন। ব্যাটল অফ গালওয়ানে বীর ভারতীয় সেনার ভূমিকায় আসছেন তিনি। গালওয়ানে চিন-ভারতীয় সেনাদের হাতাহাতি নিয়ে নির্মীয়মান এই ছবি।

এর মধ্যে এল গোবিন্দার সঙ্গে তাঁর ছবি করার খবর। বিগ বস ১৯-এ গোবিন্দা-পত্নী সুনীতাকে তিনি বলেছেন গোবিন্দার সঙ্গে কাজ করবেন। তাঁর এই কথায়, আলোচনা শুরু। এই ছবি নিশ্চয় পার্টনার ২ হবে।

এখন প্রশ্ন কোনটা আগে ব্যাটল না পার্টনার ২। এখন একটি হিট ভীষণ দরকার সলমনের। অন্য নায়করা যতই থাকুন বা হিট দিন, এই তিন খানের লড়াইটা বরাবরই অন্যরকম এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যেই হয়েছে। এর মধ্যে আমির খান একটু আলাদা ছবি করেন সেই লগান-এর পর থেকেই। তাই বক্স অফিস, স্টারডম, যশ রাজ ফিল্মস, ডিজিটাল রাইট বিক্রি, ব্লক বুকিং, এসবকে তিনি অন্যভাবে দেখেন। ছবি বিক্রি, প্রচার, সবেতেই তাঁর মস্তিষ্ক অন্য খাতে বয়। হালে ইউ টিউবে সিতারে জমিন পর ছবির বিক্রির স্টাইল দেখে অনেকেরই চোখ কপালে, ওটিটিতে ছবি বিক্রির আগে ভাবতে হবে এদিকটা—এভাবেও অনেকে ভাবছেন।

কিন্তু সলমন সেদিক মাড়ান না, শাহরুখও নয়। তাঁদের চেনা ছকের ব্যবসা। সেখানে হিট দরকার। তাই এখন গোবিন্দাক নিয়ে একটা হিট দিতে পারলে সলমনীয়-মডেল আবার নড়েচড়ে বসবে। গোবিন্দারও কিছুটা উপকার হয়তো হবে। নায়ক হিসেবে কী করতে পারবেন, প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে শোনা যচ্ছে, তিনি একটি অন্য রকমের রিয়েলিটি শো নিয়ে আসছেন, তাতে তাঁর এই হিট কাজ দেবে নিঃসন্দেহে। ব্যাটল অফ গালওয়ান-এর মতো সামান্য হলেও এক্সপেরিমেন্টাল ছবির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে এত ফ্লপের পর সলমন ভাবতেই পারেন। তাঁকে ভরতীয় সেনার ভূমিকায় দর্শক কতটা নেবে, সেটাও প্রশ্ন—দেশবিরোধী মন্তব্য তিনি কম করেননি। এখন দেশের চরিত্র বদলেছে। তারা কতটা সলমনের জন্য সব ভুলবে, তাও ভাবতে হবে।

সলমন তা জনেন। তাই সেফ খেলতে চান। সেই কারণে এই নতুন ভাবনা। কোনও কিছু আনুষ্ঠনিকভাবে কেউ জানায়নি এখনও। তবে ঠেকায় পড়লে গোবিন্দের চরণে আশ্রয় তো তিনি নিতেই পারেন!

আরিয়ানের পরিচালনায় মুগ্ধ থারুর

কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান পরিচালিত সিরিজ ব্যাডস অফ বলিউড দেখে মুগ্ধ। একে ‘ওটিটি গোল্ড’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেভাবেই তিনি তাঁর ইন্সটায় পোস্টও করেছেন। তাঁর পোস্টে আছে, ‘সর্দি-জ্বরে ভুগে দু দিন সব কাজকর্ম বন্ধ রেখেছলাম। আমার বোন স্মিতা থারুর আমাকে কম্পিউটার থেকে কিছুক্ষণের জন্য চোখ সরিয়ে নেটফ্লিক্সে চোখ রাখতে বলে। যা দেখলাম তা অন্যতম সেরা, এভাবে এতটা উচ্ছ্বসিত নিজেকে অনেকদিন পাইনি, এটা ওটিটির গোল্ড। এইমাত্র আরিয়ান খানের ডিরেক্টোরিয়াল ব্যাডস অফ বলিউড দেখা শেষ করলাম, প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। গল্প লেখা অসাধারণ, পরিচালনা অসাধারণ, স্যাটায়ারের ভঙ্গী অসাধারণ। বলিউডের পিছনের দিককে ধারালো উইট দিয়ে তুলে এনেছ। আমার অভিবাদন গ্রহণ করো। এটা মাস্টারপিস।’ সাত পর্বের এই সিরিজে আসমান সিং নামে এক নবাগত বলিউডে আসে অনেক স্বপ্ন নিয়ে, সঙ্গে তার বন্ধু পারভেজ ও ম্যানেজার সন্যা। পরে সে শিখরে ওঠে। অভিনয়ে লক্ষ্য, রাঘব জুয়েল, সেহের বাম্বা প্রমুখ। নেটফ্লিক্সে সিরিজটি দেখা যাচ্ছে।

ঋতুপর্ণার ছেলে কি সিনেমায়?

প্রসেনজিতের ছেলে অভিনয়ে আসতে পারেন, তেমন ইঙ্গিত প্রসেনজিত নিজেই দিয়েছেন আগেই। তবে কোথায় কোন ছবিতে বা কবে আসবেন, সে বিষয়ে কিছু বলেননি এখনও। তিনি জানিয়েছেন, ছেলের এই বিষয়ে খবর রাখেন না তিনি।

কিন্তু ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর ছেলে যে কী করবেন, সে কথা কোথাও বলেননি ঋতু। ছেলে অঙ্কন এ বছরই আমেরিকার বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। পড়াশোনায় খুবই ভালো। তবে অঙ্কনের পছন্দ নিয়ে এখনও ঋতু কিছুই জানাননি। ছেলে কি মায়ের মতোই অভিনয়ে আসবেন, নাকি বাবার মতো ব্যবসা করবেন, সে বিষয়ে একেবারে চুপ করে আছেন ঋতুপর্ণা।অবশ্য সম্প্রতি ছেলে-মেয়ের ভাইফোঁটার ছবি সামনে এনেছেন ঋতু। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ১৪ বছরের ঋষণা তার দাদা অঙ্কনকে ফোঁটা দিচ্ছে। সেই পোস্টে অঙ্কনের ছবি দেখে নেটিজেনরা তো অবাক। অনেকেই দাবি তুলেছেন, ছেলেকে সিনেমায় আনা হোক। যদিও মা নিজে এখনও নীরব।

এক ফ্রেমে জ্যাকি, হৃত্বিক

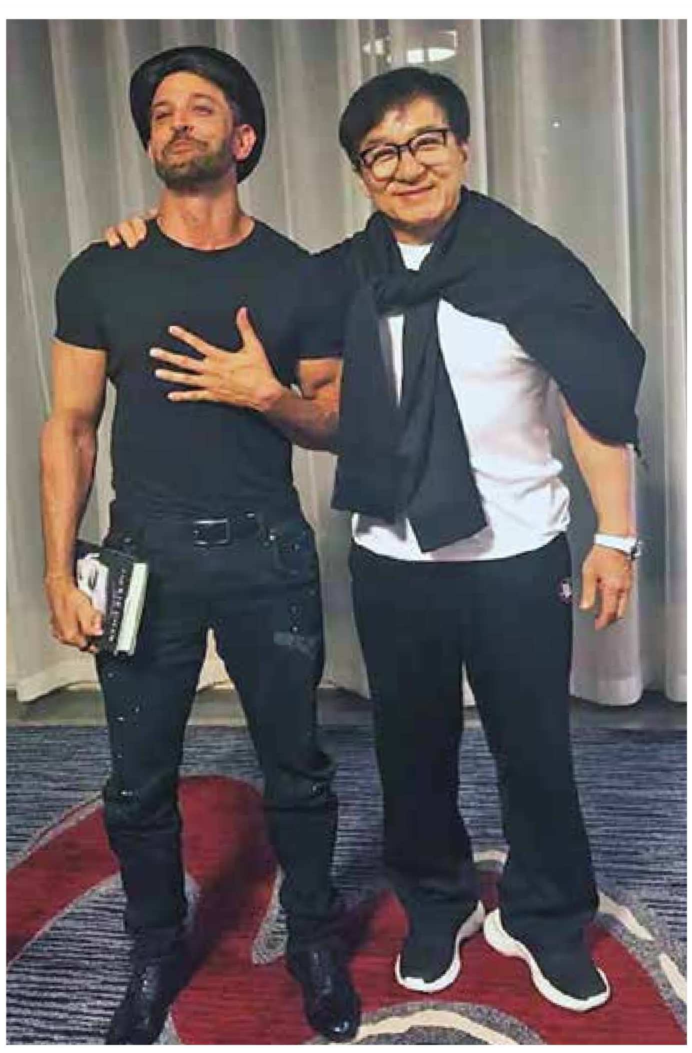

এক ফ্রেমে ধরা পড়লেন জ্যাকি চ্যান ও হৃতিক রোশন। প্রবাদপ্রতিম অ্যাকশন স্টার জ্যাকি চ্যানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হৃতিক রোশনের। আর সেই মুহূর্তকে একফ্রেমে শেয়ার করলেন অনুরাগীদের সঙ্গে। দুজনে একসঙ্গে একমুখ হাসি নিয়ে ছবি তুলেছেন। সাদা টুপি, সাদা জেনিমের জ্যাকেট, সাদা টি শার্ট ও জুতোয় স্টাইলিশ হৃতিকের পাশে কালো টি শার্ট, প্যান্ট আর কালো টুপিতে উজ্জ্বল জ্যাকি, সঙ্গে চশমা এবং তাঁর সিগনেচার স্টাইলের সেই হাসি—নেটে এখন দুই তারকার ছবি ভাসছে। হৃতিকও জ্যাকির সঙ্গে দেখা করে, ছবি তুলে যে মুগ্ধ, তা জানিয়েছেন ক্যাপশনে। তাঁর কথায়, জ্যাকি তাঁর অনুপ্রেরণা, বিশেষ করে অ্যাকশন আর স্টান্ট পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে। এর আগে হৃতিক ২০১৯ সালে কাবিল ছবির প্রিমিয়ারের সময় চিনে জ্যাকির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন বলেছিলেন, এটি তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতা। এখন হৃতিক প্রাইম ভিডিওর সঙ্গে স্টর্ম নামের একটি সিরিজ বানাচ্ছেন। অভিনয়ে সাবা আজাদ, আল্যায়া এফ প্রমুখ। বড়পর্দায় তিনি শেষ এসেছেন ওয়ার ২ ছবিতে।

নতুন মাধবন

দে দে পেয়ার দে ২ ছবিতে নায়িকা রকুল প্রীত সিংয়ের বাবার ভূমিকায় মাধবন। অর্থাৎ আর মাধবনের অভিনয়জীবনে চরিত্র নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছেই। তাঁর আগামী ছবি জি ডি এন-এ তাঁর নতুন ‘লুক’ পোস্ট করেছেন ইন্সটায়। ছবিতে গোপালস্বামী দোরাইস্বামী নাইডু ওরফে এডিসন অফ ইন্ডিয়ার চরিত্রে। দেখা যাচ্ছে, তিনি একটি কারখানায় বসে আছেন ওয়েল্ডিংয়ের যন্ত্রপাতির সামনে, মুখে মাস্ক। ক্যামেরার সামনে তাঁর মুখ আসতেই দেখা গেল বৃদ্ধ নাইডু সাহেবকে, এভাবেই তাঁকে চেনা গিয়েছে চিরকাল। লুক শেয়ারের সঙ্গে মধবন জানিয়েছেন, এ ছবি এক বৈজ্ঞানিকের দূরদৃষ্টি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নপূরণের গল্প। ছবির পরিচালক কৃষ্ণকুমার রামকুমার। মাধবনকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে আপ জ্যায়সা কোই ছবিতে, সঙ্গে ফতিমা সানা শেখ।

একনজরে সেরা ৫

বিচ্ছেদ আসন্ন

টিভির জনপ্রিয় মুখ জয় ভানুশালি ও মাহি বিজের ১৫ বছরের দাম্পত্য শেষ হচ্ছে। শোনা গিয়েছে, তাঁরা বিচ্ছেদের আইনি কাগজপত্রে সাক্ষর করে দিয়েছেন। চলতি বছরের অগাস্টে মেয়ে তারার জন্মদিনের পার্টির ভিডিওতে একসঙ্গে দেখা গেলেও ওঁদের মধ্যে দূরত্বটা বোঝা গিয়েছিল। ভুল বোঝাবুঝি ও মানসিক দূরত্বই ওঁদের বিচ্ছেদের কারণ বলে জানা গিয়েছে।

নভ্যার না

বলিউডে আসবেন? সাংবাদিক বরখা দত্তর এই প্রশ্নের উত্তরে অমিতাভ ও জয়া বচ্চনের নাতনি, শ্বেতা ও নিখিল নন্দার মেয়ে নভ্যা নভেলি নন্দা বলেছেন, ‘আমাকে অভিনয় কখনও টানেনি। আমার মা-বাবা আমাকে শিখিয়েছেন যা ভালোবাসতে পারবে না, করবে না। আমি ট্রাক্টর খুব ভালোবাসি, ব্যবসা ও সমাজসেবার জগতে নাম করতে চাই।

অভিনেতার আত্মহত্যা

জামতাড়া ২। এই ছবির ২৫ বছর বয়সী অভিনেতা শচিন চান্দওয়াড়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ জানা যায়নি। পুনের আইটি সেক্টরের এই ইঞ্জিনিয়ার অভিনয়ের স্বপ্ন পূরণের পথে এগোচ্ছিলেন একাধিক ভাষার ছবি ও সিরিজে অভিনয় করে। ক্রমশ স্বীকৃতিও পাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মারাঠি ছবি অসুরবান মুক্তি পাবে বছরের শেষেই।

নাসির বলেছেন

খান-কুমার-দেবগণদের মধ্যে কার অভিনয় ভালোলাগে? উত্তরে নাসিরুদ্দিন শাহ বলেছেন, অক্ষয় কুমারের অভিনয় ভালো, গডফাদার ছাড়া এই জায়গায় এসেছে, ওকে পছন্দ করি। ও ক্রমশ ভালো অভিনেতা হয়েছে। শাহরুখও নিজের ক্ষমতায় এই জায়গায় এসেছে, তাই ওকে পছন্দ করি, তবে ওর অভিনয় দিনদিন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে।

দেবশ্রীর হেনস্তা

দক্ষিণ কলকাতার একটি বহুতলের বাসিন্দা অদৃজা তাঁর পোষ্যকে নিয়ে আবাসন-চত্বরে ঘোরেন, তাতে বাসিন্দাদের আপত্তি। অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় কুকুরদের নিয়ে কাজ করেন দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশন মারফত। অদৃজা সংস্থার সদস্যা। দেবশ্রী বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলে তাঁকে বলা হয় আপনি জাস্ট একজন অভিনেত্রী, কেন এই বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন?

মমতার ছোঁয়ায় ছটে অন্য মাত্রা

লক্ষ প্রদীপের আলোয় ছটপুজোকে কেন্দ্র করে সোমবার একসুরে মিলে গেল পাটনা আর শিলিগুড়ি। পাটনার পরেই শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বড় ছটপুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। তাই সোমবার মহানন্দার লালমোহন মৌলিক ঘাট ও ১ নম্বর সন্তোষীনগর ঘাটের পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন শিলিগুড়ির এই পুজোর অন্যরকম গুরুত্ব আছে, আলোকপাত করলেন **শমিদীপ দত্ত**

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল পৌনে চারটে। তখন লালমোহন মৌলিক ঘাটমুখী ছটব্রতী ও সাধারণ মানুষ। ঘাটে পৌঁছাতেই জায়েন্ট স্ক্রিনে নজর পড়ল অমর সাহানির। ছটঘাট উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। সামান্য সময়ের যান্ত্রিক বিভ্রাটে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল অমরের। তাঁর গলায় আবেগের সুর, 'এই মুহূর্তটা তো বারবার আসবে না। আমাদের শহরের ছটঘাটের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী করছেন। এর থেকে আবেগঘন দৃশ্য আর কী হতে পারে।'

এয়ারভিউ মোড় থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে সন্তোষীনগর ঘাটেও তখন মুহূর্তটা ক্যামেরাবন্দি করছিলেন পুজো কমিটির সদস্যরা। ১ নম্বর সন্তোষীনগর ঘাট ছটপুজো কমিটির অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের তালিকায় সন্তোষীনগর ঘাটও যুক্ত হয়। এলাকার বাসিন্দা বিজন দাস বলছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ ছটপুজোকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা যেন আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল।'

রবিবার থেকেই নানা রংয়ের প্যান্ডেলে মহানন্দা, বালাসনে লেগেছিল সৌন্দর্যের ছোঁয়া। এদিন বিকেলে পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিটি প্যান্ডেলেই প্রদীপের আলো জ্বলে ওঠার পর সেই সৌন্দর্যও আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

পার্বতী ঘাটে সেই সৌন্দর্য দেখে ঈপ্সিতা দাস, রমেন হালদারকে বলতে শোনা গেল, 'পাহাড়, নদীর সঙ্গেই ছটপুজোর ঘাটের এই সৌন্দর্য মনে গেঁথে রাখার মতো।' শিলিগুড়িতে গণেশপুজো দিয়েই শুরু হয় উৎসবের মরশুম। ছটপুজোয় সেই আবহের কার্যত শেষ হয়। আর এই পুজো শহরে বরাবরই বার্তা নিয়ে আসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির। দেশজুড়ে চলা অসহিষ্ণু পরিবেশের মধ্যেও সেই বার্তা অব্যাহত থাকল ছটপুজোর ঘাটগুলোতে।

গত তিন বছর ধরে গুরুংবস্তি ছটপুজো কমিটির সদস্য বিকাশ রায়ের হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দিয়ে আসছেন গুলনাজ। গুলনাজ বলছিলেন, 'মনে ইচ্ছে হয়, তাই প্রতিবারই দিই।' গুলনাজের কথায় মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল বিকাশের, 'আসলে এই পুজো সকলের জন্য। কোনও ধর্মের নয়। সকলে ভক্তিভরে পুজো করে, আনন্দ করে বলেই আমাদের সবার আনন্দ।' সেই আনন্দের ছবিই এদিন সন্ধ্যার পর নজরে পড়ছিল হরিওম ঘাটে। সন্ধ্যার পর বিহার, উত্তরপ্রদেশের শিল্পীদের নিয়ে ভোজপুরি সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গানের তালেই নেচে উঠেছিলেন মহেশ সাহানি, দিবাকর দাসরা।

হিমালি শহিদনগর ঘাটে এদিন বিকেলে বেনারসের পণ্ডিতদের নিয়ে বিশেষ আরতির আয়োজন করা হয়। হাত জোড় করে সেই দৃশ্য দেখার ফাঁকেই অনীশ সাহা বলছিলেন, 'মঙ্গলবার ভোরে ফের আরতি আছে। এই দৃশ্য কোনওভাবেই মিস করা যাবে না।' আনন্দ-ভক্তি-উৎসবের আবহের ফাঁকেই এদিন উঠল ছটপুজোর প্রসাদ ঠেকুয়ার প্রসঙ্গও। যা শুনে মুখে চওড়া হাসি মেয়র গৌতম দেবের, 'ঠেকুয়া প্রসাদ আমি প্রতিবারই পাই।' লালমোহন মৌলিক ঘাটে মঙ্গলবার ভোরে পুজোর পর থেকেই ঠেকুয়া বিতরণের প্রচার মাইকের মাধ্যমে চলায় মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল আনন্দ, বিরাজদের। আর এসবের মধ্যেই দণ্ডি কেটে ঘাটে পৌঁছে পুজো দেওয়ার পর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো বললেন, 'পুরনিগম নির্বাচনের সময় মানত করেছিলাম। সেই মানত সফল হওয়ায় দণ্ডি কাটলাম। ছট মাইয়া সকলেরই মনস্কামনা পূর্ণ করেন।'

প্রথম অর্ঘ্য।।

মহানন্দায় ছটের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর ও সঞ্জীব সূত্রধর।

স্বর্গীয় সৌন্দর্য

- মহানন্দা, বালাসনে রবিবার থেকেই নানা রংয়ের প্যান্ডেলে লেগেছিল সৌন্দর্যের ছোঁয়া
- সোমবার বিকেলে প্যান্ডেলেই প্রদীপ জ্বলে উঠতেই সেই সৌন্দর্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়
- হিমালি শহিদনগর ঘাটে বিকেলে বেনারসের পণ্ডিতদের নিয়ে বিশেষ আরতি হয়
- মঙ্গলবার ভোরে আরতির অনুষ্ঠানের স্বর্গীয় সৌন্দর্য কোনওভাবেই মিস করতে রাজি নন অনেকে

মূলত হিন্দি বলয়ের মেয়েলি ব্রতকথা ছটপুজো শহর শিলিগুড়িতে বাণিজ্যিক কারণে এখন উৎসবের রূপ নিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এই উৎসবে জৌলুস এবং জাঁকজমক বেড়েছে। আর তার চাপে পড়ে নদী থেকে দূরে সরে গিয়েছেন সাধারণ ছটব্রতীরা, আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**

তোলাবাজি এড়াতে নদীর দূরে পুজো

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : শহরে মহানন্দা নদীতে ছটঘাট বানিয়ে যে তোলাবাজি চলে তা এড়াতে এবং নদী দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে কৃত্রিম ছটঘাট ক্রমশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এবারও শিলিগুড়ির সিধো-কানহো সরণি থেকে শুরু করে প্রধাননগর, লেকটাউন, ডাবগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় ছটঘাট বানিয়ে অনেকেই পুজো করেছেন। ফুল, ঝালর সহ নানা জিনিস দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ঘাটগুলি।

গোয়ালাপট্টিতে গত সাত বছর ধরে কৃত্রিম ঘাট তৈরি করেই পুজো করছে প্রায় সব পরিবার। অজয় প্রসাদের কথায়, 'এই ঘাটেই সুবিধা হয়, আর খরচও কম। এখন তো মহানন্দার ছটঘাটে পুজো মানে অনেক টাকার ব্যাপার। আর আমাদের বানানো ঘাটে তো তেমন কোনও সমস্যা হয় না।' বর্তমানে অনেকেই টাকা সাশ্রয়ের জন্য বা কম খরচে পুজো সারতে কৃত্রিম ছটঘাটেই পুজো করছেন।

করোনার সময় শহরে কৃত্রিম ছটঘাট তৈরি করে পুজো শুরু হয়। সেই সময় অবশ্য সংক্রমণ থেকে বাঁচতে এই উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই পরম্পরা চলছে এখনও। অনেকেই এখন নিজেরাই ঘাট বানিয়ে বাড়ির আশপাশে বা এলাকার কোনও মাঠে বা ফাঁকা জায়গায় পুজো করছেন।

লেকটাউনে এমনই কৃত্রিম ঘাট তৈরি করে পুজো করছে বেশ কয়েকটি পরিবার। প্রকাশ জয়সওয়াল এদিন পুজোর ফাঁকে বলছিলেন, 'আগে তো ঘাটেই যেতাম। এখন আর যাই না। এলাকার সবাই মিলে কৃত্রিম ঘাটেই পুজো করি। এতে যেমন নদী দূষণ কম হয় তেমনি ঘাট খরচের অনেক টাকা বেঁচে যায়।' একই কথা শোনা গেল অনেকের মুখেই।

মূলত হিন্দিবলয়ের এক মেয়েলি ব্রতকথা শহরগুলিতে বাণিজ্যিক কারণে এখন উৎসবের রূপ নিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এই উৎসবে জৌলুস এবং জাঁকজমক বেড়েছে। যাঁরা কৃত্রিম ঘাট বানিয়েছেন তাঁদের প্রস্তুতি চলেছে বেশ কয়েকদিন থেকেই।

চম্পাসারির বাসিন্দা রেণুকা পাসোয়ান বলছিলেন, 'ঘাটে ডালা প্রতি টাকা নেওয়া হয়। এছাড়া সুন্দর করে সাজাতে আরও টাকা লাগে। তাই নিজেরাই ইচ্ছেমতো ঘাট সাজিয়ে পুজো করছি। এতে সবাই নিজের সাধ্যমতো পুজো করছে।'

পাড়ায় অস্থায়ী ঘাটে সন্ধ্যার অর্ঘ্য।

জনপ্রিয় হচ্ছে

- সিধো-কানহো সরণি, প্রধাননগর, লেকটাউন, ডাবগ্রামে অস্থায়ী ছটঘাট বানিয়ে পুজো হচ্ছে
- পাড়ার এই ঘাটগুলিতে যেমন ভিড় ছিল তেমনি উৎসাহও ছিল চোখে পড়ার মতো
- নদী দূষণ এড়াতে এবং ঘাট খরচ বাঁচাতে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে

পাড়ার এই অস্থায়ী ছটঘাটগুলিতে যেমন ভিড় ছিল তেমনি উৎসাহও ছিল চোখে পড়ার মতো।

অগ্নিকাণ্ডেও হুঁশ ফেরেনি আসবাব দোকানিদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : রবিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আগুন লাগার কারণ নিয়ে রহস্য তৈরি হওয়ার পাশাপাশি সারিবদ্ধ দোকানগুলোয় কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না কেন? জোরালো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুধু দার্জিলিং মোড় এলাকা নয়।

শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকাগুলোয় সার দিয়ে থাকা আসবাবের দোকানের একটা বড় অংশেই নেই অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা। বিষয়টা স্বীকার করে নিচ্ছেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায়মুহুরি। সোমবার সমিতির তরফে এ ব্যাপারে আসবাবের দোকান মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। বিপ্লবের বক্তব্য, 'শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় পাঁচশোর বেশি আসবাবের দোকান রয়েছে। এর মধ্যে দার্জিলিং মোড়, স্টেশন ফিডার রোড, শিবমন্দির ও ইস্টার্ন বাইপাস রোডে সারিবদ্ধভাবে কয়েকটি দোকান রয়েছে। কোনও দোকানের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'আসলে এই আসবাবের দোকানগুলোকে এক ছাদের তলায় নিয়ে এসে ফার্নিচার হাব তৈরি করা গেলে ভালো হয়।'

পুরনিগমের ১ নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সহ ব্যবসায়ী সমিতির অন্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে যাবতীয় বিষয় নিয়ে কথা বলবেন মেয়র।'

এদিন স্টেশন ফিডার রোড ও ইস্টার্ন বাইপাসে সার দিয়ে থাকা আসবাবের দোকানের একটিতে ঢুকে প্রশ্ন করা হল, 'অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা আছে কি না?' অবশ্য কোনও উত্তর দিতে পারেননি দোকানের কর্মী অজয় রায়। এক পরিস্থিতি স্টেশন ফিডার রোডে আসবাবের দোকানেও। মনোজিৎ দাস নামের এক আসবাবের দোকানের মালিক বলেন, 'আসলে এ ব্যাপারটা সেরকমভাবে ভাবিনি।' কিন্তু কাঠ-বেতের মতো দাহ্যপদার্থের তৈরি আসবাবের ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা রাখা তো বিশেষ প্রয়োজন! বলছিলেন, দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন পোকাইজোতের বাসিন্দা বিরাজ দাস। তিনি বলেন, 'আসবাবের দোকানে তারপিন, রঙের জিনিসের ব্যবহার হয়। আগুন লাগলে রক্ষে না থাকাই তো স্বাভাবিক।' এমনকি, দার্জিলিং মোড়ের ছাপ্পান্নটি দোকান আগে পুরোপুরি কাঠের তৈরি ছিল। এখন টিন দিয়ে দোকানগুলো ঘেরার কারণে রবিবার রাতে ক্ষতি কয়েকগুণ কম হয়েছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। বিপ্লবের কথায়, 'এটা অবশ্যই ভাবনার বিষয়। আমরা সংগঠনগতভাবে পুরো বিষয়টা দেখছি।'

দার্জিলিং মোড়ে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি : সূত্রধর

পথে আটকে ছটব্রতীরা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভিড়ের মধ্যে নেতা ও সরকারি কর্তাদের লালমোহন মৌলিক ঘাটে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়তে দেখা যায়। আর রাস্তার ওপরে পার্কিংয়ের জেরে দমবন্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হয় সেবক রোড থেকে লালমোহন মৌলিক ঘাটের সংযোগকারী রাস্তাজুড়ে। এই ঘটনায় আটকে পড়েন ঘাটের দিকে দণ্ডি কেটে আসা ছটব্রতীরাও।

পরিস্থিতি জটিল আকার নিলে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং ও এসিপি (ইস্ট-১) রবিন থাপা ছুটলেন ওই রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। নিজেরাই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সূর্য সেন পার্ক সংলগ্ন মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাস্তার ধারে পার্ক করার কারণে দুই পুলিশকর্তার ধমক খেতে হল পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীর গাড়ির চালককেও।

চালক প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় এক গাড়ির 'অন ডিউটি পিডব্লিউডি' বোর্ড বাজেয়াপ্ত করলেন এসিপি (ইস্ট-১) রবিন থাপা। ঘটনায় পুরনিগমের চেয়ারম্যানের গাড়ি সহ যানজটের কারণ হয়ে দাঁড়ানো নেতা সহ ঘাটে ঘুরতে আসা মানুষের একাধিক গাড়ির ছবি তোলা হয়েছে পুলিশের তরফে। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আমরা সেই সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছি। এখন উৎসবের মরশুম। পরবর্তীতে ছবিগুলোতে থাকা গাড়ির নম্বরের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারটা দেখা হবে।'

যানজটের সূত্রপাত হয়, এদিন দুপুর সাড়ে তিনটার পর থেকে। ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী নিয়ে আসা গাড়িগুলো সেবক রোড দিয়ে ঢোকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখান দিয়ে গাড়িগুলো পার্কের ব্যবস্থা হয় সূর্য সেন পার্কের পেছনের চর এলাকায়। যদিও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নেতাদের গাড়িও ঢুকে যায় ওই রাস্তা ধরে। পেছন পেছন সুযোগ বুঝে ঢুকে যায় অন্য গাড়িও। এরপর সেই গাড়িগুলি একেবারে লালমোহন মৌলিক ঘাটের সৌন্দর্যায়নের অংশে রাস্তার ওপরই পরপর পার্ক করে রাখা হয়। এতে রাস্তা আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। গোটা রাস্তাজুড়ে যানজট দেখা দেয়।

এক তরুণী এসে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং-কে দমবন্ধকর পরিস্থিতির কথা বলতেই তিনি ছুটে যান। সঙ্গে যান রবিন থাপাও। রাস্তার ওপর গাড়িগুলো দেখতেই একে একে ছবি তুলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা চালককে ধমক দিতে থাকেন পুলিশকর্তারা। রাস্তা থেকে ওই সমস্ত গাড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়। এদিনের যানজটের মধ্যেই আটকে পড়েছিলেন ছটব্রতী অনিমেষ দাস। তিনি দণ্ডি কেটে ঘাটে পৌঁছানোর পর বলেন, 'দণ্ডি কেটে আসা তো দূর, দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি ছিল না। পুলিশকর্তাদের ধন্যবাদ, ঠিক সময় যানজট নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসার জন্য। নইলে বিপদ ঘটতে পারত।'

লালমোহন মৌলিক ঘাটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেতা ও প্রশাসনিক কর্তারা।

কী পরিস্থিতি

- ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী নিয়ে আসা গাড়ি সেবক রোড দিয়ে ঢোকার ব্যবস্থা করা হয়
- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য নেতা ও কর্তাদের গাড়ি ঢুকে যায় ওই রাস্তায়
- সেই গাড়িগুলি লালমোহন মৌলিক ঘাটের রাস্তার ওপরই পার্ক করে রাখা হয়
- এতে রাস্তা সংকুচিত হয়ে ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী নিয়ে ঘাটে যেতে বিঘ্ন ঘটে

সিসিটিভির সূত্রে পাকড়াও দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : মাটিগাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে শহর শিলিগুড়িতে চুরির ছক কষতেন। পরিস্থিতি অনুকূল বুঝে বাড়ির গ্রিল ভেঙে ভেতরে ঢুকে দশ লক্ষ টাকা নগদ সহ একশো গ্রাম সোনার গয়না, মোবাইল চুরি করেন এক দুষ্কৃতী। চুরির পর সোজা চলে গিয়েছিলেন জয়গাঁয় নিজের বাড়িতে। তবে শেষরক্ষা আর হল না। পুলিশের হাতে জয়গাঁর বাড়ি থেকে পাকড়াও হলেন অভিযুক্ত। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম জবদুল হুসেন। পরবর্তীতে ধৃতের বাড়ি থেকেই ছয় লক্ষ টাকা সহ দশ ভরি সোনা ও আইফোন বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে ২১ অক্টোবর। নিরঞ্জননগরের বাসিন্দা রাজীব দাস পুলিশকে অভিযোগ করেন, ওইদিন দুপুরে তিনি পরিবার নিয়ে পরিচিতর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বিকেল পাঁচটার দিকে এসে দেখেন, দরজার গ্রিল ভাঙা। ভেতরের সবকিছু ওলট-পালট অবস্থায় রয়েছে। নেই নগদ অর্থ, সোনার অলংকার সহ মোবাইল। ২৩ অক্টোবর আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন রাজীব। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ বুঝতে পারে, এই কাজ জবদুলের।

জবদুল এর আগেও শিলিগুড়িতে একাধিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। ধৃতকে ২৪ অক্টোবর জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুললে চারদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন বিচারক। এরপর জবদুলকে জেরা করে ফের জয়গাঁয় তাঁর বাড়িতে রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে চুরি করা সমস্ত গয়না, নগদ ছয় লক্ষ টাকা ও আইফোন বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

হোটেলে তরুণী খুনে অভিযুক্ত অধরাই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : তরুণীকে হোটেলে খুনের ঘটনায় এবার আসরে নামল ফরেন্সিক। সোমবার এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন ওই হোটেলের ঘর থেকে জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি দল নমুনা সংগ্রহ করে। ফরেন্সিক দলের বায়োমেডিকেল সায়েন্টিস্ট মৌসুমি রক্ষিত জানিয়েছেন, তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

শুক্রবার রাতে ওই হোটেল থেকে পূজা দাস (২৫) নামে এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। মৃত তরুণীর সঙ্গে হোটেলে আসা ব্যক্তিই তাঁকে খুন করেছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। তাঁদের সঙ্গে একটি শিশুও ছিল। অভিযোগ, দোতলার একটি ছোট্ট ঘরে তরুণীকে খুনের পর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে শিশুটিকে কোলে নিয়ে অভিযুক্ত 'হাওয়া' হয়ে যান। এখনও পর্যন্ত তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ মনে করছে, জিনিসপত্র ছাড়াই অভিযুক্ত কেবল শিশুটিকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। তদন্তের খাতিরে পুলিশ ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জোরকদমে তাঁর খোঁজ চলছে। খুব দ্রুত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে পুলিশের দাবি।

হোটেলের রেজিস্টার অনুযায়ী মৃত তরুণী বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। তিনি ২২ অক্টোবর শিশু ও ওই ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের একটি ঘর ভাড়া নেন। শুক্রবার সকালে ওই ব্যক্তি শিশুটিকে কোলে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। রাত হয়ে গেলেও তিনি ফিরে না আসায় হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। এরপর এনজেপি থানায় খবর দেওয়া হলে, পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ওই তরুণীর লাশ আবিষ্কার করে। দেহটি বিছানার ওপর রাখা ছিল। নাক থেকে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছিল। পুলিশের অনুমান, তরুণীকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে।

হোটেলে দেওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয়পত্র আসল কি না, তা নিয়ে পুলিশ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। হোটেলের রেজিস্টারে মৃত তরুণীর কাটিহারের যে ঠিকানা উল্লেখ করা রয়েছে, সেখানেও পুলিশ পৌঁছে গিয়েছে। তবে মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।

সিপিএমের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : রবিবার সন্ধ্যায় শহরের ফোসিন গেট এলাকায় সিপিএমের ফ্লেক্স ছিঁড়েছে কিছু দুষ্কৃতী। দলের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফ্লেক্স লাগানো হয়েছিল। ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগে, সোমবার দলের তরফে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখিয়ে অভিযোগ করা হয়। ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন, 'পুলিশকে দ্রুত এই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।'

জরিমানা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : অবৈধ পার্কিং, দোকানের সামগ্রী বাইরে রাখার বিরুদ্ধে সোমবার অভিযান চালাল ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ড। এদিন ব্যবসায়ীদের সতর্ক করার পাশাপাশি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি গাড়ির বিরুদ্ধে জরিমানাও করা হয়।

প্রেমের ফাঁদে পাঁচ লাখ খোয়ালেন নার্স

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : প্রেমের ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হলেন ভিনরাজ্যের এক আদিবাসী তরুণী। কোচবিহারের এক সরকারি হাসপাতালে তিনি নার্স হিসাবে কর্মরত। অভিযোগ, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণ তাঁর সঙ্গে সহবাস করার পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। অভিযুক্ত পেশায় গাড়িচালক। শুধু তাই নয়, সম্পর্ক ভাঙার পরেও তরুণ নিত্যদিন ওই তরুণীর হাসপাতালের কোয়ার্টারে এসে তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ পলাতক। তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ওই তরুণী জানিয়েছেন, চাকরিসূত্রে কোচবিহারে আসার পর তাঁর সঙ্গে ওই গাড়িচালক তরুণের পরিচয় হয়। সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে। অভিযোগ, বিয়ের আশ্বাসে গত চার বছরে একাধিকবার তরুণ জোর করে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁকে কলকাতাতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নার্সের দাবি, 'এমনকি সম্পর্কে থাকতে না চাইলে তাঁর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখানো হত। এমনকি অভিযুক্ত ওই তরুণীর থেকে একাধিকবার টাকাও নেন। এছাড়াও মোবাইল সহ বাড়ির বিভিন্ন জিনিসও আদায় করেন। পাশাপাশি সম্পর্ক শেষ হওয়ার পরেও হাসপাতালের কোয়ার্টারে এসে তরুণীকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই নার্সের কথায়, 'আগেও পুলিশের কাছে জানিয়েছি। কাজ হয়নি। এদিন লিখিতভাবে অভিযোগ জানালাম। আমি চাই দোষীর শাস্তি হোক এবং হাসপাতালে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক।' অন্যদিকে হাসপাতালের সুপার বলেছেন, 'আমি ঘটনাটি সম্পর্কে জানি না। তবে ওই নার্স লিখিতভাবে অভিযোগ জানালে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হবে।' এদিকে, ওই তরুণী নার্স চলতি বছরের মে মাসে অন্যত্র রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরেছেন। সামাজিক বিয়ের তোড়জোড় চলছে। তাঁর স্বামী এদিন জানান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু'বার থানায় গিয়েও ফল হয়নি। এবারও অভিযোগ জানানো হল।

মিলল মাদক

বহরমপুর, ২৭ অক্টোবর : লালবাগ মহকুমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিএসএফের অভিযানে রবিবার মধ্যরাতে ৪ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়। বাহিনীর ১৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউটপোস্টের জওয়ানরা সীমান্ত টহল দেওয়ার সময় লক্ষ করেন, এলাকার কাঁটাতারের ঝোপের গাছপালা সন্দেহজনকভাবে নড়াচড়া করছে। ফলে জওয়ানরা সন্তর্পণে ওই ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেন। মাদক কারবারিরা জওয়ানের ধাওয়া খেয়ে এলাকা ছেড়ে পালায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সাতটি কার্টন উদ্ধার হয়। বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, 'সীমান্তে নতুন ট্রানজিট রুট দিয়ে হেরোইন কারবারের রমরমা শুরু হয়েছে। সীমান্তের নাগরিকদের দারিদ্র্যকে হাতিয়ার করে মাদক কারবারিরা ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করেছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

কোকোয় কোষ হবে জোয়ান

একটি যুগান্তকারী গবেষণা দেখিয়েছে যে, প্রতিদিন অর্গানিক কোকো পান করলে শরীরের স্টেম সেল উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে, মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ! স্টেম সেল টিস্যু মেরামত, ক্ষত নিরাময় এবং বার্ধক্য মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আবিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে, কোকো কেবল একটি মজাদার খাবার নয়, এটি পুনর্যৌবন লাভের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারও হতে পারে। গবেষকরা এই প্রভাবের কারণ হিসেবে উচ্চমানের অর্গানিক কোকোতে প্রচুর পরিমাণে থাকা ফ্ল্যাভ্যানল নামে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টকে চিহ্নিত করেছেন। এই যৌগগুলি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ায় এবং কোষীয় মেরামতে উদ্দীপনা জোগায়। অ্যান্টি-এজিং ওষুধ, কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য এবং পুনরুদ্ধার থেরাপির জন্য এই আবিষ্কারের গভীর প্রভাব থাকতে পারে। ভাবুন তো, হাসপাতাল থেকে নিয়মিত কোকো খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে!

আবার টাকে চুল গজাবে

মিলতে চলেছে টাক পড়ার সমাধান, অন্তত এমনটাই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষকরা এমন একটি অণু শনাক্ত করেছেন, যা নিষ্ক্রিয় চুলের ফলিকলগুলিকে পুনরায় সক্রিয় করতে পারে, যার ফলে বহু বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পরেও নতুন চুলের গোছা তৈরি হতে পারে। এই চিকিৎসাটি মাথার ত্বকের নির্দিষ্ট সিগন্যালিং পথগুলিকে উদ্দীপিত করে, মূলত বন্ধ হয়ে যাওয়া চুল উৎপাদনকারী কোষগুলিকে 'জাগিয়ে তোলে'। প্রাথমিক ট্রায়ালগুলিতে আশাব্যঞ্জক ফল দেখা গিয়েছে, রোগীদের বড় ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই উল্লেখযোগ্যভাবে চুল গজিয়েছে। এটি যদি সফলভাবে কাজ করে, তবে ব্যয়বহুল হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, উইগ এবং অস্থায়ী চিকিৎসার যুগের অবসান হতে পারে। এই আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, কারণ চুল কেবল চেহারা নয়, আত্মবিশ্বাস ও পরিচয়ের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত।

ক্যাকটাসেই তৈরি প্লাস্টিক

প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেক্সিকো থেকে একটি দারুণ উদ্ভাবন আশা জাগাচ্ছে। প্রকৌশলী সান্দ্রা পাসকো অরতিজ নোপাল ক্যাকটাসের রস থেকে তৈরি একটি জৈব-বিয়োজ্য প্লাস্টিকের বিকল্প

তৈরি করেছেন, যা মেক্সিকোর সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদগুলির মধ্যে একটি। এই পরিবেশবান্ধব প্লাস্টিকটি ২৮ দিনের মধ্যে মাটিতে স্বাভাবিকভাবে ভেঙে যায় এবং এর উৎপাদনে কোনও অপরিশোধিত তেল লাগে না। এটি অ-বিষাক্ত, প্রাণীদের জন্য নিরাপদ এবং এমনকি জলে দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে। ক্যাকটাস প্রয়োজনীয় শ্বেতসার, আঠা এবং চিনি সরবরাহ করে একটি টেকসই, নমনীয় পলিমার তৈরি করে। এই উদ্ভাবনটি টেকসই কৃষিকে সমর্থন করার পাশাপাশি একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক বর্জ্যকে ব্যাপকভাবে কমাতে পারে।

লংকার ঝালে মৃত্যুর স্বাদ

যুক্তরাজ্যে তৈরি ড্রাগনস ব্রেথ চিলি লংকা তার প্রচণ্ড ঝালের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর স্কোভিল রেটিং ২.৪৮ মিলিয়ন ইউনিট, যা পুলিশের ব্যবহার করা পিপার স্প্রে-কেও ছাড়িয়ে

যায়। একটি কামড়েই তীব্র জ্বালা, শ্বাসপথ বন্ধ হওয়া এবং চরম ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল লংকা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এটি খাওয়ার জন্য মোটেও সুপারিশ করা হয় না। এর বিপদ থাকা সত্ত্বেও, ড্রাগনস ব্রেথের চিকিৎসাগত সম্ভাবনা রয়েছে। এটি থেকে নিঃসৃত তেলগুলিতে প্রাকৃতিক অ্যানাস্থেটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গবেষকরা মনে করেন প্রচলিত ব্যথানাশকগুলিতে অ্যালার্জি আছে এমন রোগীদের সাহায্য করতে পারে। লংকাটি প্রকৃতির আসল ক্ষমতাকে মনে করিয়ে দেয়।

রোগ রুখতে জল সরবরাহ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : নতুন করে প্লাবনকবলিত এলাকায় পেটের রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। পানীয় জলই এই সমস্যার মূল কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুল্লাপাড়া, কুশমারি ও নলডোবা এলাকায় জলঢাকা নদীর জল ঢুকে নলকূপ নষ্ট এবং কুয়োর জলও খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ওই জল পানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তবে জলপাইগুড়ি জেলার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর থেকে নিয়মিতভাবে পানীয় জল ট্যাংকারে ও প্লাস্টিকের পাউচে করে সরবরাহ করা হচ্ছে। এরপরও অনেকেই আয়রনমিশ্রিত জল পান করাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মূলত পেটের রোগই ছড়িয়েছে বেশি।

এই সমস্যার জন্য ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর পুনরায় প্লাবনকবলিত এলাকায় নজরদারি শুরু করছে। একইসঙ্গে চিকিৎসকরা পরিস্রুত পানীয় জলই পান করার পরামর্শ দিয়েছেন। নইলে রোগ আরও বাড়তে পারে। ইতিমধ্যে জেলার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা আরও বেশি পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহ শুরু করেছেন।

গধেয়ারকুঠির পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় রায় বলেন, 'পানীয় জলের সংকট রয়েছে। বিশেষ করে এলাকায় বানভাসি হওয়ার পর নলকূপ ও কুয়ো সবই নদীর জলে পূর্ণ হয়েছে। অনেকেই না বুঝে ওই জল পান করে অসুস্থ হয়েছেন। তবে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর নিয়মিতভাবে জল সরবরাহ করছে।'

স্থানীয় নীলকান্ত রায়ের কথায়, 'প্লাবনের জল গ্রামে ঢুকে যাওয়ায় পানীয় জলের সংকট হয়েছে। অনেকেই বুঝতে পারছে না নলকূপ বা কুয়োর জল পান করা যাবে কি না। এটাই মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মূলত শিশু ও বয়স্কদের মধ্যেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে।'

ধূপগুড়ির বিএমওএইচ ডাঃ অঙ্কুর চক্রবর্তী বলেন, 'আশাকর্মীরা বাড়িগুলিতে এবং ত্রাণশিবিরেও খোঁজ নিচ্ছেন। একইসঙ্গে কমিউনিটি হেলথ অফিসার ও চিকিৎসকরা প্রতিমুহূর্তে নজরদারি চালাচ্ছেন। কারও অসুবিধা হলে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এলেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

এদিকে পানীয় জলের বিষয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের আধিকারিক অশোক দাসের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

৫ এজেন্ট

প্রথম পাতার পর

জালিয়াতি কাণ্ডের টাকায় অল্পদিনে ফুলেফেঁপে ওঠা পার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা আইপিএল গেমে জুয়া খেলত। সে নাকি প্রচুর টাকা দিয়ে জমিও কিনেছে। খড়িবাড়ি পুলিশ জানিয়েছে, পার্থ কোনওভাবেই তদন্তকারীদের সহযোগিতা করছেন না। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন।

বিরোধীরা অবশ্য পুলিশের তদন্তে ঢিলেমির অভিযোগ তুলেছেন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সন্দেহের তালিকায় থাকা ফাঁসিদেওয়া এলাকার এক বিএসকে কর্মী পলাতক। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তে ঢিলেমি করছে, যাতে অপরাধীরা তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার সুযোগ পান এবং আসল মাথারা ছাড় পান। আর তাই জনস্বার্থ মামলা করে সিবিআই তদন্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি।' পুলিশও ছাড় পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে শংকর বলেছেন, 'খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জন্মমৃত্যুর পরিসংখ্যান ও ইস্যু করা শংসাপত্রের হিসেব চেয়ে জেলা শাসক ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে আরটিআই করা হয়েছে।' তবে পুলিশের দাবি, তদন্ত ঠিক পথেই চলছে। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে। সঠিক সময়ে সব অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করা হবে।

লক্ষ্মীলাভ হোটেল এবং গাড়ির মালিকদের

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে ভিড়

রাহুল মজুমদার

দার্জিলিং, ২৭ অক্টোবর : একদিকে ঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘার হাসি, অন্যদিকে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। অক্টোবরের শেষে জমজমাট দার্জিলিং পাহাড় সহ আশপাশের পর্যটনকেন্দ্রগুলি। মূল শহর তো বটেই, পকেট রুটের একাধিক জায়গাতেও হোটেল, হোমস্টেতে ঠাসা ভিড়। মুখে হাসি গাড়িচালকদেরও। কেউ কেউ একদিনে তিন ট্রিপে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি এসে আবার দার্জিলিং ফিরছেন যাত্রী নিয়ে।

জমজমাট দার্জিলিং। সোমবার। ছবি : রাহুল মজুমদার

গাড়ির চালকরাই বলছেন, চলতি মাসে গত দু'দিনেই নাকি সব চাইতে বেশি আয় হয়েছে। চালকরা যে নেহাত ভুল বলছেন না তার প্রমাণ দার্জিলিংয়ের পথ। ম্যাল রোড থেকে রিঙ্ক মল রোড, ভানু ভবন সংলগ্ন এলাকা, মহাকাল মন্দির সর্বত্রই ঠাসা ভিড়। রবিবার বিকেলে কথা হচ্ছিল পাহাড়ের গাড়িচালক সুরজ শর্মার সঙ্গে। মেরেকেটে বয়স ৩০ হবে। পাহাড়ে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা আট বছরের। রবিবার সুরজ তিন ট্রিপ ভাড়া পেয়েছেন। সাত আসনের গাড়ি তাঁর। সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে দার্জিলিং পৌঁছান। ওই পর্যটকদের নামিয়ে দিয়েই আবার দার্জিলিং থেকে যাত্রী নিয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছে দেন। বিকেলে দার্জিলিং ফেরার সময় আবার নতুন যাত্রীদের নিয়ে পাহাড়ে ওঠেন। সুরজের বক্তব্য, 'এই মাসে আজই সবচাইতে বেশি ভাড়া হয়েছে। এবার হয়তো সিজনে ভালো ব্যবসা হবে।'

মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যে টানা ছুটি। রবিবার এমনিতেই সাপ্তাহিক ছুটি, তার ওপর সোম এবং মঙ্গল দু'দিন ছটের ছুটি। শনিবার অফিস শেষে অনেকেই পরিবার নিয়ে তাই বেরিয়ে পড়েছেন। ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে প্রচুর পর্যটক ভিড় করছেন। দার্জিলিং ম্যাল থেকে শুরু করে টয়ট্রেনের স্টেশন, ভানু ভবনের মহাকাল মার্কেট, চিড়িয়াখানা থেকে শুরু করে মন্দির, মনাসটেরিগুলোতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। হোটেলগুলিও ভিড়ে ঠাসা। তবে স্থানীয় হোটেলের পাশাপাশি ঘুম, বাতাসিয়া লুপ সংলগ্ন হোমস্টে, একটু অফবিট এলাকার হোমস্টে, কার্সিয়াংয়ের বিভিন্ন হোটেলেও ভিড় রয়েছে। রবিবার বিকেলে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলেছে। সোমবার সকালে কিছুক্ষণ দেখা গেলেও দুপুরের দিক থেকে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছিল ঘুমন্ত বুদ্ধ। তবে সকাল ১০টার পর থেকে তাপমাত্রার পারদ নামতে থাকে দার্জিলিংয়ে। বেলা যত গড়িয়েছে ততই শীতল হয়েছে শৈল শহর। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি ঘুম, সোনাদা, এমনকি কার্সিয়াংয়েও এদিন তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই নেমেছিল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে মা-বাবাকে নিয়ে দার্জিলিং এসেছেন সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকাল মন্দিরে উঠে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর বছর ৬৫-র মা। তবে কিছুক্ষণ বসে, জল খাওয়ার পর তিনি সুস্থ বোধ করেন। এরপর মহাকাল মন্দিরে পুজোও দেন তাঁরা। সুপ্রিয়র বক্তব্য, 'আমার মা-বাবা কোনওদিন পাহাড়ে আসেননি। চারদিনের ছুটি মিলেছে। তাই ওঁদের নিয়ে চলে এসেছি ঘুরতে।'

থমকে নৌকার সারি.... *পুরীর সমুদ্রসৈকতে ঘূর্ণিঝড় মন্থা নিয়ে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা। সোমবার। -পিটিআই*

ছট উৎসব

কিশনগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : সোমবার রমজান নদীর ঘাট সহ গোটা কিশনগঞ্জ জেলার মোট ২৪৮টি ঘাটে পালিত হল ছটপুজো। ছট উপলক্ষ্যে ঘাটগুলিতে আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশের নেতৃত্বে বিশেষ নিরাপত্তা বলয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েক হাজার ছটব্রতী এই উৎসবে শামিল হন। পুজো উপলক্ষ্যে ঘাটগুলোয় হাট বসে। মঙ্গলবার ভোরে সূর্য উদয়ের সময় অর্ঘ্য নিবেদনের পর চারদিনব্যাপী ছট মহোৎসব সমাপন হবে।

ধাক্কা খেল কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল দিল্লিতে ধর্না দিয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্র নীরবই ছিল এতদিন। সোমবারের রায় তৃণমূলকে কতটা উজ্জীবিত করেছে, তা স্পষ্ট অভিষেকের কথায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বাংলাবিরোধী বহিরাগত জমিদাররা বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ বাংলাবিরোধীদের গণতান্ত্রিকভাবে থাপ্পড় মারার সমান।'

বিজেপি অবশ্য মানছে না যে, এই রায় কেন্দ্রের পক্ষে ধাক্কা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা বরাবরই বলেছি দুর্নীতি বন্ধ করো, দুর্নীতির টাকা ফেরত দাও, একশো দিনের কাজের টাকা নাও। প্রকল্প চালু করতে আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের দাবি ছিল, ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা যে যে দাবি করেছি, সুপ্রিম কোর্ট তার সবটা মেনে রায় দিয়েছে।' অভিষেকের মন্তব্যকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন অভিষেক। হাইকোর্টের রায়টা পড়ে দেখুন। আদালত যা রায় দিয়েছে, তাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্যাঁ-ফোঁ করার সুযোগ নেই। চাইলে কেন্দ্র করতে পারে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর অন্য প্রশ্ন, 'রাজ্যের কি সদিচ্ছা আছে একশো দিনের কাজ করানোর? আদালতের নির্দেশের পরও কাজ শুরু করবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

২০২৪ সালের ১৮ জুন কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প পুনরায় চালু করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে দাবি করে, প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি, ভুয়ো জব কার্ড ও অর্থ বণ্টনে অনিয়ম হয়েছে। কেন্দ্রের যুক্তি ছিল, এই দুর্নীতি বন্ধ না হলে প্রকল্পের স্বচ্ছতা রক্ষা সম্ভব নয়। তবে সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানিয়ে দিল, অভিযোগের তদন্ত চলতে পারে, কিন্তু সেই অজুহাতে সাধারণ মানুষের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত প্রকল্প স্থগিত রাখা সংবিধানসম্মত নয়।

চর্চা রাজনীতিতে

প্রথম পাতার পর

এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সেই ঘোষণা কার্যকর হয়ে গেলে কমিশনের সম্মতি ছাড়া সরকারি স্তরে আর কোনও বদলি করা যেত না।

যাঁদের বদলি করা হয়েছে, তাঁদের অনেকের এক জায়গায় চাকরির তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট নিয়মেই নির্বাচনের আগে কমিশন তাঁদের বদলি করে দিত। কিন্তু তার আগেই নিজেদের পরিকল্পনামাফিক ওই অফিসারদের বদলি করা হল। কমিশন তাঁদের আর বদলি করতে পারবে না-এমন বিধিনিষেধ নেই বটে। কিন্তু ঢালাও বদলিতে কিছুটা হলেও রাশ পড়তে পারে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে।

তাছাড়া পছন্দের অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ জেলা বা পদের দায়িত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার শাসকদলের সুবিধা করে দিতে চাইছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। কেননা, বিভিন্ন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) কাজ করবেন জেলা শাসকদের অধীনে। পছন্দের অফিসার তাঁদের মাথার ওপর থাকলে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন নবান্নের নজরদারি রাখা সহজ হবে।

যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'পছন্দের অফিসারদের বদলি করেও তৃণমূলের লাভ হবে না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই চলতে হবে ওই অফিসারদের। নির্দেশিকা অমান্য করলে কমিশন ব্যবস্থা নেবে। তাই ভুয়ো ভোটার রেখে দেওয়ার যে মরিয়া চেষ্টা তৃণমূল করছে, তাতে লাভ হবে না।' এই অভিযোগ অস্বীকার করে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নির্দিষ্ট সময় অন্তর অফিসারদের বদলি করাই রীতি। এতে নতুনত্ব নেই। রাজনীতি খোঁজারও কারণ নেই।' প্রশাসনে ব্যাপক বদলি হলেও পুলিশে হয়নি। এসআইআর-এ পুলিশের সরাসরি কোনও ভূমিকা নেই বলেই নবান্ন সেই পথে হাঁটেনি বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। কার্যত নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে দফায় দফায় এই বদলিতে যে আইনি সমস্যা নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

তিনি সাংবাদিক বৈঠকে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে দেন, এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হওয়ার আগে পর্যন্ত অফিসারদের বদলি করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের আছে। ওই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হচ্ছে সোমবার রাত ১২টা থেকে। উত্তরবঙ্গে যাঁদের বদলি করা হল, তাঁদের মধ্যে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলকে উত্তরবঙ্গেই রেখে দেওয়া হল। তাঁকে মালদার জেলা শাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হয়ে এসেছেন উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক মণীশ মিশ্র।

তবে কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে পাঠানো হয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্রের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংঘানিয়াকে পাশের জেলা মুর্শিদাবাদে একই পদে পাঠানো হয়েছে।

কোচবিহারের নতুন জেলা শাসক হলেন রাজু মিশ্র।

বিকেলে আরেক নির্দেশে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি-কে পাঠানো হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসকের পদে। ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়ালকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তকে কলকাতা পুরসভার কমিশনার করা হল।

অন্য আইএএস অফিসারদের মধ্যে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য বদলি হলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার একই পদে। জলপাইগুড়িতে ওই পদে এলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক হরিশ রশিদ। আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং একই পদে যাচ্ছেন নদিয়ায়। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে একই পদে কার্সিয়াংয়ে পাঠানো হয়েছে। বদলি করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারের চার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রজতকুমার বলিদা, বিপ্লব বল, বিমান কর ও মোহন ভার্মাকে।

এছাড়া নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার বদলি হলেন কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকে। ধূপগুড়ি বিডিও সঞ্জয় প্রধান গেলেন কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকে। সবসময়ে বিতর্কে থাকা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে পাঠানো হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় যাচ্ছেন পুরাতন মালদার বিডিও পদে।

সংবিধান মনে

প্রথম পাতার পর

'উৎসবের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এই ঘোষণা হওয়া উচিত ছিল।'

তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা আশা করব মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী তৃণমূলের ভোটব্যাংক রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে।' সোমবার রাত ১২টায় এসআইআর ঘোষিত রাজ্যগুলির ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হয়েছে। ওই তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে এনুমারেশন ফর্ম। কমিশন জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ করবেন। দিল্লি থেকে ফর্মের সফট কপি পাঠানো হবে রাজ্যের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) পোর্টালে, সেখান থেকে তা ছাপানো হবে।

প্রত্যেক ভোটারের জন্য কমিশন দুটি করে এনুমারেশন ফর্ম ছাপাবে। বর্তমানে বাংলায় ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৭.৬৫ কোটি। অর্থাৎ প্রায় ১৫.৩ কোটি ফর্ম ছাপানো হবে। একটি কপি ভোটারের কাছে থাকবে, অন্যটি পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথি সহ সংশ্লিষ্ট বিএলওদের হাতে জমা দিতে হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'প্রতি ১০০০ ভোটারের জন্য একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার রয়েছেন, যাঁর অধীনে কাজ করবেন বুথ লেভেল অফিসাররা।'

তিনি জানান, এসআইআরের সময় ইআরওরা ভোটার তালিকা তৈরি, দাবি-আপত্তি শুনানি ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দায়িত্বে থাকবেন। তাঁদের সহায়তা করবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা। ইআরও-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম আপিল শুনবেন জেলা শাসক। দ্বিতীয় আপিলের শুনানি করবেন খোদ মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক।

এসআইআর শুরুর আগে সোমবার বাংলায় প্রশাসনে বড়সড়ো রদবদল করেছে নবান্ন। এপ্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'এসআইআর শুরু হওয়ার আগে যদি কোনও রাজ্য রদবদল করে থাকে, তাহলে সেটা তাদের অধিকার। এসআইআর ঘোষণার পর করলে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।' নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় এসআইআর-বিরোধী সমাবেশ করার পরিকল্পনা ছিল তৃণমূলের। এই রাজনৈতিক বিরোধের প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের স্পষ্ট বার্তা, 'নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। সংবিধান অনুযায়ী কমিশন তার দায়িত্ব পালন করছে এবং রাজ্য সরকারও তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আইনের কোনও ব্যত্যয় ঘটছে না।' ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হলেও ভোটমুখী অসমে এখনই এসআইআর হচ্ছে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'অসমের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন দেশের বাকি অংশের থেকে আলাদা। তাই সেখানে আলাদা নির্দেশিকা ও আলাদা সময়সূচি অনুযায়ী সংশোধন হবে।'

ফের গন্ডার উদ্ধার

মাদারিহাট, ২৭ অক্টোবর : দুর্যোগে ভেসে যাওয়া আরও একটি গন্ডার সোমবার উদ্ধার করল বন দপ্তর। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে একটি মাদি গন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। ঘুমপাড়ানি গুলি করে গন্ডারটিকে এনে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে দুর্যোগের পরে মোট ১১টি গন্ডার উদ্ধার করা হল।

সবুজ উপনিবেশে বাবুয়ানায় 'ইতি'

প্রথম পাতার পর

এই মঞ্চগুলি ছিল বাবু সমাজের স্থিতাবস্থার প্রতীক- যেখানে স্বদেশিয়ানা-আশ্রিত নাটক মঞ্চস্থ হত পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষিত বাঙালি ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। গয়েরকাটার কাঠের দোতলা গৃহে একদিকে ছিল বই ভরা আলমারি, অন্যদিকে শরীরচর্চা ও গানবাজনার সরঞ্জাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে জলপাইগুড়ি শহরে নবজাগরণের যে ঢেউ লেগেছিল তা চা বাগানেও প্রসারিত হয়। বিভিন্ন বাগানের শিক্ষিত ম্যানেজার, বাবুদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। রানিচেরা বাগানে তৈরি হয় ডামডিম ফ্রেন্ডস ক্লাব। বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া, নাটক, থিয়েটারের আয়োজন করা প্রভৃতি ছিল এই ক্লাবের উদ্দেশ্য। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাগানের অন্যান্য কর্মচারীরা ক্লাবে আসতেন ও রাতে ক্লাবেই খাওয়াদাওয়া করতেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে কাঁঠালগুড়ি বাগানের কর্মচারীরা দুর্গেশনন্দিনী নাটক মঞ্চস্থ করে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এই বাগানের গুদামবাবু ভূপেন বক্সী থিয়েটারের মান উন্নত করার জন্য কলকাতার কলাকুশলীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। নিমতিঝোরা বাগানে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় রাজেন্দ্র স্মৃতি ভবন। ১৯৬১ সালে নিমতিঝোরা বাগানে কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকীতে মালিকপক্ষ রবি ঠাকুরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে। সেই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বাগানের মেয়েরা মঞ্চস্থ করেছিলেন চিত্রাঙ্গদা নাটকটি। বাগানের সিনেমা হলটির উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি শহরের মিত্র সম্মিলনীতে তরাইয়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সের নাট্যমোদী বাবুরা নিয়মিত ভিড় জমাতেন। এই সংস্কৃতি ছিল তাঁদের কাছে দেশের বাড়িতে ফেলে আসা সম্মানটুকু ফিরে পাওয়ার এক গৌরবের ক্ষেত্র।

তবে বাবু সংস্কৃতি ছিল মূলত একটি ঘেরাটোপ, যা শ্রমজীবী সমাজের বঞ্চনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক উচ্চতা প্রমাণ করত। বাবুদের ক্লাবগুলি ছিল সামাজিক আড্ডার অন্যতম কেন্দ্র। সেখানে রাজনৈতিক আঁচও থাকত। তাস, ব্যাডমিন্টন বা ভলিবল খেলা চলত। ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বাগানে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা হত। চ্যাম্পিয়ন দলকে নিয়ে চলত কয়েকদিনের উৎসব। সাহেবদের ক্রিসমাস উদযাপনেও বাঙালি বাবুরা কেক কেটে, ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে সাহেবিয়ানা দেখাতেন।

আবার বিন্নাগুড়ির 'ওয়ার্কার্স থিয়েটার' বা কালচিনির 'মজদুর মৈত্রী সংঘ' প্রমাণ করেছিল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি কেবল অবসর বিনোদন নয়, শ্রেণি সংগ্রামের একটি মঞ্চও হতে পারে। বিন্নাগুড়ির 'সুরঙ্গ মে আগ' নাটকটি সেই সময় হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণির বহুভাষিক ঐক্য ও বঞ্চনার প্রতিবাদ।

তবে বিংশ শতাব্দীর শেষে, বিশেষত ২০০০ সালের পর ডুয়ার্সের চা শিল্পের অর্থনৈতিক পতন এই সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সরাসরি আঘাত করে। একাধিক কর্পোরেট মালিকদের সীমাহীন দায়হীনতা এবং মুনাফা লুটের ফলে একের পর এক চা বাগান বন্ধ, রুগ্ন বা হস্তান্তর হতে থাকে। এই অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল বাবু সমাজের সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো কার্যত ভেঙে পড়ে। কাঠের মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাবু সংস্কৃতিতে আপাতত ইতি টানাই যায়। এই বিলুপ্তি শুধু সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নয়, এটি অর্থনৈতিক পতনের এক করুণ দৃশ্যমান প্রতীক।

আজ ডুয়ার্সের সেই সবুজ উপনিবেশে বাবুদের বহু কোয়ার্টারে তালা ঝুলছে। অনেকে শহুরে ফ্ল্যাটে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁদের চাকরি জীবন কাটছে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে। অন্যদিকে, শ্রমিকদের চরম দুর্দশা পৌঁছেছে মৌলিক মানবিক অস্তিত্ব হারানোর পর্যায়ে। শ্রমিক মহল্লায় এখন আর মাদলের বোল ওঠে না। বাগানিয়া বাবুদের সাংস্কৃতিক শূন্যতার দখল নিয়েছে আধুনিক 'ডিজে' সংস্কৃতি।

পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক কাঠামোর অধীনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক স্থিতাবস্থা কতটা ভঙ্গুর হতে পারে ডুয়ার্সের চা বাগানের বাবু সংস্কৃতি চোখে আঙুল দিয়ে তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। চা শিল্প এবং বাগান সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি, গবেষণা এবং সর্বাগ্রে শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা জরুরি। একইসঙ্গে, শ্রমিক বা বাবুকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়াও জরুরি। একমাত্র সেই সংস্কৃতিই পারে ডুয়ার্সের বিচ্ছিন্নতা, বেদনা এবং নিঃসঙ্গতার সুরের বিপরীতে সংহতি ও চেতনার ভাষা ফিরিয়ে আনতে।

শ্রেয়সের শরীরের ভিতর রক্তক্ষরণ

সিডনিতে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরার সময় চোট পান শ্রেয়স আইয়ার।

সিডনি, ২৭ অক্টোবর : চোট নিয়ে আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সাদামাঠা সেই চোট এতটা ভোগাবে ভাবা যায়নি। শ্রেয়স আইয়ারের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। হালকা পাঁজরের চোটেই সীমাবদ্ধ নেই। শরীরের ভিতরের অংশেও রক্তপাত হয়েছে। যার ফলে আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হয়েছে শ্রেয়সকে। ২৪ ঘণ্টা দলের মেডিকেল টিমও। তবে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য স্বস্তির খবর, ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটারের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। শরীরের মধ্যে রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কোনওরকম ঝুঁকি নিচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আপাতত আরও কয়েকদিন সিডনিতেই চিকিৎসা চলবে

সিডনিতে যাচ্ছেন বাবা-মা

পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকদিন চিকিৎসকদের কড়া নজরে রাখা হবে বলে খবর।

সিডনির স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকদের পাশাপাশি শ্রেয়সের নজরদারিতে রয়েছে ভারতীয় শ্রেয়সের। সবকিছু খতিয়ে দেখেই তবে দেশে ফেরা।

বর্তমান যে পরিস্থিতিতে ছেলের পাশে থাকার জন্য সিডনিতে যাচ্ছেন শ্রেয়সের বাবা-মা। রবিবারই বোনের সিডনি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাবা-মা-ও যেতে চাইছেন। বোর্ডের তরফে দ্রুত শ্রেয়সের বাবা-মায়ের ভিসার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভিসা প্রক্রিয়া মিটে গেলে বাবা-মা-কে নিয়ে সিডনি রওনা দেবেন শ্রেয়সের বোনও। বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, যত দ্রুত সম্ভব ওঁদের অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রেয়সের পাশে পরিবারের একজন থাকা জরুরি।

- হালকা পাঁজরের চোটেই সীমাবদ্ধ নেই।
- প্লীহাতে আঘাত ধরা পড়েছে স্ক্যান রিপোর্টে।
- পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলেও রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।
- আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হয়েছে শ্রেয়সকে।
- ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকদিন চিকিৎসকদের কড়া নজরে রাখা হবে।

বিসিসিআইয়ের তরফে এদিন এক বিজ্ঞপ্তিতে শ্রেয়সের ফিটনেস সংক্রান্ত খবর জানানো হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, পাঁজরের নীচের অংশে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়েছেন শ্রেয়স। চোট খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্লীহাতে আঘাত ধরা পড়েছে স্ক্যান রিপোর্টে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন শ্রেয়স। বর্তমানে স্থিতিশীল। দ্রুত সেরে উঠছেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি কাটিয়ে কবে মাঠে ফিরবেন, এখনই বলা মুশকিল। প্রসঙ্গত, ওডিআই সিরিজের শেষ ম্যাচে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরার সময় পাঁজরে আঘাত পান শ্রেয়স।

'পরিকল্পনা ঠিক করে খেটেছি'

ছুটিতে ঘাম ঝরিয়ে সফল রোহিত

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে লম্বা ছুটি।

মাস সাতেক প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। কিন্তু লম্বা সময়কে ছুটির মেজাজে নয়, পরবর্তী লক্ষ্যে নিজেকে শান দিতে কাজে লাগিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। নিজের স্বপ্নকে টিকিয়ে রাখতে কী কী করণীয়, সেই মাফিক ঘাম ঝরিয়েছেন। খেটেছেন ফিটনেস নিয়েও।

সুফল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ। অনিশ্চয়তা মধ্যে অনেকটা তফাত। তার ওপর লড়াই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। তারপরও স্বমেজাজে ফেরা! রোহিতের যুক্তি, ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ আলাদা। পিচও ভিন্ন। কিন্তু দীর্ঘ কেরিয়ারে বহুবার অজি-সফরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি। সিরিজের পূর্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়াটাও তাঁর পক্ষে গিয়েছে। ভুল প্রমাণ করেছেন, লম্বা ছুটি-ম্যাচ প্র্যাকটিস না পাওয়া বিপক্ষে যাবে

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শেষে মুম্বইয়ে ফিরলেন রোহিত।

বলে যাঁরা মনে করেছিলেন তাঁদের।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা উপভোগ করার কথা ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর সিডনি স্পেশাল নিয়ে রোহিত জানান, শুরুর দিকে নতুন বল সামলাতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। শুরুতে পিচও অন্যরকম আচরণ করছিল। তবে নিশ্চিত ছিলেন, বল কিছুটা পুরোনো হলে পরিস্থিতি বদলাবে। সেটাই ঘটেছে। যা কাজে লাগিয়ে 'রোকো' জুটির বাজিমাত।

বিরাট কোহলির সঙ্গে ১৬৮ রানের জুটি নিয়েও উচ্ছ্বসিত হিটম্যান। বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওয় বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পর বিরাটের সঙ্গে দারুণ একটা জুটি করলাম। অনেক দিন পর আমাদের শতরানের জুটি। দলের দৃষ্টিভঙ্গিতেও যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শুভমান গিল তাড়াতাড়ি ফিরে যায়। জানতাম শ্রেয়স আইয়ারের চোট রয়েছে। ফলে বাড়তি দায়িত্ব ছিল। তবে চাপ নয়, ক্রিজে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছি।'

হারা সিরিজেও রোহিতের চোখ প্রাপ্তিতে। প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'সিরিজে আমাদের জন্য ইতিবাচক অনেক কিছুই ছিল। বিশেষত হর্ষিত রানার কথা বলব। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের ফরম্যাটে খেলছে। অ্যাডিলেড এবং সিডনিতে যেরকম বল করেছে, প্রশংসা প্রাপ্য ওর।' অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের কথাও রোহিতের কথায়।

> খেলা শুরুর পর কোনও সিরিজের প্রস্তুতির জন্য মাস পাঁচেক পাইনি। চেষ্টা করেছি এই সময়টাকে কাজে লাগাতে। বাকি কেরিয়ারের জন্য আমার কী করা উচিত, সেইমাফিক পরিশ্রম করেছি।
>
> **রোহিত শর্মা**

ভারত, অস্ট্রেলিয়া দুই সেরা দলের লড়াইয়ের আকর্ষণ মাঠে দর্শকদের টেনেও এনেছিল। রোহিতের কথায়, আকর্ষণীয় ক্রিকেট কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। ওডিআই সিরিজের তিন ম্যাচে হাউসফুল স্টেডিয়ামের ছবিতে তারই প্রতিফলন। রোহিত আরও জানান, অজি সফরে বরাবর দর্শকদের পাশে পান। কখনও হতাশ করেনি। আফসোস শুধু সিরিজ হাতছাড়া করে ফেরা। সিরিজটা উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। উপভোগও করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সিরিজ জয়ের সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেননি তাঁরা।

সরিয়ে সিরিজ সেরা। সিডনিতে অপরাজিত ১২১ রানের ইনিংসে নির্ভেজাল রোহিত শো। বিসিসিআই ওয়েবসাইটে পোস্ট করা ভিডিওয় নিজের যে ঘাম ঝরানো, প্রচেষ্টার কথাই ফের শুনিয়েছেন রোহিত। বলেছেন, 'খেলা শুরুর পর কোনও সিরিজের প্রস্তুতির জন্য মাস পাঁচেক পাইনি। চেষ্টা করেছি এই সময়টাকে কাজে লাগাতে। বাকি কেরিয়ারের জন্য আমার কী করা উচিত, সেইমাফিক পরিশ্রম করেছি।'

প্রস্তুতি আর ম্যাচ প্র্যাকটিসের

ভারতের বিরুদ্ধে ফিরছেন বাভুমা

জোহানেসবার্গ, ২৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শেষ।

বুধবার থেকে শুরু পাঁচ ম্যাচের টি২০ দ্বৈরথ। সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে মিচেল মার্শ ব্রিগেডের মুখোমুখি হবে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। অজি সফরের হ্যাংওভার কাটিয়ে ওঠার আগেই ঘরের মাঠে নতুন চ্যালেঞ্জ দক্ষিণ আফ্রিকা। টেস্ট, ওডিআই, টি২০- পূর্ণাঙ্গ সফরে নভেম্বরেই ভারতে পা রাখছে প্রোটিয়া ব্রিগেড।

টেস্ট দল

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), আইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইনি, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবেইর হামজা, টনি ডি জর্জি, করবিন বশ, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো জানসেন, কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী, কাগিসো রাবাদা, সাইমন হার্মার।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট (১৪ নভেম্বর শুরু) দিয়ে সফরের উদ্বোধন। দ্বিতীয় টেস্ট গুয়াহাটিতে (২২ নভেম্বর শুরু)। এদিন টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বে দুই ম্যাচের যে টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। চোটের কারণে পাকিস্তান সফরে টেস্ট সিরিজে মাঠের বাইরে ছিলেন বাভুমা। চোট সারিয়ে ভারত সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১-১ সিরিজ ড্র রাখা দলের ব্যাটিংয়ে এই একটাই পরিবর্তন- ডেভিড বেডিংহামের বদলে বাভুমা। সেপ্টেম্বরের পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন প্রোটিয়া দলপতি। একটা ম্যাচও খেলেননি। যা মাথায় রেখে ভারত সিরিজে প্রত্যাবর্তনের আগে বেঙ্গালুরুতে (৩০ অক্টোবর-২ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত 'এ' বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচে নিজেকে ঝালিয়ে নেবেন বাভুমা।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মোট ১৫টি টেস্ট খেলা বেডিংহাম পাক সিরিজের দলে থাকলেও একটা টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। বাভুমার প্রত্যাবর্তনে এবার বাদ। প্রত্যাশিতভাবে অগ্রাধিকার পেয়েছেন টনি ডি জর্জি, ট্রিস্টান স্টাবস, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবেইর হামজারা। এর মধ্যে জুবেইরকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হেডকোচ শুকরি কনরাড। বলেছেন, 'স্পিন খুব ভালো খেলে হামজা। ভারতের পরিবেশের জন্য ওর ব্যাটিং যথাযথ বলে আমার বিশ্বাস।'

ভারতের স্পিন সহায়ক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কেশব মহারাজ ছাড়া আছেন সাইমন হার্মার ও সেনুরান মুথুস্বামী। বাদ পড়েছেন অফস্পিনার প্রেনেলান সুব্রায়েন, যিনি মহারাজের (চোট ছিল) বদলে পাকিস্তান সফরে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন। পেস ব্রিগেডের নেতৃত্বে কাগিসো রাবাদা। বাকি দুই সঙ্গী করবিন বশ ও মার্কো জানসেন।

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুমকি অজি কোচের

সূর্যর ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন গম্ভীর

ক্যানবেরা, ২৭ অক্টোবর : এক বনাম দুইয়ের টক্কর।

বুধবার শুরু সেরা দুই দলের টি২০ সিরিজ ঘিরে পারদ স্বভাবতই ঊর্ধ্বমুখী। পাঁচ ম্যাচের যে দ্বৈরথ ভারতের কাছে ওডিআই সিরিজ হারের বদলার মঞ্চ। ক্যানবেরায় গত কয়েকদিন ধরে যে লক্ষ্যে শেষ তুলির টান দিতে ব্যস্ত গৌতম গম্ভীরের দল। শীর্ষস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি চোখ আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সালেও।

গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের আগে চিন্তায় রাখছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ফর্ম। গত কয়েক সিরিজে দল সাফল্যের মধ্যে থাকলেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ব্যাটিং-গ্রাফ নিম্নমুখী। হেডকোচ গম্ভীর যদিও সূর্যকে নিয়ে ভাবতে নারাজ। আস্থা রাখছেন অধিনায়কের ওপর। গুরুত্ব দিচ্ছেন সূর্যের লিডারশিপ দক্ষতাকে।

টি২০ সিরিজের প্রস্তুতির ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, 'সূর্য মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত। আর ভালো মানুষরা ভালো অধিনায়ক হয়। কোচ হিসেবে আমাকে সূর্য কৃতিত্ব দেয়। তবে আমার দায়িত্ব হল শুধু পরিস্থিতি অনুযায়ী ওকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া। কারণ এই দলটা

> সূর্য মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত। আর ভালো মানুষরা ভালো অধিনায়ক হয়। কোচ হিসেবে আমাকে সূর্য কৃতিত্ব দেয়। তবে আমার দায়িত্ব হল শুধু পরিস্থিতি অনুযায়ী ওকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া। কারণ এই দলটা সূর্যর। ওর চাপমুক্ত মানসিকতা টি২০ ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ।
>
> -গৌতম গম্ভীর

সূর্যর। ওর চাপমুক্ত মানসিকতা টি২০ ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ। গত দেড় বছর ধরে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে সূর্য।'

হারের ভয় সরিয়ে ইতিবাচক, আগ্রাসী ক্রিকেট- গম্ভীর-সূর্য জুটির ক্রিকেট-দর্শন। গম্ভীরের সাফকথা, সফলতম কোচের তকমা নয়, লক্ষ্য ভারতকে 'বিপজ্জনক' দলে পরিণত করা। ছাত্রদের জন্যও গম্ভীর-বাণী, ভুল হওয়ার ভয়ে গুটিয়ে থেকো না। মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু লক্ষ্য থেকে সরলে হবে না।

একইভাবে ব্যাটার সূর্যর পাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর বলেছেন, 'ওর ব্যাটিং নিয়ে আমি একেবারেই চিন্তিত নই। সূর্য যে ধরনের ক্রিকেটার অনায়াসে ৩০ বলে ৪০ করে দেবে। কিন্তু দলের লক্ষ্য অতি আগ্রাসী ক্রিকেটে। ব্যর্থ হলেও যে পরিকল্পনা থেকে না সরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। সূর্যের ব্যাটিংয়ে সেই প্রয়াস। একবার ছন্দ পেয়ে গেলে ওকে রোখা মুশকিল। নিজের কাঁধে দলের ব্যাটিংকে টানবে।'

প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাকেও। গম্ভীর বলেছেন, 'শুভমান-রোহিতের ভালো শুরুটা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বিরাটের সঙ্গে রোহিতের দুর্দান্ত জুটি। নিখুঁত যুগলবন্দি। বিশেষত রোহিতের কথা বলব। আরও একটা অসাধারণ শতরান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ফিনিশ করে ফিরেছে। একই কথা প্রযোজ্য বিরাটের ক্ষেত্রেও।'

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুংকার অস্ট্রেলিয়ারও। হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের দাবি, ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই খেলবে তাঁর দল। থাকছে টি২০ বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল শুরুর তাগিদও। মিচেল মার্শদের হেডস্যারের কথায়, গত দুই বিশ্বকাপে সাফল্য আসেনি। আগ্রাসী ক্রিকেটে চাকা ঘোরাতে চান। বিশ্বাস, বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে ইতিবাচক ক্রিকেটের বিকল্প নেই।

ভারতের বিরুদ্ধে যে স্ট্র্যাটেজি, বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শুভসূচনায় চোখ। ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য ভালো পরীক্ষার মঞ্চ হতে চলেছে এই সিরিজ। ভারত বিশ্বের এক নম্বর টি২০ দল। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয়। সেরার টক্করে মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমরা মুখিয়ে আছি। দলের একঝাঁক তরুণ সদস্যদের সামনে সুযোগ সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলা এবং নিজেদের প্রমাণ করার।'

বুধবার প্রথম ম্যাচের আগে অজি শিবিরে আবারও পরিবর্তন। অ্যাডাম জাম্পার পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত লেগস্পিনার তনভীর সাংঘা। দ্বিতীয় সন্তান আসতে চলেছে জাম্পার পরিবারে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতেই টি২০ সিরিজ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন জাম্পা।

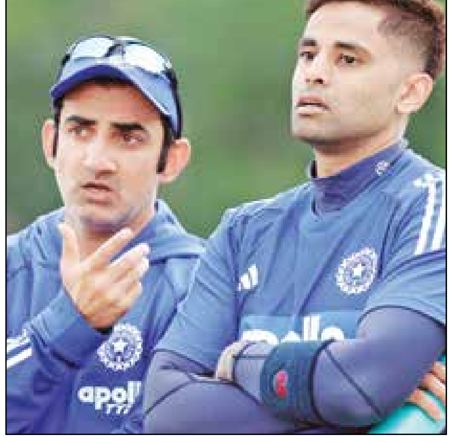

টি২০ সিরিজের অনুশীলনের ফাঁকে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে আলোচনায় কোচ গৌতম গম্ভীর। সোমবার।

সেমিফাইনালে নেই প্রতীকা

নভি মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে নামার আগে বড় ধাক্কা খেলেন হরমনপ্রীত কাউররা। গোড়ালির চোটের জন্য সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল।

পরিবর্ত শেফালি

রবিবার বাংলাদেশ ইনিংসের ২১তম ওভারে শারমিন আখতারের শট বাউন্ডারি লাইনে বাঁচাতে গিয়ে প্রতীকার গোড়ালি মচকে যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় দলের তরফে প্রাথমিকভাবে কিছু বলা না হলেও রাতের দিকে আইসিসি-র তরফে জানানো হয়েছে, সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন না চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহক প্রতীকা। তাঁর বদলে ওপেনার শেফালি ভার্মাকে ভারতীয় স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেমিফাইনালে স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে শেফালির ওপেন করার সম্ভাবনাই বেশি। তবে শেফালি সরাসরি প্রথম একাদশে না ঢুকলে উমা ছেত্রীকে দিয়ে ওপেন করার ভাবনা রয়েছে ভারতীয় শিবিরের।

রবিবারের ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পান প্রতীকা রাওয়াল।

সামি-শাহবাজের দিকে তাকিয়ে বাংলা

বাংলা-২৭৯ ও ১৭০/৬
গুজরাট-১৬৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : তিন পয়েন্ট এল। ছয় পয়েন্টের সম্ভাবনা তৈরি হল। সঙ্গে বাংলার রক্ষণাত্মক ব্যাটিং নিয়ে তৈরি হল বিতর্কও।

চুম্বকে এই হল বাংলা বনাম গুজরাটের চলতি রনজি ট্রফির ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষের ছবি। বিকেল ৪.১৫ নাগাদ মন্দ আলোর জন্য যখন দিনের খেলা শিবিরে ধাক্কা দিয়েছিলেন। শেষ দুই উইকেটের জুটিতে ইডেন গার্ডেন্সের মন্থর, নিষ্প্রাণ বাইশ গজে গুজরাট ৫৯ রান যোগ করে বাংলাকে ফলোঅন করানোর সুযোগ দেয়নি। ১১২ রানের লিড সহ তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার পর ব্যাট করতে নেমে সেই পরিচিত 'হারাকিরি' ব্যাটিং বাংলার। বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার 'বদরোগ'। শেষপর্যন্ত রক্ষণাত্মক মানসিকতার ব্যাটিংয়ের সুবাদে দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ১৭০/৬। মঙ্গলবার ম্যাচের শেষ দিনে অন্তত আধ ঘণ্টা ব্যাটিং করে ৩০-৪০ রান যোগ করে

রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ে বিরক্তি

স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন আম্পায়াররা, প্রথম ইনিংসের ১১২ রানের লিড সহ বাংলা তখন এগিয়ে ২৮২ রানে। উইকেটে রয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার (অপরাজিত ৪৪) ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (অপরাজিত ৭)। তার আগে গতকালের ১০৭/৭ থেকে শুরু করে আজ দিনের প্রথম ওভারেই শাহবাজ আহমেদ (৩৪/৬) গুজরাট ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পরিকল্পনা টিম বাংলার।

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সারাদিনে কলকাতায় আজ বৃষ্টি হয়নি। রোদ ঝলমলে আকাশ ছিল। আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনেও কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি বাংলার ছয় পয়েন্টের সম্ভাবনায় জল ঢালবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ ১১২ রানের লিড ও তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর বাংলার রক্ষণাত্মক মানসিকতার ব্যাটিংয়ে বিরক্তি তৈরি হয়েছে। ইডেনের ঢ্যাবঢ্যাবে, মন্থর বাইশ গজে আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনে মহম্মদ সামি, শাহবাজ আহমেদরা কতটা সাহায্য পাবেন, বলা কঠিন। যদি গুজরাটকে অলআউট করে বাংলা সরাসরি ম্যাচ জিততে পারে, তাহলে হয়তো পিচ ও ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক চাপা পড়ে যাবে। না হলে সমস্যা বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।

গুজরাটের বিরুদ্ধে ৬ উইকেট নেওয়ার বল হাতে শাহবাজ আহমেদ। ছবি : ডি মণ্ডল

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরুর সময়ই ছিল চমক। 'লাইক ফর লাইক' পরিবর্ত। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নয়া নিয়মের সুবিধা নিয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়া ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের (তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে) বদলে কাজি জুনেইদ সইফিকে (১) প্রথম একাদশে নেওয়া হয়েছিল। তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে হতাশ করেছেন তিনি। তার আগে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (২৫) ও সুদীপ ঘরামিরও (৫৪) একই দশা। ব্যাটিং আগ্রাসন দেখানোর বদলে ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং করতে গিয়ে বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার চেনা ছবি। দলের সহ অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল (১), সুমন্ত গুপ্তদের (১১) ব্যাটিং নিয়ে যত কম বলা যায়, তত ভালো। জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য আরপি সিংয়ের সামনে এমন জঘন্য পারফরমেন্স করলে ভারতীয় দলে খেলার কথা ভুলে যাওয়া উচিত। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও অভিষেকদের শট বাছাই দেখে বিরক্ত। বিকেলের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাংলার কোচ বলছিলেন, 'ক্ষমার অযোগ্য শট নির্বাচনের মেগা সিরিয়াল চলছে। সফল হতে হলে আমাদের আরও সতর্ক হতেই হবে।'

টিম বাংলা কবে সতর্ক হবে, কবে ছবিটা বদলাবে, কারও জানা নেই। কিন্তু তার আগে গুজরাট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ব্যাটিংয়ে ফের অশনিসংকেত। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কেন আরও দ্রুত রান তোলার নির্দেশ দেওয়া হল না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য বলছেন, 'গুজরাটের ব্যাটিং শক্তি ভালো। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা।'

প্রশ্ন হল, বাংলার বোলিং শক্তিও তো দেশের সেরা? আর এখানেই তো রহস্য!

করুণের নিশানায় আগরকার

দ্বিশতরান পৃথ্বীর

চণ্ডীগড়, ২৭ অক্টোবর : স্বমহিমায় পৃথ্বী শ।

মুম্বই ছেড়ে এই মরশুমেই মহারাষ্ট্রে যোগ দিয়েছেন। নতুন দলের হয়ে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচেই দ্বিশতরান করে নজির গড়লেন পৃথ্বী।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে বড় রান করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরু থেকেই বাইশ গজে ঝড় তোলেন তিনি। ৭৩ বলে শতরান পূর্ণ করেন। পরের একশো রান করতে নেন ৬৮ বল। শেষপর্যন্ত ১৫৬ বল খেলে ২২২ রান করে আউট হন পৃথ্বী। রনজিতে দ্রুততম দ্বিশতরানের নজির রয়েছে রবি শাস্ত্রীর। ১৯৮৪ সালে বরোদার বিরুদ্ধে ১২৩ বলে ২০০ করেছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও রনজিতে দ্বিতীয় দ্রুততম দ্বিশতরানের রেকর্ড গড়লেন পৃথ্বী। বিশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। ভুল শুধরে প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে শুরুটা ভালোই হল পৃথ্বীর।

২২২ রানের পথে পৃথ্বী শ।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছেন করুণ নায়ার। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৭৩ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধেও শতরান করলেন। ১৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন তিনি। এরপরই তাঁর নিশানায় জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জাতীয় দলে ফিরেছিলেন। তবে তাঁর পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হননি আগরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে আর ডাক পাননি। এই নিয়ে করুণ বলেন, 'গত দুই বছরে যা রান করেছি তাতে আমার আরও সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। একটা সিরিজ দেখেই আমাকে বাদ দেওয়া হল।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমার কাজ রান করা। সেটা করছি। আবারও দেশের হয়ে খেলতে চাই। সেই লক্ষ্যেই পরিশ্রম করছি।'

করুণের শতরানে প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রান করে কর্ণাটক। জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে গোয়ার স্কোর ১৭১/৬। ৩ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৪৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন শচীন তেন্ডুলকারের পুত্র অর্জুন।

এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ১ নভেম্বর থেকে রাজস্থানের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের পরবর্তী রনজি ম্যাচে খেলবেন যশস্বী জয়সওয়াল।

বাড়তি নিরাপত্তায় মুম্বইয়ে হিলিরা

নভি মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মহিলা ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির জেরে উত্তাল চলতি বিশ্বকাপ। গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে দুই অজি ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি করা হয়। এই বিতর্কের মধ্যেই ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলতে নভি মুম্বই পৌঁছে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দল।

শ্লীলতাহানির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর অস্ট্রেলিয়া দলের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ক্রিকেটাররা হোটেল ছেড়ে কোথাও গেলে তাদের সঙ্গে সবসময়ই পুলিশ থাকছে। মহারাষ্ট্র পুলিশের এক অফিসার জানিয়েছেন, ক্রিকেটাররা যে হোটেলে থাকছেন সেখানে সবসময় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা কোথাও গেলে পুলিশ এসকর্ট দেওয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে নভি মুম্বইয়ে। যদিও পরের দিন 'রিজার্ভ ডে' হিসেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওইদিনও বৃষ্টির ভ্রুকুটি রয়েছে। ফলে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ভেস্তে গেলে নিয়ম অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে উঠবে। কারণ, গ্রুপ পর্বে অজিরা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিল এবং সবচেয়ে বেশি ম্যাচও তারা জিতেছে। তার উপর গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ভারতকে হারিয়েছিল।

এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ প্রেরণা ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : একটা ড্র ম্যাচই যেন চাপ তৈরি করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ-ফুটবলারদের উপর। এখানে এসে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দেওয়া মাঠ পছন্দ না হওয়ায় নিজেরাই সালভাদোর দ্য মুন্ডো গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠ ভাড়া করে প্রস্তুতি সারছে ইস্টবেঙ্গল। আসলে এটা একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স। ফুটবল মাঠ ছাড়া আছে ব্যাডমিন্টন কোর্টও। মাঠের একধারে একটা ষোলোশো খ্রিষ্টাব্দের গির্জা এবং নারকেল গাছ তো বটেই মান্ডবী নদী, সঙ্গে

অনুশীলন শুরুর আগে হাডলে ইস্টবেঙ্গল দল। ছবি : প্রতিবেদক

পাহাড়ের উঁকিঝুঁকিতে চারপাশটা ছবির মতো। কিন্তু এত সৌন্দর্য দেখার মানসিক অবস্থা কোথায় লাল-হলুদ শিবিরে? আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হার ও গায়ে গায়েই এখানে এসে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের মতো একটা বিদেশিহীন আই লিগের দলের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই ড্র। আগের দিন হলে এতক্ষণে সমর্থকরা শুধু মুখের কথাতেই স্পেনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন অস্কার ব্রুজোঁকে। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। ফলে সৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ মজুমদার, জিকসন সিংরা এই চাপ বুঝতে পারলেও কোচ এখনও অপছন্দের প্রশ্নে গলাবাজি করছেন তো পছন্দ হলে একগাল হাসি। ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট না পেলেও কোচ খুশি তাঁর দলের পারফরমেন্সে। তাঁর বক্তব্য, ‘একটা ম্যাচের দুটো দিক থাকে। একটা হল পয়েন্ট পাওয়া এবং অন্যটা পারফরমেন্স। শেষমুহূর্তে অমনোযোগী হয়ে পড়ায় পুরো ৩ পয়েন্ট হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পারফরমেন্স ক্রমশ ভালো হচ্ছে। তবে আমাদের আরও ধারাবাহিক হতে হবে।’

তিনি যাই করুন না কেন, ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে একেবারেই চনমনে ভাবটা নেই। প্রত্যেকেরই মুখ গোমড়া সাতসকালেও। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ না জিতলে টুর্নামেন্ট প্রায় শেষই হয়ে যাবে যদি না ডেম্পোর কাছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট হারে বা ড্র করে। কোচও স্বীকার করলেন, ‘চেন্নাইয়ান ম্যাচ আমাদের কাছে ডু অর ডাই।’ এরপরই অবশ্য তিনি চলে গেলেন এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ এবং স্পেনের ২০১০ বিশ্বকাপ জয়ের প্রসঙ্গে। তাঁর বক্তব্য, ‘এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আমাদের প্রথম ম্যাচটা ভালো যায়নি কিন্তু তারপর আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি গিয়েছিলাম। তাছাড়া ২০১০ সালে আমার দেশ স্পেন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হেরে শুরু করার পর চ্যাম্পিয়ন হয়। আমরাও আত্মবিশ্বাসী ভালো কিছু করতে পারব। তবে চেন্নাইয়ান ভালো দল। আগের দিন প্রথম ২০-২৫ মিনিট ওরা মোহনবাগানকে খুব বেগ দিয়েছিল। এর থেকেই ওদের শক্তি আন্দাজ করা যায়।’ দলের সেরা প্লে-মেকার মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে পরে নামানো নিয়ে কিছুটা সমালোচিত হয়েছেন অস্কার। এখন এই একটাই পরিবর্তন তিনি আনেন কি না দলে, সেটা বোঝা না গেলেও ডিফেন্সে যে বদল হচ্ছে না সেটা অনুশীলন দেখে খানিকটা বোঝা গেল। কেভিন সিবিলে আসার পর থেকে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স অনেক জমাট হয়েছে। তবে বাকি বিদেশিরা কেউই আহামরি নন এখনও পর্যন্ত।

আহামরি নয় ক্লিফোর্ড মিরান্ডার চেন্নাইয়ানও। তাই না জেতার কারণ নেই ইস্টবেঙ্গলের। শেষপর্যন্ত কোচ কতটা ফুটবলারদের তাতিয়ে তুলতে পারেন তার উপরেই নির্ভর করছে ফুটবলারদের মাঠের পারফরমেন্স।

> এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আমাদের প্রথম ম্যাচটা ভালো যায়নি কিন্তু তারপর আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি গিয়েছিলাম। তাছাড়া ২০১০ সালে আমার দেশ স্পেন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হেরে শুরু করার পর চ্যাম্পিয়ন হয়। আমরাও আত্মবিশ্বাসী ভালো কিছু করতে পারব।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

সুপার কাপে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম চেন্নাইয়ান এফসি	মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট **স্থান :** ব্যাম্বোলিম	**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট **স্থান :** ফতোরদা
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে	**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিও হটস্টার

জিতে সেমির দিকে এগোতে চায় বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : মাঠের ধারে সুন্দর এক সবুজ-মেরুন বাড়ি। লিস্টন কোলাসো গাড়ি চালিয়ে এলেন সিআর সেভেন লেখা জার্সি গায়ে। যেন ছোট্ট এক পর্তুগালের ছবি উঠে এল উতোরদায়। মনে হবে যেন দেখেশুনেই অনুশীলনের জায়গা বেছে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

তবে ওই সব দেখে আপ্লুত হওয়ার মানুষ নন হোসে ফ্রান্সিসকো

ডেম্পোকে গুরুত্ব মোলিনার

মোলিনা। তিনি বিরক্ত অনুশীলনের মাঠের বেহাল অবস্থা দেখে। রবিবার যেখানে অনুশীলন করে সেটা তাঁর খুবই অপছন্দ হওয়াতেই ফের এদিন উতোরদা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে ফিরে আসে তাঁর দল। মোলিনা বলে দিলেন, ‘অনুশীলনের মাঠ অসম্ভব খারাপ। এই রকম মাঠে অনুশীলন করালে আর কীইবা বলার থাকতে পারে? স্টেডিয়ামের মাঠও তেমন ভালো নয়। হয়তো প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যই এরকম বেহাল অবস্থা। তবে আমরা পেশাদার দল। তাই কোনও অভিযোগ না করে আমাদের নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে হবে।’ তাঁর দল অবশ্য বেশ চাঙ্গা। আগের সেই গুমোট ভাবটা একেবারেই নেই। এদিন ডিফেন্স ও পরে অ্যাটাক লাইন নিয়ে আলাদা করে সিচুয়েশন ও শুটিং অনুশীলনও করালেন। আগেরদিন চোট পাওয়া দীপক টাংরিও চুটিয়ে অনুশীলন করলেন। মোলিনা বলে গেলেন, ‘ওর চোট নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মনে হচ্ছে খেলতে সমস্যা হবে না।’ অনুশীলন দেখে মনে হল আগেরদিনের প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন হয়তো করবেন না। তবে ধাঁধা রেখে দিলেন জেসন কামিন্স ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে বাড়তি খাটিয়ে।

সুপার কাপে যেখানে ছয়জনকে খেলানোর সুযোগ আছে সেখানে মোলিনা তিন বিদেশির বেশি নামাচ্ছেন না। কেন রবসন রোবিনহো, দিমিকে বসিয়ে রেখে নম্বর ১০ পজিশনে সাহাল আব্দুল সামাদকে খেলাচ্ছেন প্রশ্ন করলে মোলিনার উত্তর, ‘গত দেড় বছর ধরে আপনারা বা ফুটবলাররা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে আমি নাম দেখে খেলাই না। আমি দেখি সেদিন আমার পরিকল্পনায় কে সেরাটা দিতে পারবে। কে বেশি ফিট। যাদের বিপক্ষে খেলছি সেই দলটার বিরুদ্ধে সঠিক ফুটবলারটি কে হবে।’ তিনিই যে সঠিক, সে অবশ্য গত মরশুম থেকে বারবারই প্রমাণ করতে পেরেছেন। এবারও সুপার কাপটা জিতে মরশুমের দ্বিতীয় ট্রফিটা দ্রুত ঘরে তুলে ফেলতে উদ্যোগী তাঁরা। সমীর নায়েকের ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব আগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের থেকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই সাবধানি মোলিনা বলেছেন, ‘আমরা আগের ম্যাচটার রেকর্ডিং দেখেছি। ওরা যে ভালো দল তার প্রমাণ প্রথম ম্যাচেই দিয়েছে। ফলে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা অবশ্য প্রতিপক্ষ ভালো কী মন্দ সেটা নিয়ে ভাবি না। আমাদের দর্শন হল, নিজের দলকে নিয়ে ভাবো। আমরা যদি জিততে পারি তাহলে সেমিফাইনালের দিকে খানিকটা এগোতে পারব।’ ডেম্পো স্থানীয় দল। হয়তো তাদের কিছু সমর্থক আসবেন মাঠে। সেখানে মোহনবাগানকে খেলতে হবে বিনা সমর্থনে।

ডেম্পো ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালের দিকে এক পা এগিয়ে গেলে হয়তো বা এই সমর্থকরাই পাশে এসে দাঁড়াবেন। আর সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা সবুজ-মেরুন শিবির।

ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ম্যাচের প্রস্তুতিতে জেসন কামিন্স। -প্রতিবেদক

লামিনে ইয়ামাল ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের ঝগড়া থামাচ্ছেন সতীর্থরা।

ধুন্ধুমার এল ক্লাসিকো, উত্তপ্ত বার্নাব্যু

মাদ্রিদ, ২৭ অক্টোবর : মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি।

গত মরশুমের শেষ সাক্ষাতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪ গোলের মালা পরিয়েছিল বার্সেলোনা। ভারতীয় সময় রবিবার রাতে ঘরের মাঠে কাতালান জায়েন্টদের ২-১ গোলে হারিয়ে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিল রিয়াল। স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হল শেষবেলায়।

ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার আগেই। কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের বেঞ্চে থাকা ফুটবলাররা। ৯০ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখেন বেঞ্চে থাকা রিয়ালের গোলকিপার আন্দ্রেই লুনিন। সংযুক্তি সময়ে অরিলিয়েন চৌয়ামেনিকে ফাউল করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বার্সেলোনার পেদ্রিও। এরপর শেষ বাঁশি বাজতেই লামিনে ইয়ামালের দিকে তেড়ে যান ড্যানি কার্বাহাল, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, থিবো কুর্তোয়ারা। ধাক্কাধাক্কিও হয় দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে। রেফারিরা পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় আসরে নামতে হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। তাঁদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় মোট ছয় ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।

> ইয়ামাল স্পেন জাতীয় দলে কার্বাহালের সতীর্থ। সকলের সামনে ওর ইয়ামালকে কিছু বলা ঠিক হয়নি। আলাদাভাবেও বলতে পারত।
>
> **ফ্র্যাঙ্কি ডি জং**

আসলে কয়েকদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল বলেছিলেন, ‘রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ জেতার জন্য সবসময় রেফারির ওপর চাপ তৈরি করে।’ তাঁর এই মন্তব্য একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি রিয়াল শিবির। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, এল ক্লাসিকোয় বার্সার হারের মাঠে তারই জবাবে কার্বাহাল বলেছেন, ‘এবার কিছু বলো, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে নাকি?’ পরে ইয়ামালকে নিশানা করে সমাজমাধ্যমে জুড়ে বেলিংহাম লেখেন, ‘কথায় নয়, কাজে করে দেখাতে হয়।’ এদিকে কার্বাহালের মন্তব্যের পালটা বার্সা মিডফিল্ডার ফ্র্যাঙ্কি ডি জং বলেছেন, ‘ইয়ামাল স্পেন জাতীয় দলে কার্বাহালের সতীর্থ। সকলের সামনে ওর ইয়ামালকে কিছু বলা ঠিক হয়নি। আলাদাভাবেও বলতে পারত।’

এদিকে, ক্লাসিকো জয়ের পর রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, ‘দল দারুণ উদ্দীপ্ত ছিল। এই জয়ে আমি আরও বেশি খুশি ফুটবলারদের জন্য। ওরা ক্লাসিকো জিততে মরিয়া ছিল। এই জয়টা আমাদের জন্য স্পেশাল। তবে অনেকটা পথ বাকি এখনও। আগামী ম্যাচগুলোতেও এই মানসিকতা ধরে রাখতে হবে।’ দলের সার্বিক পারফরমেন্সের পাশাপাশি ভিনিসিয়াস ও বেলিংহামের আলাদা করে প্রশংসা করেছেন অলন্সো।

জয়ী মুম্বই, পাঞ্জাব এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : হায়দরাবাদ ছেড়ে এবার রাজধানীতে। তবে জায়গার পাশাপাশি নাম বদল করলেও জয় এল না স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির। এদিন তাদের বিপক্ষে ফতোরদায় মুম্বই সিটি এফসি জয়ী হল ৪-১ গোলে। ৭ মিনিটে প্রথম গোল জোরগে পেরেরা দিয়াজের। মুম্বইয়ের পরের দুই গোল বিক্রম প্রতাপ সিং ও জোরগে ওর্টিজ মেন্ডোজার যথাক্রমে ৯ ও ৩২ মিনিটে। ম্যাচের শেষদিকে ফের ব্যবধান বাড়ান বিক্রম প্রতাপ। ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি পায় দিল্লি। গোল করেন আন্দ্রে আলবা।

অন্যদিকে, এদিন গ্রুপ ‘ডি’-তে পাঞ্জাব এফসি ৩-০ গোলে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচ শুরুর দুই মিনিটের মধ্যে গোকুলামের গুরসিমরত সিংয়ের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় পাঞ্জাব। ১১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নিখিল প্রভু। ৪৩ মিনিটে প্রিন্সটন রেবেলোর গোলে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলে পাঞ্জাব। বিরতির পর গোলের ব্যবধান বাড়েনি।

অ্যাসেজে শুরুতে নেই কামিন্স

মেলবোর্ন, ২৭ অক্টোবর : ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে নেই অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তিনি পিঠের চোটে ভুগছেন। কামিন্সের বদলে পারথে প্রথম টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। তবে অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড আশাবাদী ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরবেন কামিন্স। তার জন্য চলতি সপ্তাহে বোলিং অনুশীলন শুরু করবেন ৩২ বছরের পেসার।

ফুটবল মরশুম শুরু হওয়া স্বস্তির : সন্দেশ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : আল নাসেরের বিপক্ষে নিজেদের নিংড়ে দিয়েছেন তাঁরা। তারপর আবার একটা ভয়ংকর বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ। তারপরও মিক্সড জোনে দিব্যি হাসিখুশি লাগে জাতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ককে। ডাকতেই দাঁড়িয়ে পড়েন কথা বলতে।

রবিবাসরীয় রাতে এফসি গোয়া-জামশেদপুর এফসি ম্যাচ একটা সময়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তবে দুই দলের ইচ্ছায় পুরো ম্যাচই হয় এবং ২-০ গোলে

জেতে এফসি গোয়া। ম্যাচের পর স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে মেজাজে দেখা মেলে সন্দেশ ঝিংগানের। বলছিলেন, ‘টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। জিতে শুরু করা খুব দরকার ছিল। এখন হালকা লাগছে অনেকটাই। আজ দুই দলের কাছেই কাজটা কঠিন ছিল। কারণ আবহাওয়া ছিল অসম্ভব প্রতিকূল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা নিজেদের সেরা দল হিসাবে প্রমাণ করতে পেরেছি। কিন্তু এটা সবে শুরু। গোটা টুর্নামেন্টই ভালো খেলতে হবে।’ মাত্র তিন-চারদিন আগেই আল নাসেরের বিপক্ষে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন সন্দেশরা। কেমন সেই অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে দেশের সেরা ডিফেন্ডার বলেছেন, ‘বলতে গেলে আমাদের দুই দিনের মধ্যে খেলতে হচ্ছে। আল নাসের ম্যাচটা এতটাই উচ্চপর্যায়ের ছিল যে নিজেদের মাঠে নিঃশেষিত করতে হয়েছে। বলতে পারেন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল। তবে ওই ম্যাচের জন্য হয়তো আজ আমাদের তো পা ধরে যাচ্ছিল একটা সময়ে। কিন্তু দেখুন এটাই আমাদের জীবন। আবার তিনদিনের মধ্যে পরের ম্যাচটা খেলতে হবে। কিছু করার নেই।’

ফুটবল মরশুম শুরু হবে কি হবে না, তা নিয়ে যখন ক্রমশ দুশ্চিন্তা বাড়ছিল তখনই শুরু হল সুপার কাপ। ফলে ফুটবলই যাঁদের রুটিরুজি, তাঁদের কাছে এটা একটা বড় স্বস্তি। সন্দেশ অবশ্য এই প্রসঙ্গ উঠতে শুরুতে মজাই করলেন, ‘আরে আমাদের ফুটবল মরশুম তো গত সাড়ে তিন মাস ধরেই চলছে।’ এরপরই অবশ্য

> টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। জিতে শুরু করা খুব দরকার ছিল। এখন হালকা লাগছে অনেকটাই। আজ দুই দলের কাছেই কাজটা কঠিন ছিল।
>
> -সন্দেশ ঝিংগান

এলেন আসল প্রসঙ্গে, ‘সত্যি খুব জরুরি ছিল মরশুম শুরু হওয়া। খেলা চলার একটা ধারাবাহিকতা দরকার। আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ যখন খেলতে যাচ্ছি হয়তো মাসে একটা ম্যাচ খেলে তখন ওরা ১০-১২টা করে ম্যাচ খেলে আসছে। এই তো দেখুন না আজ জামশেদপুর যেমন শুধুই ট্রেনিং করে চলে এসেছে বলে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠল না। যাইহোক এই শুরুটা খুব দরকার ছিল। সবাই মিলে সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছিল। আশা করা যায় এবার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে ম্যাচ হতে থাকবে।’ সুপার কাপে গোয়া ছাড়া চ্যাম্পিয়নশিপের দাবিদার আর কারা? এই প্রথমবার ব্যাকফুটে ডাকাবুকো এই ডিফেন্ডার, ‘সব দল ভালো। কারও নাম আলাদা করে বলে আমি কেন ঝামেলায় পড়ি?’ হাসতে হাসতে বৃষ্টি মাথায় করে বাসে উঠে পড়েন।

গোলের পর আর্সেনালের এবেরেচি এজে। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে।

হেরেও উদ্বিগ্ন নন গুয়ার্দিওলা

টানা চার জয়, শীর্ষে আর্সেনাল

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : অপ্রতিরোধ্য আর্সেনাল।

৯ ম্যাচে ৭টা জয়। একটা ড্র, একটা হার। টানা চার ম্যাচ জিতে ২২ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের মগডালে মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। রবিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয়ের পর স্বস্তির সুর আর্সেনাল কোচের গলায়। আর্তেতা বলেছেন, ‘তিনদিনের ব্যবধানে পরপর ম্যাচ খেলতে হয়েছে। জানতাম এই ম্যাচটা কঠিন হবে। শুধু তাই নয়, ক্রিস্টাল প্যালেসের মতো দলের সামনে মনঃসংযোগে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেও ভুগতে হতে পারত। তাই এই তিন পয়েন্ট অন্য অনেক ম্যাচের তুলনায় আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’

জয়ের দিনেও অবশ্য অস্বস্তির কাঁটা থেকেই গেল আর্সেনাল শিবিরে। প্রথমার্ধের শেষ দিকে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন উইলিয়াম সালিবা। ম্যাচের শেষ দিকে চোট পান ডেকলান রাইস। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন তিনি। যা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের কারণ হতে পারে আর্তেতার জন্য।

এদিকে, রবিবার অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। পয়েন্ট টেবিলে সিটির অবস্থান পাঁচ নম্বরে। ভিলার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক খেলেও ভাগ্য খোলেনি সিটির। তবুও উদ্বিগ্ন নন নীল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বিশেষত গোল করতে না পারা নিয়ে। তিনি বলেছেন, ‘গোল করা আমাদের দলের জন্য সমস্যার নয়। ১৩ ম্যাচে ২৩ গোল করেছি আমরা। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড একাই ১৫ গোল করেছে। ভিলা পাঁচজনে রক্ষণ সাজানোয় আমরা জায়গা তৈরি করতে পারিনি।’ দলের লড়াইয়ে সন্তুষ্ট গুয়ার্দিওলা।

জলপাইগুড়ি, দঃ দিনাজপুরের হার

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে গ্রুপ ‘এ’-র খেলা সোমবার বালুরঘাটে শুরু হল। প্রথম ম্যাচে জলপাইগুড়ি রাইনোসার্স ৭ উইকেটে উত্তর ২৪ পরগনা চ্যাম্পসের বিরুদ্ধে হেরেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে জলপাইগুড়ি ১০৬ রানে অল আউট হয়। শোয়েব শা ৪১ রান করেন। অখিলেশ যাদব ১৪ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে উত্তর ২৪ পরগনা ১১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ৫২ রান করেন।

বীরভূমে ডেয়ারডেভিল দক্ষিণ দিনাজপুর ১৬ রানে বীরভূম আয়রনম্যানের বিরুদ্ধে হেরেছে। টসে হেরে বীরভূম ৩ উইকেটে ২১১ রান তোলে। ইন্দ্রজিৎ ওরাওঁ ৭৮ রান করেন। জবাবে দক্ষিণ দিনাজপুর ৮ উইকেটে ১৯৫ রানে আটকে যায়। সৌম্যজিৎ মণ্ডল ৬১ রান করেন।

শেষ আটে সঞ্জয়-মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় এবং নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজে শেষ আটে উঠলেন সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার, পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস কর, বিরাজ দে-বিজয় বিশ্বাস, প্রদীপ রায়-শ্যামল দাস, পরিতোষ বসাক-দিলীপ দাস, অভিজিৎ হালদার-রতন সাহা, স্বপন মজুমদার-নারায়ণ দত্ত, মিলন রায়-সুখেন দাস।

৪ উইকেট রেজুয়ানের

বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে সোমবার উত্তর দিনাজপুর কুলিক বার্ড ১ রানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা টাইগারকে হারিয়েছে।

ম্যাচের সেরা হয়ে রেজুয়ান আনসারি। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট স্টেডিয়ামে টসে হেরে উত্তর দিনাজপুর ৭ উইকেটে ১২৯ রান তোলে। অর্ক দাস ৬২ ও সুমন দাস ২২ রান করেন। মহম্মদ নৌশাদ সাগির ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১৯.৫ ওভারে ১২৮ রানে গুটিয়ে যায়। যুবরাজ দীপক কেশওয়ানি ৪১ ও সুরজিৎ যাদব ২২ রান করেন। ম্যাচের সেরা রেজুয়ান আনসারি ১৭ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট।

মহমেডানকে নির্বাসনমুক্ত করতে উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ওপর থেকে ফিফার নির্বাসন মুক্ত করতে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্লাবের প্রাক্তন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ, প্রাক্তন গোলকিপার কোচ মিলোস পেত্রোভিচ সহ যে সমস্ত কোচিং স্টাফ ও ফুটবলাররা বকেয়া বেতনের দাবিতে ফিফার দ্বারস্থ হয়েছিলেন, সম্প্রতি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছে মহমেডান। জানা গেল, তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বকেয়া বেতন কিছুটা কমানোর চেষ্টা করছেন ক্লাবকর্তারা। একইসঙ্গে তা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেই খবর।

মহমেডান ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু জানিয়েছেন, ক্লাবকে নির্বাসনমুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী হয়েছেন। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের মাধ্যমে বকেয়া অর্থের পরিমাণ জানতে চেয়েছিলেন। সাময়িক সমস্যা মেটাতে তিনি অর্থের বন্দোবস্ত করছেন। ক্লাব সচিব বলেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ফিফা নির্বাসনমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় অর্থের বন্দোবস্ত করবেন বলেই জানিয়েছেন।’ ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি কামারুদ্দিন জানিয়েছেন, বকেয়া মেটাতে ক্লাবকর্তারাও অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন।

এদিকে, সুপার কাপের আগে সোমবার ইয়ং কর্নারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ২-১ গোলে জিতল মহমেডান। ম্যাচে সব ফুটবলারকেই দেখে নেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। এমনকি খেলোয়াড় কম থাকায় শেষ দিকে নিজেই মাঠে নেমে পড়েন মহমেডান কোচ। ইতিমধ্যে স্ট্রাইকার অ্যাডিসন সিং ও ডিফেন্ডার সাজ্জাদ হুসেন প্যারি দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। মহম্মদ জেসিম ও সজল বাগকে সুপার কাপে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সাদা-কালো শিবির।

চোটে মরশুম শেষ সিন্ধুর

হায়দরাবাদ, ২৭ অক্টোবর : চলতি বছরে আর কোনও প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে না দেশের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুকে।

পায়ে চোট রয়েছে সিন্ধুর। সেই চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষ্যেই বছরের বাকি প্রতিযোগিতাগুলি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি। ৩০ বছরের এই তারকা সোমবার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘নিজের টিম ও চিকিৎসক ডাঃ পারদিওয়ালার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছি, ২০২৫ সালের বাকি প্রতিযোগিতাগুলি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো হবে। ইউরোপ সফরের আগে পাওয়া পায়ের চোট এখনও সম্পূর্ণভাবে সারেনি। এটা মেনে নেওয়াটা খুব কঠিন। কিন্তু চোট-আঘাত একজন ক্রীড়াবিদের জীবনের অংশ।’